রেলে-চুরি

(আমেরিকান ডিটেকটিভ উপন্যাস)

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
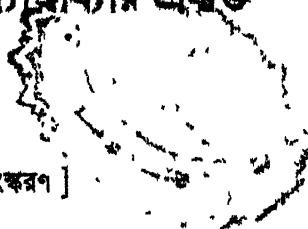
[চতুর্থ সংস্করণ]
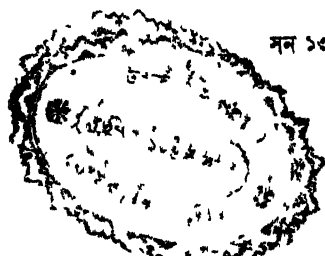
সন ১৩৪৯ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা।

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগরের প্রধান পোষ্টাফিসে
জেনারেল জেমস্ সাহেব
্যবসাদারের মত পোষাক-
দন লোক দাঁড়াইয়াছিলেন।
ভীকতাব্যঞ্জক, রেশমের মত
ধীর, স্থির দৃষ্টিতে জেনারেল
তখনকার বিখ্যাত গোয়েন্দা

বে?" গোয়েন্দার মুখপানে
দা করিলেন—বড় শক্ত কথা
।

নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারে পুনরায় বসিয়া, ব্রাউন উত্তর করিলেন—আমার দক্ষতা বিষয়ে যদি তোমার কোন সন্দেহ হয়, তা হ'লে তুমি—

"না, না, সে কথা বল্‌ছিনে, আমি"—তাহার কথায় বাধা দিয়া জেমস্ সাহেব [illegible]লেন—সন্দেহ আমি কর্‌ছি নে। তবে যে রকম তুমি সহজ মনে ভাব্‌ছো, আমার বিবেচনায় এটা তত সহজ বলে বোধ

হয় না। সেই কথাই তোমায় আমি বল্‌চি। প্রাণপণে তোমায় চেষ্টা করতে হবে, তবে যদি তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পারো। যাক্ সে কথা, এখন কাজের কথা হোক্। সে দিন আবার চুরি হয়েছে।

"সেই চুরিই কি আমায় তদন্ত করতে হবে?"

জেমস্ সাহেব বলিলেন,—কেবল এই একটা না, অনেক হয়েছে এ রকম, প্রত্যহই আমি খবর পাচ্ছি। তবে সুবিধে—সকল—চুরিই একদিকে হচ্ছে।

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—একদিক থেকে?

জেমস্। হ্যাঁ, নালিশের যত দরখাস্ত, সব একদিক থেকেই আমি পাচ্ছি। কেবল লুঠ নয়, এর ভেতরে আবার ছোট ছোট চুরিও আছে।

ব্রাউন। ছোট ছোট চুরি! তা হ'লে সে চোর খুঁজতে বড় বেগ পেতে হবে।

জেমস্। সে কথাই আমি বল্‌ছিলাম। যখন এর তদন্ত তুমি সুরু করবে, তখন বুঝতে পারবে আজ পর্য্যন্ত যত কাজ করেছ সকলের চেয়ে এটা কঠিন।

ব্রাউন। তা হ'তে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ আমায় বিমুখ হতে দেখে নি। চেষ্টা করে দেখি, যদি নিতান্ত কৃতকার্য্য না হই, তা হ'লে বুঝবো—এই আমার প্রথম পরাজয়।

জেমস্। বেশ, চেষ্টা করে দেখ, এর জন্যে তুমি প্রচুর পারিশ্রমিক পাবে। কখন যাবে তুমি—কাল?

ব্রাউন। এখনি।

জেমস্। উত্তম। কিন্তু তুমি ত প্রস্তুত হয়ে এসনি!

একখানা পকেট বহি বাহির করিয়া ব্রাউন বলিলেন—পাঁচ মিনিটের

মধ্যে তুমি আমায় প্রস্তুত করে দিতে পার। প্রথমে কোন্ লাইনে চুরি হয় বলতে পার?

জেমস্। এখান থেকে আলবানী, পাশে হুড্‌শন্ পর্য্যন্ত।

ব্রাউন। অপর কোন স্থানে নয় এ কথা তুমি জান্‌লে কেমন করে?

ডাক আলবানী ষ্টেশনে জমা হয়।

মালবানীর মধ্যেই আমি পাচ্ছি।

র গেছে?

নি। তবে অনেক টাকা এটা ঠিক।

ক জায়গায় হয় নি?

য়, তবে জায়গা কোথায় কোথায় তা

পারলে তোমাকে আমার আবশ্যক

। আর আমাকে কিছু সন্ধান দিতে

য়গার ডাকঘরে আমি তোমার কথা

সাহেবের কথায় বাধা দিয়া ব্রাউন

আশ্চর্য্য হইয়া জেমস্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তা দরকার নেই? তাদের দ্বারা তুমি সাহায্য পেতে পার না কি?

ব্রাউন বলিলেন—কিছু না।

কেন?

ব্রাউন। সে কথা আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি নে।

জেমস্। আচ্ছা, শোনবার দরকার আমার নাই। তা হ'লে কবে আমি খবর পাবো?

ব্রাউন। আমি যে দিন চোরের সন্ধান পাবো।

জেমস্। তুমি আমায় টেলিগ্রাফ করো।

ব্রাউন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—যখন আমি কৃতকার্য্য হ'ব, যে দিন সমস্ত চোর আমি পুলিশের জিম্মায় দিতে পারবো, সেইদিন আমি তোমায় টেলিগ্রাফ করবো মিঃ জেমস্, এর মধ্যে আর তুমি আমার কোন খবর পাবে না। আর এক কথা তোমায় বলে যাই, আমি যে তোমার এ কাজে নিযুক্ত হয়েছি, এ কথা যেন কোন রকমে প্রকাশ না হয়। তার পর তিন মাসের মধ্যে যদি বেলফাস্ট ব্রাউন এ চুরির সন্ধান না করতে পারে, তা হ'লে আমি যা বলেছি—এই আমার প্রথম অকৃতকার্য্যতা। এখন চল্লুম আমি—নমস্কার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আড্ডাঘরে

বস্কটার ষ্ট্রীটে ঠিক রাস্তার উপর, বহুদিনের পুরাতন একখানা চার-তলা বাড়ী। তার উপরের সমস্ত ঘরেই বাসাড়েরা বাস করে। আর আর নীচের তলায় একখানা মদের দোকান।

পাঠক, মদের দোকান বলিলে, যেন আমাদের দেশের মদের দোকানের মত বুঝিবেন না। বিলাতে মদের দোকান বিশেষতঃ তখন-কার সময়ে, সে এক ভয়ানক স্থান। তখনকার মদের [illegible] —বদমায়েসের আড্ডা। যত গুণ্ডা, চোর, ডাকাত, বদমায়েস, জালিয়াত, খুনে সকলেরই গুপ্ত-পরামর্শের নির্ব্বিঘ্ন স্থান—সেই মদের দোকান। দোকানদার মাত্রেই তাদের পৃষ্ঠপোষক। সম্মুখের ঘরে দোকান, আর

পাশে পশ্চাতের ঘরে জুয়া ও তেতাস খেলার আড্ডা। এ রকম দোকান প্রত্যেক পল্লীতে অবস্থিত।

বক্সটার ষ্ট্রীটে যে দোকানের কথা বলিতেছি, সে অঞ্চলের সকল দোকান অপেক্ষা এই দোকানটা অতি ভয়ানক। দোকানদারের নাম—ইসাক বা আইক ম্যাকফারল্যাণ্ড।

এই দিন রাত নয়টার সময়,দুইজন লোক অতি সন্তর্পণে সেই দোকানে প্রবেশ করিল। তাহাদের পোষাক কাল, গায় মস্ত লম্বা কাল কোট, মাথায় কিনারাওয়ালা টুপী। সে রকম টুপী যাহারা মাথায় দেয় হঠাৎ তাদের [illegible] না। একজনের কটা কটা লম্বা [illegible] জনের দাড়ি নাই।

[illegible]। কেউ গান গাচ্ছে। কাহার [illegible] া ছড়াইয়া চেয়ারে মাথা দিয়া [illegible] টর ধোঁয়া তাহার সঙ্গীর মুখের [illegible] হাসি হাসিতেছে। অধিকাংশ [illegible] কাজে—মদ্যপানে ব্যস্ত।

দুই ব্যক্তি সেই লোকের মধ্য দিয়া নীরবে পশ্চাতের ঘরে [illegible]। তাহাদের প্রতি কেহই লক্ষ্য করিল না। ঘরে ঢুকিয়াই [illegible] টানিয়া দিয়া উভয়ে উপবেশন করিল।

সেই দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটী তাহার পকেট হইতে একটা [illegible] বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা ফটোগ্রাফ [illegible] য়া তাহার সঙ্গীর হাতে দিয়া বলিল—ভাল করে এখানা [illegible] খিটা আমি চাই।

[illegible] ফ দেখিয়া একটু চমকিত ভাবে সঙ্গী উত্তর দিল—আমি [illegible] য় দেখিছি, যেন চেনা-চেনা বলে বোধ হচ্ছে।

"তা হ'লে চেন তুমি একে ?"

"ঠিক আমি চিনিনে, তবে কোথায় দেখিছি বলে যেন বোধ হচ্ছে।"

"কোথায় দেখেছ, ভাল করে মনে কর।"

সঙ্গী একটু ভাবিয়া বলিল—রসো, অনেকদিন হ'লো—কোথায়—হ্যাঁ, মনে হয়েছে—গত বৎসর আমি একে—ব্রাউটন বিচে দেখিছি।

"কি কচ্ছিল সেখানে এ ?"

"সেখানে ঘোড় দৌড়ের খেলায় ছিল। কিন্তু কি নামে ছিল তা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।"

হাজার টাকা। আমার উপরেই সে তদন্তের ভার পড়ে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি এর কিছু কিনারা করতে পারিনি। যদি কোন সন্ধান পাই,—সেই জন্যই এখানে আমি এসেছি।"

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে কি করে সন্ধান পাবে?

ডেটন বলিলেন—কথা হচ্ছে কি জান, এই যে লোক, যার চেহারা তোমায় দেখালেম, এর উপর আমার একটু সন্দেহ হয়েছে। খুনের আগের দিন সন্ধ্যের সময় একে সকলে ষ্টেশনে দেখেছে। নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত আমি এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছি, কিন্তু এখানে এসে হারিয়ে গেছে—খুঁজে পাচ্ছি নে।

ব্রাউন। সেদিন কারা একে ষ্টেশনে দেখেছে?

ডেটন। বুড়ো মরগ্যানের ছেলে, আরনেষ্ট না কি তার নাম, সেই দেখেছে।

ব্রাউন। ছেলে আছে? কি করে সে?

ডেটন। এখান থেকে আলবনী পর্য্যন্ত, হডশন রাস্তায় যে ডাক যায় তার মেল এজেণ্ট কি কেরাণী যা হয় এই রকম একটা কি হবে। ঠিক জানিনে আমি।

একটু চমকিত ভাবে ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—মেল এজেণ্ট?

ডেটন। হ্যাঁ, ওই রকম একটা কি। কেন?

ব্রাউন। না, অপর কথা কিছু না। তুমি ত জানো পোষ্টাফিসের সকল কাজই প্রায় আমার একচেটে, সেই জন্যে মেল এজেণ্ট শুনে আমি একটু চমকে উঠ্‌লুম।

"ও কিছু না, বল তুমি।"

ডেটন বলিলেন—যা বল্লুম তোমায়, ওই আমার শেষ। আর আমি [illegible] পাইনি।

ব্রাউন। এরি জন্যে তুমি আমায় এখানে টেনে নিয়ে এলে? আমার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। তুমি বৃথায় আমাকে এতক্ষণ আটকে রাখলে। আমার এতক্ষণ আলবানী রওনা হওয়া উচিত ছিল।

ডেটন। ব্যস্ত হয়ো না ব্রাউন, আমার সব কথা এখন বলা শেষ হয়নি। ঘটনা এইটুকু, কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট সন্ধান আমি বের করেছি। কিন্তু ফলকথা এই, উপস্থিত প্রায় বছর খানেক আমি এতে হাত দিতে পার্‌ছি নে।

ব্রাউন। কেন?

ডেটন। স্যানফ্রানসিসকোর একটা ঘরোয়া মোকদ্দমা আমার হাতে পড়েছে। সেটা না সেরে, আর কোন বিষয় দেখবার অবকাশ আমার

সকালে জেমস্ সাহেব আমায় নিযুক্ত করেছেন।

ডেটন। তা হ'লে তুমি এটা নিতে পার্‌ছো না?

একটু ভাবিয়া ব্রাউন বলিলেন—রসো, আমি ঠাউরেছি। তুমি বল্লে না, মরগ্যানের ছেলে ড

ব ... করে?

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমি তোমার কথাগুলো টুকে নেই

আমাকে মণ্ট্রাজে থাকতে হবে, দেখি যদি কোন সন্ধান করতে পারি।”

বেলমণ্ট ব্রাউন নিজের পকেট হইতে, কাগজ লইয়া আবশ্যকীয় কথাগুলি টুকিয়া লইলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইলে, তিনি পুনরায় ডেটনকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। সেই সময় চকিতভাবে ডেটন তাহাকে বলিলেন—দেখ ব্রাউন, ওই সেই লোক, যার চেহারা দেখলে

এখানে এসেচি—সে ঐ দাঁড়িয়ে আছে।
মকাল, মাথায় একটা ছোট নাইট
পড়ে আছে, মুখের চেহারা স্পষ্ট
ানা মুখ—যেন বুল ডগের মত, পুরু
রয়ে পড়ছে, ঘাড়েগর্দ্দানে এক। অন্তরের
রিয়েছে। গড়ন মাঝারি রকমের, চেহারা
হয়।

লাকটা একবার চারিদিকে নজর করিয়া
বা ভয় করবার লোক আছে কি না।
একটু খুসী হল। খুসী হ'য়ে হাসি মুখে

দোকানদার আইক ম্যাকফার্লল্যাণ্ডের কাছে উপস্থিত হইল। লোকটার নাম জনএলিশন, এই নামেই সে সেখানে পরিচিত। তাকে দেখে আইক যেন একটু খুসী হ'ল বা সেই রকম ভাব দেখিয়ে তার সঙ্গে করমর্দ্দন করে তাকে বসতে চেয়ার দিল।

তারপর এক বোতল ভাল মদ লইয়া আইক নিজে আসিয়া তার সঙ্গে মদ খাইতে বসিল। কারণ জন তার একজন বড় খদ্দের, মাসে অনেক টাকা সে দেয়। সেই জন্যই তার এত খাতির।

বাজপক্ষীর মত একদৃষ্টিতে আমাদের দু'জন গোয়েন্দা পরদার আড়াল

হইতে তাহাদের শিকারের দিকে চাহিয়া কাগজের ছবির সঙ্গে তার চেহারা মিলাইয়া দেখিতেছিলেন।

"তোমার কথাই যথার্থ ডেটন।" ব্রাউন তাহার সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ঠিক মিলেছে চেহারার সঙ্গে।

"এখন ও যে খুন করেছে তার প্রমাণ কিছু আছে তোমার?"

"প্রমাণের মধ্যে খুনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ওকে মণ্ট্রোজ ষ্টেশনে দেখা গিয়াছে।"

"তাতে ওকে দোষী করা যেতে পারে না। ও কোন একটা কাজে গিয়েছিল, এই প্রমাণ দিয়ে খালাস হয়ে আসবে।"

"সে নিশ্চয়। কেবল সেখানে দেখা গিয়াছে বলেই আমি ওকে ধরতে পারছি নে। তবে যদি আর কোন প্রমাণ পাই, ঘটনাক্রমে এমন কোন সন্ধান বেরিয়ে পড়ে যাতে ওকে ধরতে পারি, সেই জন্যই ওর পিছু পিছু আমি ঘুরছি।"

প্রথমে দোকানের এক পার্শ্বেই জনএলিশন ও আইক দু'জনে বসে মদ খাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে মেলা লোক, তাদের পরামর্শের অসুবিধা হয় দেখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া একটু তফাতে যে ঘরে আমাদের গোয়েন্দারা দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই ঘরের নিকট আসিয়া বসিল। ঘরের ভিতর হইতে তাদের কথা বেশ শুনা যাইতে লাগিল।

আইক তাহার সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—আমি ঠিক কথা বল্‌ছি তোমায় জন, যদি আমরা ঠিক থাকতে পারি তবে ও মেয়ে আমাদের বড় মানুষ করে দেবে।

জন জিজ্ঞাসা করিল—কিসে? কেমন করে?

আইক বলিল—গলার স্বরে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত অমন মিষ্টিস্বর কেউ বোধ হয় শুনেনি কখন।

"আর তুমি বল্লে, দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে?" ঢোক গিলিয়া একটু হাসিয়া, জন তাহার সঙ্গীকে বলিল—তার চেহারা বড় ভাল হয়েছে বল্লে না? আমায় একবার দেখাবে চল। অনেকদিন তাকে—প্রায় পাঁচ বছর দেখিনি। তার মা বড় সুন্দরী ছিল, সেও বোধ হয় সেই রকম হবে।

আইক। হ্যাঁ সুন্দরী সে,—নিখুঁত ছবি। যেমন গলার স্বর, তেমনি রং তার, সে রূপে গুণে অতুলনীয়া, তার জোড়া নেই। সে যদি আমার নিজের মেয়ে হ'ত, তাকে আমি থিয়েটারে দিতাম। আমার এখানে একদিনও সে কোন রকম কষ্ট পায়নি। নিজের মেয়ের মতই আমি তাকে

র জন্যে টাকাও আমি তোমায় যথেষ্ট

চ্ছ?"

াইকের কথা তার কাণে গেল না। সে

ার প্রতিবিম্ব তার মুখ ফেটে বাহির হইতে-

গোল—কুকুরের মত চক্ষু দিয়া—কি এক

ত বাহির হইতেছিল। "আমাকে তাকে

ভাবে এলিশন বলিল—চল দেখিগে কেমন

সে হয়ে থাকে, তা হলে—"

তার কথা শেষ হইল না, দুরভিসন্ধির এক অস্বাভাবিক জ্যোতিতে তার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

"কথাটা ভাল ঠেক্‌লো না। এর মধ্যে নিশ্চয় কোন মজা আছে, দেখ্‌তে হবে ডেটন, চল আমরা ওদের সঙ্গে যাই।" এই কথা বলিয়া বেলমণ্ট ব্রাউন তাহার সঙ্গীকে লইয়া নিঃশব্দে উভয়ের অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"তুমি আমার বাপ নও"

দোকান ঘরের পাশে একটা লম্বা গলি, তারপর অন্দর মহল বা আইকের বাসবাটী। আইকের পরিবারের মধ্যে সে, তার স্ত্রী আর যে মেয়েকে সে পালন করিতেছিল সেই মেয়ে রোজা। রোজা এখন ম্যাকৃল্যাণ্ড নামেই পরিচিত। আইকের কোন সন্তানাদি নাই।

গলি পার হয়েই একটা ছোট ঘর, সেই ঘরে, এলিশনকে লইয়া বসাইল। ঘরটী ছোট কিন্তু বেশ সাজান। দেয়ালে বড় বড় ছবি, এক-খানা মস্ত আয়না। মেজেতে ৩।৪ খানা চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলের উপর নানারঙের কাচের বাসন। পাশে একখানা শোফা, দূরে জানালার ধারে খাঁচায় করা একটা কেনারি পাখী, তার নীচেয় একটা পিয়ানো। এইটী রোজার শয়ন ঘর।

এলিশনকে সেইখানে বসাইয়া আইক রোজাকে লইতে গেল এবং একটু পরেই একটী সুন্দরী বালিকার হাত ধরিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। বালিকা অনিন্দ্যসুন্দরী, তাহার প্রবেশের সঙ্গে গৃহটি যেন হাসিয়া উঠিল! তাহার সেই রূপরাশি দেখিয়া জন এলিশন চমকাইয়া উঠিল এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। স্বাভাবিক কঠিন হৃদয় এবং নৃশংস হইলেও, মনে মনে বালিকার রূপের প্রশংসা না করিয়া এলিশন থাকিতে পারিল না।

তাহার সেই চাহনি দেখিয়া একটু ভীতা এবং সলজ্জভাবে রোজা গৃহের একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। সে অগ্রসর হইতে বা বসিতে সাহস করিল না।

তাহার সেই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া আইক বলিল—এদিকে এসো রোজা, লজ্জা কি? উনি যে তোমার বাপ, তুমি চিনতে পাচ্চো না? অনেকদিন দেখনি, ভুলে গেছ বোধ হয়।

পার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে বসিয়া, একটু চমকিতভাবে রোজা বলিল—আমার বাপ! না না ও আমার বাপ নয়। বাবার কথা আমার বেশ মনে আছে, তাঁকে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি। ও লোক আমার বাবা নয়।

রোজার কথায় এলিশনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, আন্তরিক

া। কিন্তু পরক্ষণেই সে আপনাকে

বলিল—রোজা তুমি আমায় ভুলে

দিন দেখনি, আমি তাতে বড় মোটা

ছে, আমায় তাই চিনতে পার্‌ছো

ন হ'ল আমি তোমায় একখানা

আমার মনে হয়?

চিন্তা করিয়া রোজা বলিল—হ্যাঁ

আমার কাছে আছে। কিন্তু তুমি

। সে গহনা দিয়েছিলো—সে আমার

"কিসে তোমার এ ধারণা হ'ল?

রোজা বলিল—তা আমি জানি। বাবার কথা আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। কত ভালবাসতেন—তিনি আমায় কত যত্ন করতেন—আমি তাঁকে ভুল্‌তে পারিনি।

"থাম, থাম!—তুমি ওসব বাজে কথা ভুলে যাও। আমিই তোমার বাপ। এখান থেকে তোমাকে আমি বাড়ীতে নিয়ে যাবো। সেখানে

কত লোকজন, তোমার কত দাসদাসী চাকর আছে। কত টাকা, গাড়ী-ঘোড়া—কত কি আছে দেখতে পাবে। অনেকদিন আমায় দেখনি—ভুলে যাবে তার আশ্চর্য্য কি ?”

ধীরে ধীরে এলিশনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে রোজা বলিল—তুমি কখনই আমার বাপ নও। তুমিও সে কথা জানো। আমি তোমার বাড়ী যেতে চাইনে, তোমার টাকাতেও আমার দরকার নেই। হ'তে পারো তুমি বড়লোক, কোমার অনেক টাকা আছে, তাতে আমার কি ? আমি তার কিছুই চাইনে। আমি এইখানেই—এই মায়ের কাছে থাকবো, তোমার সঙ্গে যাবো না।

জন এলিশন যে একজন কু-মতলবি মন্দলোক, সে কথা বালিকা রোজার অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিতে ছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল কাল সর্পের ন্যায় এলিশন তাহার মহাশত্রু।

কিন্তু এলিশন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে উঠিয়া দুই হাত প্রসারণ করিয়া খোসামুদে স্বরে রোজাকে বলিল—তুমি অন্তরের সঙ্গে ওকথা বলচো না রোজা, তা আমি বুঝতে পেরেছি। সত্যই আমি তোমার বাপ, তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আপনার বাপকে কেউ কখন অস্বীকার ক'রতে পারে না। আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো, তুমি সেখানে খুব সুখে থাক্‌বে। এসো তুমি—একবার আমার কোলে এসো।

সাধ্যমতে নরমস্বরে এলিশন এই কথাগুলি বলিল। কিন্তু রোজার কানে যেন সর্পগর্জ্জনবৎ বোধ হইল। সে ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া অর্দ্ধ চীৎকারস্বরে বলিল—সরে যাও। তুমি আমায় ছুঁয়ো না। বাবা ম্যাকফারল্যাণ্ড এই ভয়ানক লোকটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও, আমায় যেন ও না ছোঁয়—আমি ওকে ঘৃণা করি।

রোজার সেই ভাব দেখিয়া এলিশন পিছাইয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বালিকার এই তীব্রবাক্য সহস্র অপমানের ন্যায় তাহার হৃদয় ভারি করিল। সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল—ঠিক ওর মায়ের মত। আর ওকে আস্কারা দেওয়া হবে না। তা হলে আমার সকল মতলবই ফেঁসে যাবে।

প্রকাশ্যে বলিল—কেমন করে কথা কইতে হয়, তা তোকে শেখাচ্ছি দাঁড়া। আমি মেরে তোর হাড় ভেঙ্গে দিচ্ছি। এই বলিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল।

রোজা আইক ম্যাকফারল্যাণ্ডের পশ্চাতে
এলিশনের হাত ধরিয়া ধীরভাবে বলিল—
ায়ে হাত তুল না।
াধ দ্বিগুণ হইল, তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল
। হাত ধর্‌তে সাহস হ'ল তোমার আইক
বাধা দেওয়ার কি ফল তা দেখাচ্ছি

িরিয়া এলিশন ম্যাকফারল্যাণ্ডের উপর
ক্ষণের মধ্যেই দুর্বৃত্তের দারুণ প্রহারে
...ত পড়িয়া গেল, তাহার আশ্রয়দাতার
এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রোজার মুখ শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

জয়লাভে হর্ষোৎফুল্ললোচনে দুর্বৃত্ত রোজার দিকে চাহিয়া রহিল। এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যেমন সে ২।৩ পদ অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় পশ্চাদ্দিক হইতে, বজ্রের সমান একটি ঘুসি, বেলমণ্ট ব্রাউন তাহার রগে আঘাত করিলেন, সে অজ্ঞান হইয়া আইকের পাশে পড়িয়া গেল।

একটা হাতকড়ি বাহির করিয়া বেলমণ্ট তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন। তারপর রোজাকে সান্ত্বনা করিয়া মূর্চ্ছিত ম্যাকফারল্যাণ্ডকে দেখিলেন, তাহার আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। শীঘ্র তাহাকে শুশ্রূষা করা উচিত ভাবিয়া জলের অনুসন্ধানে, ব্রাউন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

২।৩টা ঘর পার হইয়া যাইলে, আইকের স্ত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। বাহিরে ঝগড়ার শব্দ শুনিয়া সেও তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিতেছিল, যে কি ঘটনা ঘটেছে। একজন অপরিচিত লোককে বাড়ীর মধ্যে দেখিয়া, চোর বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা ধমক দিয়া, ব্রাউন তাহাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন। স্বামীর বিপদ শুনিয়া, জল লইয়া দৌড়িয়া সে বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অল্প শুশ্রূষাতেই আইকের চৈতন্য হইল। এবং উঠিয়া চেয়ারে উপবেশন করিয়া দুটি অপরিচিত লোককে তাহার বাটির মধ্যে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কে? এখানে তোমরা এলে কি করে?

ব্রাউন বলিলেন—আমরা যেই হই না কেন, সে কথা তোমার জানবার দরকার নেই। দোকানঘরে আমরা বসেছিলাম, তোমাদের ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে আমরা দেখ্‌তে এলাম কি হচ্চে এখানে। ঠিক সময়ে আমরা পৌঁচেছি বলেই তোমার মেয়েকে রক্ষা কর্‌তে পেরেছি।

গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া ডেটন জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মেয়েটি কি তোমার? না এই পশুপ্রকৃতির লোকটাই এর বাপ?

গৃহিণী উত্তর করিল—হ্যাঁ, ওই এর বাপ, আমরা কেবল একে প্রতিপালন করছি।

তখন রোজার দিকে ফিরিয়া ডেটন জিজ্ঞাসা করিলেন—যথার্থই এ কি তোমার বাপ?

তৎক্ষণাৎ তাহার বাহুমধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে রোজা বলিল,—না ও আমার বাপ নয়। আমার বাবা অনেকদিন মরে গেছেন।

ডেটন। তোমার বাপের নাম কি তোমার মনে হয়?

তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া রোজা বলিল—না। তাঁর নাম আমার মনে হয় না। অনেকদিনের কথা, আমি সব ভুলে গেছি। কিন্তু তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, আমায় বড় ভালবাসতেন।

গৃহিণীর দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে ডেটন জিজ্ঞাসা করিলেন—বল আমাদের, এ বালিকাকে কোথায় পেয়েছ? এর মা বাপের নাম কি, আর তাদের বাড়ী কোথায়?

তাহার তীক্ষ্দৃষ্টি এবং দৃঢ় বাক্য শুনিয়া, গৃহিণীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ভীতভাবে বলিল—যথার্থই আমি এর কোন পরিচয় জানিনে। ঐ লোক জনএলিশন ওর নাম—ওই এনেছে আমাদের কাছে।

"কতদিন হ'ল এনেছে?"

"প্রায় দশ বছর।"

"এখানে যখন এনেছিল, এ তখন কত বড়?"

"প্রায় পাঁচ বছরের।"

"ওকি নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে, তোমাদের কাছে রেখেছে?"

"হ্যাঁ। এর মা মরে গেছে বলে' আমাদের কাছে প্রতিপালন কর্ত্তে দিয়েছে। আর এর যা কিছু খরচ পড়ে, সব ওই দেয়। কিন্তু তুমি কে? আমাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কি অধিকার আছে?"

"আমি পুলিশের লোক, আমরা গোয়েন্দা।"

এই বলিয়া ডেটন তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইলেন।

পুলিশের চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বলিল—আপনাদের কাছে যা পরিচয় দিলাম, এর বেশী আর আমি কিছু জানিনে। আমরা একে প্রতিপালন করি, যা খরচ পত্র হয়, সমস্তই ওই লোক দেয়। তবে যথার্থই ওর মেয়ে কি না, তা আমরা জানিনে।

ডেটন বলিলেন—এর কথায় যতদূর আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি তাতে এ লোক—এই বালিকার বাপ বলে পরিচয় দিয়ে একে এখান থেকে আজ নিয়ে যাবার জন্যে এসেচে, কেমন?

"বোধ হয় তাই হবে।"

ডেটন অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। মরগ্যানের খুনের জন্য এলিশনের প্রতি তার কতকটা সন্দেহ হয়,—যে রকম স্বভাবের লোক, হয়ত আবার কোথায় কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করেছে তার ঠিক কি? এইরূপ ভাবিয়া তিনি ব্রাউনকে লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং অনেকক্ষণ দু'জনে কি পরামর্শ করিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করিয়া ব্রাউন বলিলেন—তোমরা এ মেয়েটিকে ভালবাস?

"আমাদের ছেলে-পিলে নাই, ওই এখন আমাদের সব।"

"এর কোন অমঙ্গল বা এ কোন বিপদে পড়ে, তা তোমরা দেখতে ইচ্ছা কর না?"

"না।"

"তবে এখন আমাদের কথা শোন। আমরা দুজনেই পুলিশের গোয়েন্দা তোমরা জানতে পেরেছ। আমাদের বেশ ধারণা হয়েছে যে, এই লোক—এলিশন, এর বাপ নয়। একটা কি কু-মতলব করে, এই বালিকাকে কোন

রকম বিপদে ফেলবার জন্যে, ও বাপ সেজে এসেছে। মেয়েটি কোন বিপদে পড়ে তা আমরা দেখতে ইচ্ছা করি নে। একে তোমরা রেখে দাও, যেমন তোমাদের কাছে আছে, এখন সেই রকমই থাক। তোমরা কিছুতেই এই লোকের কাছে মেয়েকে ছেড়ে দিও না। আমরা যতদিন না দিতে বলি। কেমন, আমাদের কথামত তোমরা চল্‌বে ?"

গৃহিণী বলিল—আমরা সন্তোষের সহিত তাতে স্বীকার আছি, আমাদের যথাসাধ্য একে আমরা রক্ষা কর্ব্বো। রোজা, তুমি আমাদের কাছে থাকবে ?

আহ্লাদের সহিত রোজা বলিল—হ্যাঁ, থাক্‌বো মা, তুমি আমাকে বড় যত্ন কর।

ব্রাউন বলিলেন—তবে তোমরা রাখ। যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান শেষ হয়, ততদিন রোজা তোমাদের কাছে থাক্‌লো।

আইক বলিল—আমিও ভাবি তাই, এ দুর্ব্বৃত্ত কারো হয়তো সর্ব্বনাশ করেছে।

ব্রাউন বলিলেন—এখন আমরা যেমন যেমন বলে যাই, তোমরা ঠিক সেই রকম কাজ করবে। এই দুর্ব্বৃত্তের যখন জ্ঞান হবে, আমাদের কথা ও যেন কিছু জান্‌তে না পারে। আমরা চলে গেলে, একটা পাহারাওয়ালা ডেকে তোমায় মেরেছে বলে, একে ধরিয়ে দেবে। জ্ঞান হ'লে ওকে থানায় নিয়ে যাবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ?

আইক বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বুঝেছি।

ব্রাউন বলিলেন—যেন ভুল করে বোসো না। ও নিশ্চয় জরিমানা দিয়ে কাল খালাস পাবে, পেয়েই এখানে মেয়ে নিতে আসবে, আমরাও সেই সময় এসে পৌঁছিব। আমরা এখন চল্লুম।

উভয়ে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনুসরণ

চৈতন্যপ্রাপ্তে এলিশন দেখিল যে, সে দোকানঘরের এক কোণে পড়িয়া আছে। তাহার হাতে হাতকড়ি, পাশে নীলকোর্ত্তা-পরা একজন পাহারাওয়ালা বসিয়া আছে।

যখন তাহার বেশ জ্ঞান হইল, তখন তাহাকে উঠাইয়া বসান হইল; সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল—যে ঘরে মারামারি হইয়াছিল, সে ঘরে সে নাই। সে দোকানঘরে তার চারিদিকে মেলা লোক গোল পাকিয়ে ব'সে মদ খাচ্ছে। পাশে পাহারাওয়ালা আর সম্মুখে—মাথায় পটী বাঁধা দোকানের অধিকারী আইক ম্যাকফারল্যাণ্ড, দোকানে বসে আছে। রাগতভাবে সে পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল—এর কারণ কি? আমার হাতে হাতকড়ি কেন?

পাহারাওয়ালা বলিল—এর মানে এই, তুমি আমার কয়েদি।

"কিসের জন্যে—কি অপরাধে আমায় ধরেছ তুমি?"

পাহারাওয়ালা উত্তর করিল—ঐ দোকানদারকে মারার দরুণ আমি তোমায় গ্রেপ্তার করেছি।

ক্রোধভরে এলিশন বলিল—আমার মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে বাধা দেয়, এত সাহস ওর!

"তুমি তাকে মারতে গেছলে?"

"না। সে আমার কথা শুনে না, তাই আমি তাকে শাসন কচ্ছিলাম। আমি তাকে ভয় দেখাচ্ছিলুম। এমন কিছু আইন আছে যে নিজের মেয়েকে আমি শাসন করতে পারবো না?"

আইক বলিল—ও রকমে শাসন করে না, তুমি হয়ত তাকে মেরেই ফেলতে।"

পাহারাওয়ালা বলিল—তুমি এখন থানায় চল। এ যা ঘটনা তাতে তোমার সামান্য জরিমানা হবে।

আইককে সম্বোধন করিয়া, ক্রোধভরে এলিশন বলিল—এ কাজ তোমার আইক ম্যাকফারল্যাণ্ড, এ অপমান আমি কখন ভুলবো না। তোমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে।

আইক বলিল—দেখা যাবে সে পরের কথা। আমি তোমার কাছে কোন কৃপার আশা করি নে। তুমি যদি আর কখন আমার দোকানে ঢোকো, তা হ'লে তোমার বিপদ হবে, এ কথা যেন মনে থাকে।

"আচ্ছা দেখা যাবে।" এই কথা বলিয়া এলিশন পাহারাওয়ালার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রভাতে জরিমানা দিয়া, এলিশন খালাস পাইল কিন্তু সে আইকের দোকানে আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে ষ্টেশনে গিয়া হারলেন জংসনের টিকিট কিনিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেখানে পৌঁছিয়া সে পুনরায় আর একখানি টিকিট কিনিল।

দশ বার হাত দূরে দু'টী লোক দাঁড়াইয়া তাহার টিকিট কেনা এবং তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার একজন বেলমণ্ট ব্রাউন, অপর ব্যক্তি তাহার সঙ্গী—ডেলভিল ডেটন।

এলিশন টিকিট লইয়া চলিয়া গেলে, ব্রাউন টিকিট ঘরের কাছে আসিলেন, এবং টিকিট মাষ্টারকে তাঁহার চাপরাশ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মাত্র যে টিকিট নিয়ে গেল, সেখানা কোথাকার?

"মেণ্ট্রোজ ষ্টেশনের।"

তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ব্রাউন পুনরায় সঙ্গীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত

হইলেন। এবং যেখান হইতে এলিশনকে বেশ ভালরূপ দেখা যায়, উভয়ে সেইরূপ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রাউন বলিলেন—এ আমাদের একটা শুভগ্রহ বলতে হবে। কিন্তু ওর মণ্ট্রোজে যাবার কারণ আমি কিছু ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি নে।

ব্রাউন বলিলেন—নিশ্চয় সেখানে ওর দলের লোক আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে সে সেখানে যাচ্ছে।

ব্রাউন। তা হ'লে সেখানেও ওর পেছনে থাকাই আমার উচিত হ'চ্ছে, কেমন?

ডেটন। নিশ্চয়। এখন আইকের ওখানে যাবার আর তোমার দরকার নেই। কেবল এলিশনকে চোখে চোখে রাখা বিশেষ আবশ্যক, ওকে একদণ্ড চোখের আড়াল ক'রো না। এ কাজ তোমার হাতে দিয়ে আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করি গে! আমার মস্ত একটা ভাবনা মিটে গেল।

সেই সময়ে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। যে গাড়ীতে এলিশন উঠিল, তাঁহারাও সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। এলিশন নিশ্চিন্ত, তাহার পশ্চাতে যে দুটী বাজপক্ষী ফিরিতেছে, সে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

গাড়ী আসিয়া মণ্টোজে থামিল, এলিশন ও ব্রাউন সেইখানে অবতরণ করিল, ডেটন এলবাণী প্রস্থান করিলেন।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া, এলিশন একখানা ঠিকাগাড়া ভাড়া করিল এবং কোচম্যানকে তাহার ঠিকানা বলিয়া গাড়ীতে উঠিল, গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। তার একটু পরেই ব্রাউন আসিয়া আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—ওই যে গাড়ীখানা আগে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে যাও, কিন্তু ও যেন জান্তে না পারে যে তুমি ওর পেছু নিয়েছ। ও গাড়ী যেখানে দাঁড়াবে কিছুক্ষণ পরে তুমিও তার পাশে গিয়ে থাম্‌বে।

গাড়োয়ান মাথা নাড়িয়া তার সম্মতি জানাইলে, ব্রাউন গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী পূর্ব্ব গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিল।

গাড়ী ছুটিতে লাগিল, গাড়ীর মধ্যে বসিয়াই ব্রাউন তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। যে বেশে তিনি গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন তাঁহার সে পোষাক আর রহিল না।

এলিশনের গাড়ী মণ্টোজের বিখ্যাত হোটেল—'আমেরিক্যানের' সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই ব্রাউনের গাড়ী আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

ব্রাউন গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিলেন। সে ভাড়া লইয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সে ভদ্রলোকটি কোথায় যিনি ষ্টেশনে আমার গাড়ীতে উঠেছিলেন?

ব্রাউন বলিলেন, আবার কোন্ ভদ্রলোক? আমিই তো তোমার গাড়ীতে উঠেছিলাম।

গাড়োয়ান বলিল—না, আপনি কেন? যিনি গাড়ী ভাড়া করেছিলেন তিনি কই?

মনে মনে হাসিয়া ব্রাউন বলিলেন—ওঃ। সে আছে, তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাইতে হ'বে না। তুমি নিজের কাজে যাও।

এই বলিয়া ব্রাউন তাহার চাপরাশ তাহাকে দেখাইলেন, সে আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া প্রস্থান করিল। ব্রাউন হোটেলে প্রবেশ করিলেন। হোটেলের তেতালার একটা ঘরে জনএলিশনের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত দিন সে আপনার ঘরে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে বাহিরে আসিল, এবং একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে ঠিকানা বলিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

সহরের জনাকীর্ণ স্থান ছড়াইয়া, সহরের প্রান্তভাগে, একটা মস্ত

ফটকের ধারে আসিয়া গাড়ীখানি থামিল। চারিদিকে বড় বড় গাছ, মধ্যে একখানা মস্ত তেতোলা বাড়ী গাছের আড়ালে ঢাকা। রাস্তা হইতে বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। ফটকের ধারে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া এলিশন হাঁটিয়া বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘণ্টাধ্বনি করিল।

একটা নিগ্রো চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার হাতে একখানা কার্ড দিয়া এলিশন বলিল—এখানা মিঃ মরগ্যানকে দাওগে।

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে ফিরিয়া এলিশনকে সঙ্গে লইয়া একটা লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে একজন সুন্দর যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। যুবকের মুখশ্রী সুন্দর, কিন্তু দুষ্কর্ম্মের চিহ্ন বদনে অঙ্কিত, অতিরিক্ত মদ্যপানে ও রাত্রি জাগরণে, উজ্জ্বল নয়ন জ্যোতিহীন। যুবক আরনেষ্ট মরগ্যান, তাহার পিতার মৃত্যুতে সম্প্রতি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছে।

এলিশনকে দেখিয়া, আরনেষ্ট চেয়ার হইতে উঠিল এবং তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন এলিশন, সব ভাল ত? যে জন্য গেছ্‌লে তা সফল হয়েছে?

এলিশন বলিল—না, সে সব গোলমাল হয়ে গেছে। জবরদস্তি ভিন্ন আমি আর কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এলিশন হোটেল হইতে বাহির হইলে, বেলমেণ্ট ব্রাউন ছদ্মবেশে তার অনুসরণ করিলেন। সে যখন গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, তিনি গাড়ীর পশ্চাতে বসিলেন এবং গাড়ী থামিলে নামিয়া একটু দূরে অন্ধকারে লুকাইলেন। যখন গাড়ী চলিয়া গেল এবং এলিশন বাটীর

ভিতরে প্রবেশ করিল, তিনিও লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির করিয়া, বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, তেতালার একটা খোলা দরজা দিয়া ক্ষীণ আলোক রশ্মি একটা বারাণ্ডার অতি নিকটে বাহিরে গাছের উপর পড়িয়াছে। ব্রাউন সেই গাছে উঠিলেন এবং বিড়ালের মত ডাল বাহিয়া বারাণ্ডার উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং খোলা দরজা দিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহটী উত্তমরূপে সজ্জিত, মেজেতে কারপেট বিছান, বহুমূল্য আসবাবে গৃহস্থের অর্থশালিতার পরিচয় দিতেছে। বেলমণ্ট সে ঘর হইতে বাহির হইয়া একটা শয়ন ঘরের ভিতর দিয়া সিঁড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্রুতপদে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। সাম্‌নে একটা বসিবার ঘর, তাহাতে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু মানুষ নাই ? তার পাশের ঘবে তিনি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সেটা লাইব্রেরী ঘর।

সে ঘরের দরজা খোলা ছিল, তিনি দেখিলেন দুই ব্যক্তি তথায় বসিয়া মদ খাইতে খাইতে পরামর্শ করিতেছে। বাহির হইতে তাহাদের কথার বিন্দু বিসর্গও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিতে মনস্থ করিলেন, দেখিলেন দরজার পাশেই একটা আলমারী, যে কোন কারণেই হোক সেটা দেওয়াল ছাড়া একটু তফাতে বসান। তিনি নিঃশব্দে দেয়াল ঘেঁসিয়া আলমারির পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন, কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সেখান হইতে তাহাদের পরামর্শ তিনি বেশ শুনিতে লাগিলেন। মরগ্যান বলিল—তাকে মারার দরুণ তোমায় পুলিশে জরিমানা দিয়ে আস্‌তে হয়েচে ?

"হ্যাঁ।"

হা হা করিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া মরগ্যান বলিল—এও এক তামাসা মন্দ নয়। তা হ'লে, সে তোমার মেয়েকে আন্‌তে দিচ্চে না ?

"না।"

"কেন ? তুমি তার বাপ এ কথা সে জানে ত ?"

"তা জানে। কিন্তু মেয়েটার কথায় আমার মনে খট্‌কা লেগেছে। আমি যে তার বাপ, সে তা আমায় প্রমাণ কর্ত্তে বলে। তা করতে গেলে আমরা বিপদে পড়বো, কি জানি কোথা দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পড়বে। তার চেয়ে দিন কতক আমাদের চুপ ক'রে থাকাই ভাল।"

চারিদিকে চাহিয়া, স্বর একটু মৃদু করিয়া মরগ্যান উত্তর করিল—তোমার কথাই ঠিক, আমাদের সতর্ক হ'য়ে চলাই উচিত। কিন্তু যে কোন উপায়ে হোক ছুঁড়িটাকে আমাদের আনতেই হবে। সে কত বড় হয়েছে ?

"পোনের ষোল বছরের হবে।"

"সে ত একটা মাগি ! দেখতে কেমন—খুব সুন্দর ?"

"সুন্দরী !—সে পরী। সুন্দর বল্লে তাকে গালাগালি দেওয়া হয়। সে যদি সুশিক্ষা পায়, তা হ'লে দু'বছর বাদে, সে যা হবে তার জোড়া তোমার এ নিউইয়র্ক সহরের এলাকায় খুঁজলে মিল্‌বে না।"

"তবে তাকে আমার চাই-ই। যে কোন উপায়ে পার তাকে আমাকে এনে দেও।"

"তোমার নিশ্চয় তাকে পাওয়া চাই। তোমার ভবিষ্যতের যা কিছু তার উপরেই নির্ভর কচ্ছে। এ কথা যেন ভুল না।"

"তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে বল্লে সে তোমায় বাপ বলে স্বীকার করে না। তবে তাকে আনবে কি করে ?"

"যদি সহজে না আসে, তবে জোর কোরে আনতে হবে। একটা ষোল বছরের ছুঁড়ির চোখ-রাঙানিতে ভয় পাবার ছেলে জন এলিশন নয়।"

এই সময় একটা ঘটনা হইল। যে আলমারির পাশে ব্রাউন দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে স্থান অতি অল্প। অতি কষ্টে একজন লোক সেখানে দাঁড়াইতে পারে। ব্রাউনের গায়ের ধাক্কা লাগিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, আলমারিটা পড়িয়া গেল।

আলমারির পতনে উভয়ে চমকিত হইয়া দাঁড়াইল, এবং ভয়ে পড়িয়া গেল। প্রথমে উঠিল এলিশন। আলমারি পতনে আত্মপ্রকাশ হওয়ায় ব্রাউন লম্প দিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, এবং দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। এলিশন উঠিয়াই তাঁহাকে পলাইতে দেখিল, এবং পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। কিন্তু ব্রাউন তখন অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন, গুলি তাঁহার কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সমস্ত দরজায় পাহারা বসাইয়া তাহারা পলায়িত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যখন তাহারা অন্বেষণে ব্যস্ত, ব্রাউন তখন নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্বপথ দিয়া পলায়ন করিয়া নিজের হোটেলে উপস্থিত হইয়াছেন।

অন্বেষণে বিফল মনোরথ হইয়া, ভীত ও বিরক্তচিত্তে উভয়ে পুনর্ব্বার সেই লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া উপবেশন করিল। চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া বিশুষ্কবদনে এলিশন মরগ্যানকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ও লোকটাকে চেন?

"না। বোধ হয় চোর-টোর হবে।"

"চোর!"—বিরক্তিস্বরে এলিশন বলিল—চোর ঠাউরেছ তুমি তাকে? জীবনে যদি আমার কোন ভয় করবার লোক থাকে তবে সে লোক ওই।

আমাদের সমস্ত পরামর্শ ই ও শুনেছে ; যতক্ষণ ওকে খুঁজে বার কর্ত্তে না পারবো, ততক্ষণ আমাদের নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।

এলিশনের কথায় ভীত হইয়া মরগ্যান জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ওকে চেন ? কে ও ?

"খুব চিনি—প্রতিহিংসাসূচকস্বরে এলিশন বলিল—ওর নাম বেলমণ্ট ব্রাউন, আমেরিকার মধ্যে আজকাল ওই এখন প্রধান শিকারী কুকুর। যাকে সকলে "ডাকঘরের ডিটেক্‌টিভ বলে জানে।"

এলিশনের পরিচয়ে আশ্চর্য্য হইয়া মরগ্যান অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার সহচরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কোন এক ভীষণ দুরভিসন্ধিতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে বলিল—বেলমণ্ট ব্রাউন,—গোয়েন্দা—হ্যাঁ আমি তাকে জানি। অনেকবার তার নাম শুনেচি—চোখে কখন দেখিনি। কিন্তু সে আমাদের পেছনে কেন ?

এলিশন বলিল—আমিও ভাবছি তাই, এর রহস্য কিছু বুঝতে পারছি না।

"আর সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলই বা কেমন করে ? এর কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি নে। তবে যদি—"

এলিশন জিজ্ঞাসা করিল—তবে যদি কি ?

ভীতভাবে চারিদিকে চাহিয়া, অতি মৃদুস্বরে আরনেষ্ট বলিল—তবে যদি আর কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে সে নিযুক্ত হয়ে থাকে।

"আবার কোন্ বিষয় ?"

"আমার বাপের মৃত্যু সম্বন্ধে। যদি তারই কোন অনুসন্ধান জান্‌বার জন্য কৌশলে এখানে এসে ঢুকে থাকে।"

"তা যদি হয়ে থাকে, তা হ'লে আমরা একেবারেই নিরাপদ নই।"

"ঠিক তাই। আরো সে জেনে গেল যে আমরা একটা মেয়েকে চুরি

করবার মতলবে আছি। সে তার অজানিত হ'লেও, যতক্ষণ আমাদের কায়দা কর্ত্তে না পারবে, ততক্ষণ সে আমাদের ছাড়বে না।”

এলিশনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল—হাতে পেয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। যে কোন উপায়ে হোক আমাদের পথ খোলসা কর্ত্তে হবে। ওকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। জনএলিশনকে ধরবার মত লোক, ও ছাড়া আর কেউ নেই। চল দেখি গে, সে থাকে কোথায়।

উভয়ে ব্রাউনের অন্বেষণে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাকগাড়ীতে—ডাকচুরি

বাটী হইতে বাহির হইয়া, উভয়ে প্রথমে “আমেরিক্যান” হোটেলে আসিল। এবং সেখানকার কেরাণীর নিকট জিজ্ঞাসায় এবং তার পরিচয়ে বুঝিতে পারিল যে, ব্রাউন ৪৩নং ঘরে বাসা লইয়াছে। উভয়ে তাহার পার্শ্বস্থ গৃহে উপস্থিত হইল এবং দরজার ফাঁক দিয়া দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিল।

ব্রাউনের তখন ছদ্মবেশ ছিল না, তিনি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া চুরুট খাইতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্তদের পরামর্শ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কোন উপায়ে হউক রোজাকে তাহারা লইয়া আসিবে। তাঁহার প্রথম চিন্তা, তাহাকে রক্ষা করা। এবং রক্ষা করিতে হইলে নিজেকেই সেখানে যাইতে হইবে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, পরদিন প্রাতে তিনি যাওয়াই স্থির করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া নীচে আসিবামাত্র তিনি শুনিতে পাইলেন, সংবাদপত্র হাতে করিয়া ছেলেরা চীৎকার করিতেছে—

"ডাক লুঠ!—লুঠের খবর!—
আবার ডাক চুরি হয়েছে।"

ব্রাউন একখানা সংবাদপত্র কিনিলেন, এবং সেইখানেই একখানা চেয়ারে বসিয়া তিনি তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই দেখিলেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

"ডাকগাড়ীতে ডাকচুরি!"
সাহায্যকারী বলিয়া নানা স্থানের পোষ্টাফিসের
কেরাণীদিগের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে।

যে ডাকগাড়ী সাড়ে দশটার সময় আলবাণী হইতে ছাড়ে, তাহা কেবল এখানকার মধ্যে মণ্ট্রোজ ষ্টেশনেই থামে। যে সময়ে ডাক এখানে আসিয়া পৌছায় তখন ডাকঘরের কেরাণীরা কেহই থাকে না; যেমন দস্তুর—রোজার উপর দিয়া, এখানকার যত মেলব্যাগ পোষ্টাফিসের উঠানে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সকালে দেখা গেল, যে ব্যাগে রেজেষ্টারী চিঠি থাকে, তাহা খোয়া গিয়েছে। এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত এই রকম চুরি হইতেছে, কিন্তু এ চুরি ধরিবার কোন উপায় হইতেছে না, উপস্থিত সন্দেহ ক্রমে এখানকার কেরাণীদিগকে ধরা হইয়াছে। অনুসন্ধানে তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ হইবে।

আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, যে পোষ্টমাষ্টার জেনারাল জেম্‌স সাহেব আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান গোয়েন্দা—বেলমণ্ট ব্রাউনকে এই চুরির তদন্তে নিযুক্ত করিয়াছেন। হইতে পারে ছদ্মবেশে, গুপ্তভাবে, তিনি হয়ত অনুসন্ধানে রত আছেন, উপস্থিত এই চুরিতে তাঁহার অনেক সাহায্য করিবে।

নিস্তব্ধভাবে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেলমণ্ট ব্রাউন এই বিষয়ে চিন্তা করিলেন। ডাকঘরে বা ষ্টেশন হইতে ডাকঘরে আসিতে যে ঐ সকল পত্র চুরি হয় নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। আর সংবাদপত্রে তাঁহার নামোল্লেখ করাতে চোরেরা যে সতর্ক হইবে, তাহাও তিনি উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও, জেনারেল জেমসের এইরূপ অর্ব্বাচিনতায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

কাগজখানি মুড়িয়া তিনি পকেটে রাখিলেন, এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন—হ্যাঁ, আগে নিউইয়র্কে আমি যাবো। রোজাকে আগে রক্ষা করাই উচিত, তারপর আমি এই চুরির অনুসন্ধান কর্ব্বো।

তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যাইলেন, এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া হোটেলের দেনা চুকাইয়া দিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন।

ষ্টেশনের অল্পদূরে কতকগুলো ভাঙ্গা পড়ো বাড়ী। পথে আসিতে ব্রাউন দেখিলেন, একখানা চেনা মুখ—জনএলিশন—সেই বাড়ীর মধ্যে, ঢুকিতেছে। জন-মানব-হীন পড়ো বাড়ী,—তার ভিতর সে কেন যায়? কি কাজ সেখানে তার? নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি তার মনে আছে—একটা ঝোপের আড়ালে নিজের ব্যাগ রাখিয়া ব্রাউন এলিশনের অনুসরণ করিলেন।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধান করিবার জন্যে ২।১ পদ অগ্রসর হইতেই তিনি পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড আঘাতে মৃতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

সর্পদৃষ্টিতে দুই ব্যক্তি তাহার সেই সংজ্ঞাহীন দেহের প্রতি চাহিয়া-

ছিল। এলিশন বলিল—"আ আমার সোণার পাখি! তুমি বড় মিষ্টি গাচ্ছিলে। কিন্তু আজ থেকে তোমার সে গান বন্ধ, জগতের লোকে আর তা শুনতে পাবে না।"

দুইজনে ধরাধরি করিয়া, বেলমণ্টের দেহ লইয়া পাতকূয়ার ন্যায় গভীর একটা চৌবাচ্চায় ফেলিয়া দিয়া উভয়ে দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাদের কারণ

মণ্ট্রোজ পোষ্টাফিসের প্রধান কেরাণী, আরনগুস্মিথ। সহরের প্রান্তভাগে আরনগুের ক্ষুদ্র আবাসবাটী। বাড়ীটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আরনগুের মাতা পিতা বর্ত্তমান। দরিদ্র হইলেও তাহাদের সত্যবাদীতায় ও ন্যায় পরায়ণতায় সকলেই তাহাদের অনুরাগী।

আরনগুের পিতা বৃদ্ধ, কেবলমাত্র আরনগুের এই কর্ম্মটুকুই তাহাদের উপজীবিকা।

আরনগু যুবক দেখিতে পরম রূপবান্। সদালাপি মিষ্টভাষি, সত্যবাদী এবং নির্ব্বিরোধী। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। কেবল আরনেষ্ট মরগ্যান তাহার পরম শত্রু।

অবস্থা খারাপ এবং কর্ম্মে সাবকাশ না থাকায়, আরনগু কাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে অথবা কোন আমোদ প্রমোদে মিলিত না। দুই তিন মাস হইল তাহার, এক সহপাঠি বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারায়, তাহার জন্মদিনোৎসবে, তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যায়। সেখানে এক যুবতীর সহিত তাহার নাচিবার কথা হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরনগু

তাহাতে স্বীকৃত হয়। মরগ্যানের একান্ত ইচ্ছা, সেই যুবতীর সঙ্গে নাচে পূর্ব্ব গৌরব এবং অর্থের খাতিরে, সমাজে নিমন্ত্রণ হইলেও দুষ্কর্ম্মে রত বলিয়া, সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে। বিশেষতঃ—সুন্দরী যুবতীরা।

মরগ্যান যুবতীর নামের জাল সহি করিয়া তাহার নিজের কার্ডে লিখিয়া তাহার সহিত নাচিবার কথা বলে, কিন্তু যুবতী তাহাতে অস্বীকার এবং আরনণ্ডের সহিত নাচিবার ইচ্ছা জানায়। সেই রাগে সে আরনণ্ডের অপমান করে এবং মারিতে উদ্যত হয়। তাহার এই অভদ্রোচিত ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাকে ভৎর্সনা করে। মরগ্যান তখন সুরাপানে উন্মত্ত, সে সকলকেই মারিতে উদ্যত হয়। ফলে দরওয়ান দিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দেয়। সেইদিন হইতে মরগ্যান আরনণ্ডের মহাশত্রু—প্রতিশোধ প্রতিশ্রুত।

কর্ম্মক্ষেত্রে আরনণ্ড মনিবের প্রিয়পাত্র। পুনঃ পুনঃ বেতন বৃদ্ধিতেই তার কার্য্য দক্ষতার প্রমাণ। তাহার মনে উচ্চ আশা ভবিষ্যৎ সুখের আশায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল।

রাত্রের ডাক লইবার জন্যে একা আরনণ্ড ভিন্ন আর কেহই ডাকঘরে উপস্থিত থাকে না। তখনকার যা কিছু দায়িত্ব সকলি তাঁর, মণ্টোজের এই চুরি ব্যাপারে তাহাকেই আগে সন্দেহ করা হইল।

আরনণ্ডস্মিথ চোর—সহরের আবাল বৃদ্ধবণিতা কাহার এ কথা বিশ্বাস হইল না।

হারলেম হইতে আলবাণী পর্য্যন্ত এই পথের মেল এজেণ্ট—আরনেষ্ট মরগ্যান। বিশ্বাসের সহিত তিন চারি বৎসর যাবৎ সে এই কাজ করিতেছে। যখন চুরির তদন্ত হয়, তখন সে ও তাহার সঙ্গীরা সকলেই —সকল মেল ব্যাগই যে মণ্টোজ ষ্টেশনে দিয়াছিল—শপথ করিয়া এ

কথা তাহারা বলিল। আরনণ্ডের উপরেই সন্দেহ বেশী হইল। তবে ষ্টেশন হইতে খোলা গাড়ীতে ডাক আসে তাহাতে এক চালক ভিন্ন অপর পাহারা থাকে না। যদি পথে কোন রকমে চুরি হইয়া থাকে সেই অনুসন্ধান হইতে লাগিল। আরনণ্ড সস্পেণ্ড হইয়া রহিল।

বিচার গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় প্রতিহিংসাপূর্ণ নয়নে আরনণ্ডের দিকে চাহিয়া মরগ্যান মনে মনে বলিল—"এইবার পেয়েছি তোমায় মেনিমুখো বাদর! আরনেষ্ট মরগ্যানের বিরুদ্ধে কাজ করা—তার অভিলষিত বস্তুতে বাধা দেওয়া,—এইবার আমি তোমায় দেখাব; যতদিন বাঁচবে ততদিন তোমার এ কথা মনে থাকবে।"

ধনশালী হইয়াও মরগ্যান কেন সামান্য মেল এজেণ্টের কাজ করে? পাঠক এ কথা ভাবিতে পারেন। ইহার প্রথম কারণ,—৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সংসর্গদোষে পড়িয়া তাহার চরিত্র এত খারাপ হয় যে বাধ্য হইয়া তার পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। সেই সময় জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য মরগ্যান ঐ কাজে রত হয়। তার পর কোন অজানিত কারণে তার পিতা নিজ গৃহে খুন হয়, সে পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকারী হয়। সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সে পূর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে নাই! কেন পারে নাই, তাহার কারণ পরে জানিতে পারিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী-রমণী

প্রত্যহ ভোর সাড়ে পাঁচটার একটা ডাক মণ্টোজে আসিত। প্রাতে সাতটার মধ্যে তাহা বিলি করিবার নিয়ম। সেই জন্য পাঁচটার পূর্ব্বেই আরনণ্ডকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইত।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় দুসপ্তাহ পরে একদিন সকালে উঠিতে বিলম্ব হওয়ায় সত্বর পৌঁছিবার নিমিত্ত, আরনণ্ড বরাবর মাঠের উপর দিয়া যাইবার মনস্থ করিল। সে পথে আর কখন সে যায় নাই। মাঠ পার হইয়াই একটা মস্ত বাগান। বাগানের ভিতর দিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোন দিকে পথ নাই। তাহার ভিতর ঢুকিতে আরনণ্ড ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কারণ বাগান তাহার পরমশত্রু—আরনেষ্ট মরগ্যানের। অপর উপায় না থাকায়, বাধ্য হইয়া তাহাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

মরগ্যানের বাটীর কাছে আসিয়া, দোতলার একটা ঘরের জানালায় লোহার গরাদে দেওয়া দেখিয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্য হইল।

জানলার গরাদে দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়ার কথা শুনিয়া পাঠক হয়ত আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু জানালায় গরাদে বা ঐরূপ কোন রকম আবরণ দেওয়া ইউরোপবাসীর নীতিবিরুদ্ধ; তাহাদের জানালা—দরজার ন্যায় খোলা সেই জন্যই গরাদে দেখিয়া আরনণ্ড আশ্চর্য্য হইল।

আবার সেই জানালার কাছে একটা বালিকার সুন্দর মুখ দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সে বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক ছিল না, সে তাহা জানিত।

পাঠক,—বালিকা আমাদের রোজা ম্যাকফারল্যাণ্ড। পাষণ্ডেরা তাহাকে চুরি করিয়া আনিয়া এইখানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে।

তথা হইতে রুমাল নাড়িয়া, রোজা আরনণ্ডকে জানালার নীচে ডাকিল। সেখানে যাইয়া আরনণ্ড দেখিল, একখানি লেখা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সাগ্রহে তাহা উঠাইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—আমি বন্ধু-বান্ধবহীনা, নিঃসহায়া, জগতে আমার আপনার কেহই নাই। নিউইয়র্কে একজনের বাড়ীতে ছিলাম, দুর্বৃত্তেরা সেখান হইতে আমাকে চুরি করিয়া

আনিয়া এখনে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, যদি এখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আপনার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিব। ঈশ্বর আপনার সহায় হইবেন, অবলার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা করুন।

রোজা ম্যাকফার্ল্যাণ্ড।

আরনেষ্ট মরগ্যান যে পিশাচ অপেক্ষাও অধম, সকল রকম দুষ্কর্ম্মে রত, আরনণ্ড তাহা জানিত। উপস্থিত বালিকাকে কোন রকম দুরভিসন্ধিতে ধরিয়া আনিয়াছে, সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল এবং বালিকাকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে আরনণ্ড কৃতসঙ্কল্প হইল।

কিন্তু কি উপায়ে সে কাজ সাধন হয়? পুলিশের সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হইবে না। একটু অঙ্কুশ পাইলেই বন্দিনীকে সেখান হইতে তাহারা সরাইয়া ফেলিবে। সুতরাং নিজে তাহাকে কোন রকমে উদ্ধার করিবার মনস্থ করিল। এবং পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিয়া সেই চিরকুটের পর পৃষ্ঠায় লিখিল—তুমি আজ রাত্রে বারটার সময় এই জানলায় উপস্থিত থাকিবে, আমি তোমার কাছে যাইয়া দেখা করিব।

একখানা পাথরে কাগজখানা জড়াইয়া জানালা লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটা ঘরের মধ্যে যাইয়া পড়িল। রোজা তাহা পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া করযোড়ে তাহার করুণাভিক্ষা করিল। আরনণ্ড ইঙ্গিতে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বালিকার উদ্ধারের চিন্তা এবং তাহার যোগাড় করিতে আরনণ্ডের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। পূর্ব্বকথা মত ঠিক রাত বারটার সময় সে সেখানে আসিল এবং দেখিল বালিকা তাহার আশাপথ চাহিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি গভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ মরগ্যান প্রাসাদের সকলেই নিদ্রাভিভূত। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরনণ্ড ছাদে উঠিবার উপায় ঠিক করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর সে দেখিতে পাইল জানালার সম্মুখস্থ একটা গাছের ডাল আসিয়া জানালার অতি নিকটে পড়িয়াছে, আরনণ্ড সেই গাছে উঠিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই জানালার নিকট উপস্থিত হইল। রোজা সতৃষ্ণনয়নে তাহার কার্য্য দেখিতেছিল, আরনণ্ড তাহার কাছে আসিল, তখন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বচনে রোজা বলিল—জানেন না, এই দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে কি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ কল্লেন। আপনার এ ঋণের পরিশোধ আমি কর্ত্তে পার্ব্বো না।

মিষ্ট বাঁশীর সুরের ন্যায় রোজার স্বর আরনণ্ডের কানের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া, সেখানে ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে আরনণ্ড বলিল—ও কথা বোলো না। তুমি বিপদগ্রস্থ, মানুষের কর্ত্তব্য তোমাকে উদ্ধার করা। কর্ত্তব্য কাজ করে কোনরূপ সুখ্যাতির প্রত্যাশা আমি রাখিনে।

রোজা বলিল—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। নিউইয়র্কে আমার আত্মীয় আছে, যদি সেখানে আমায় রেখে আস্‌তে পারেন, তারা আপনাকে প্রচুর পারিতোষিক দেবে।

আরনণ্ড বলিল—কোনরূপ উপকার বা পারিতোষিকের প্রত্যাশায় আমি তোমাকে উদ্ধার কর্ত্তে আসিনি। সে প্রত্যাশা আমি রাখিনে। আরনেষ্ট মরগ্যান এখানে তোমায় কয়েদ করে রেখেছে কেন?

রোজা বলিল—কেন তা আমি জানিনে। একা ও আমায় আনেনি আর একজন—খুব মোটা—জনএলিশন তার নাম—সেই এর প্রধান,

সে আমার বাপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু সে তা নয়। আমার মা বাপ অনেক দিন মরে গেছে।

আরণ্ডন জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাড়ী কোথায় ?

রোজা বলিল—ইউনিয়র্কে। বক্সটার ষ্ট্রীটের ম্যাকফার‍্ল্যাণ্ডের বাড়ীতেই আমি ছিলাম।

আরনণ্ড। যে লোক তোমার বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে কি উদ্দেশ্যে তোমায় চুরি করে এনেছে ?

রোজা। তা আমি জানিনে! তবে কাল সে আমার কাছে এসে এই বাড়ী যার, তাকে বিয়ে কর্ত্তে বলেছিল।

আরনণ্ড। তুমি তাতে রাজী আছ ?

রোজা। না, তার চেয়ে আমার মরাই ভাল।

আর কোন কথা না বলিয়া আরনণ্ড তাহার পকেট হইতে একগাছা দড়ির সিড়ি বাহির করিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিল, এবং রোজাকে পৃষ্ঠে করিয়া নিম্নে অবতরণ করিল। ঠিক সেই সময় বাড়ীর লোকে তাহাদের পলায়ন জানিতে পারিল। তাহাদের পলায়ন প্রকাশ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, সেখানে বিলম্ব করা অবিধের জ্ঞানে, রোজাকে লইয়া দ্রুতপদে আরনণ্ড প্রস্থান করিল। অনুসরণকারীরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

তাড়া পাইয়া বাঘ যেমন শিকার মুখে করিয়া ছুটে, সেইরূপ আরনণ্ডও রোজাকে পৃষ্ঠে করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া ছুটিল।

মরগ্যানের বাড়ী হইতে আরনণ্ডের বাড়ী প্রায় আধক্রোশ ব্যবধান—মধ্যে একটা মাঠ। সেই মাঠের চষা জমির উপর দিয়া অতিকষ্টে তাহার বোঝা ঘাড়ে করিয়া আরনণ্ড ছুটিতে লাগিল। অনুসরণকারীরা ক্রমশঃ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ক্লান্ত হইলেও, তাহাকে ধরিবার

একটু পূর্ব্বে আরনণ্ড তাহার বাটীতে আসিয়া পৌছিল। এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া, অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা রোজাকে মেঝেয় রাখিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধের শব্দে, আরনণ্ডের জননী একটা আলো হাতে করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন, এবং একটি অপরিচিত বালিকাকে গৃহমধ্যে দেখিয়া বিস্মিতভাবে আরনণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কচ্ছিলি তুই আরনণ্ড ? আজ এত দেরী কেন তোর ?

অনেক কাজ করেছি মা।—এই অসহায়া বালিকাকে দুর্ব্বৃত্তগণের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছি, একে তোমার ঘরে আশ্রয় দেও মা।

হাতের আলো, রোজার মুখের কাছে লইয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আরনণ্ডের জননী রোজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ফুল্ল-কমলবৎ মুখ, লজ্জায় ঈষৎ আরক্তিম, আয়তলোচনের প্রশান্ত করুণা-প্রার্থনা-দৃষ্টিতে বালিকার পবিত্রতা তিনি বুঝিতে পারিলেন। এবং সাদরে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া, সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—চল মা আমরা ভিতরে যাই। সেইখানে আগুনের কাছে বসে, আমায় তোমার পরিচয় দেবে।

গৃহিণীর এই সস্নেহবাক্যে অনেক দিনের অতীত বিষয়ের—তাহার জননীর স্নেহপূর্ণ ভালবাসার কথা, রোজার মনে পড়িল। দুই বিন্দু অশ্রুজল গণ্ড বহিয়া বক্ষে আসিয়া পতিত হইল। উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আরনণ্ডকে দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া, অনুসরণকারীরা বাহির হইতে দরজায় আঘাত করিতে লাগিল, এবং অভদ্র ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিল। তাহাদের ইচ্ছা দরজা ভাঙ্গিয়া রোজাকে কাড়িয়া লইয়া যায়। তাহাদের মতলব আরনণ্ড বুঝিতে পারিল, এবং আর কোন উপায় না দেখিয়া বন্দুক বাহির করিল, এবং জানালার ফাঁক দিয়া উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল। আঘাত বন্ধ হইল,

প্রাণের ভয়েতে বিপক্ষেরা সেখান হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আরনণ্ড জননী দেখিলেন, পুলিশের লোকে তাহাদের বাড়ী ঘেরোয়া করিয়াছে। পশ্চাতে আরনেষ্ট মরগ্যান দাঁড়াইয়া আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

পুনর্জ্জীবিত

পুলিশের লোক দেখিয়া, বাটীর সকলে আসিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইল, তাহাদিগকে দেখিয়া দলের মধ্যে যে প্রধান সে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে টুপী খুলিয়া আরনণ্ডের জননীকে বলিল—মিসেস্ স্মিথ, আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাসি কর্‌বার জন্যে আমি ওয়ারেণ্ট পেয়েছি। আমাকে পথ ছেড়ে দিন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কারণে আমার বাড়ী আপনি খানা-তল্লাসি কর্ত্তে চান? কোন রকম—

তাহার কথায় বাধা দিয়া, পুলিশকর্ম্মচারী বলিল—হ্যাঁ, সন্দেহ ক্রমেই হচ্ছে। ভরসা করি এটা মিছা হবে।

তবে দেখুন আপনি। ধীরভাবে গৃহিণী বলিলেন—দেখুন তবে আপনার কর্ত্তব্য কাজে আমি বাধা দেব না।

কিন্তু আরনণ্ড তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। আরনেষ্ট মরগ্যানের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্যে কেবল মুখের কথায় সে প্রত্যয় করিল না।

পুলিশকর্ম্মচারীর প্রবেশে বাধা দিয়া সে বলিল—আপনি বল্লেন খানাতল্লাসির ওয়ারেণ্ট আছে, কিসের জন্য সে ওয়ারেণ্ট—আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

আরনণ্ডের কথায় কোপদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া দারোগা তার অধস্তন কর্ম্মচারীকে কি ইঙ্গিত করিল, সে অগ্রসর হইয়া আরনণ্ডের হাত ধরিয়া বলিল—তোমার নামে ওয়ারেণ্ট। যতক্ষণ না তল্লাসী শেষ হয়, ততক্ষণ তুমি আমার বন্দী।

আরনণ্ড ভাবিয়াছিল, রোজাকে লইয়া যাইবার জন্তে এই উদ্যোগ সে জন্তেই সে ওয়ারেণ্ট দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারই প্রতি ওয়ারেণ্ট শুনিয়া সে অতিশয় বিস্মিত হইল, ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। এই সময় মরগ্যানের মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, দেখিল, দুরভিসন্ধির বিকট উৎসাহে তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে।

তাড়িৎ সঞ্চারের ন্যায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে বিপদে ফেলিবার নিমিত্ত তাহার শত্রুরা যে বিশেষ কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে সে বুঝিতে তাহা পারিল।

বাড়ীর মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খানাতল্লাসি হইল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। পরিশেষে বাড়ীর বাহিরে কাঠ রাখিবার একটা টিনের চালা, সেই চালার এক অংশে কতকগুলা কাঠের নীচের একটা গর্ত্ত, সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে একটা চামড়ার থলে বাহির হইল। তাহাতে মণ্ট্রোজ পোষ্টাফিসের নাম লেখা। মণ্ট্রোজ পোষ্টাফিস হইতে রেজেষ্টারি চিঠি শুদ্ধ যে মেলব্যাগ চুরি গিয়াছিল—ইহা সেই ব্যাগ।

ডাকঘরের চুরির রহস্য এত দিনের পর সকলে জানিতে পারিল। সকলের দৃষ্টি হতভাগ্য যুবকের উপর পতিত হইল। আরনণ্ড নির্ব্বাক—নিস্পন্দ সে এক দৃষ্টিতে সেই সর্ব্বনেশে ব্যাগের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সে উন্মাদের ন্যায় তাহার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া তীক্ষ্দৃষ্টিতে মরগ্যানের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে তীব্রদৃষ্টি মরগ্যান সহ্য করিতে পারিল না, সে অপরদিকে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মনের আবেগে আরনণ্ড বলিল—ভগবান্ জানেন, আমি নির্দ্দোষী। আমার কোন মহাশত্রু মনুষ্যাকৃতি কোন পশু আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে এই ব্যাগ এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে, আমি এর কিছুই জানিনে।

গম্ভীর স্বরে দারোগা বলিল—অসম্ভব, তা, হ'তেই পারে না তোমার বাড়ীতে এসে ব্যাগ লুকিয়ে রেখে যাবে, এ কথা সম্ভব নয়। যাই হোক আমি তোমায় এখন থানায় নিয়ে চল্লুম, বিচারে তোমার যা হয় হবে।

এই সময় জনএলিশন অগ্রসর হইয়া দারোগাকে বলিল—আপনার নিকট আমার একটা নালিশ আছে আরনণ্ড স্মিথ আমার মেয়েকে ভুলিয়ে চুরি করে এনেছে।

মিথ্যে কথা। উত্তেজিতস্বরে আরনণ্ড বলিল—সব মিছে কথা। ওই দুজন পাষণ্ডের হাত থেকে, আমি ঐ নিঃসহায়া বালিকাকে উদ্ধার করে এনেছি। তাই দুর্ব্বৃত্তেরা ষড়যন্ত্র করে, আমাকে এই বিপদে ফেলেছে। বালিকাকে ওদের কাছে দেবেন না।

ভয়ে আরনণ্ডের মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাতরবচনে রোজা বলিল —না, না, আমাকে ওদের কাছে দেবেন না।

দারোগা এলিশনকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি, এ বালিকার পিতা?

হ্যাঁ।

যথেষ্ট। আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেন। ওতে আমাদের কোন আপত্য নেই। চল সব, এখানে আর আমাদের দরকার নেই।

আরনণ্ডকে লইয়া পুলিশকর্ম্মচারিগণ, এবং রোজাকে লইয়া এলিশন ও মরগ্যান প্রস্থান করিল।

আরনণ্ডকে হাজতে রাখা হইল। বিনা অপরাধে চোর অপবাদে

হাজতে বাস,—আরনণ্ডের জীবনের সমস্ত সুখ যেন কোথায় চলিয়া গেল। পৃথিবী যেন তাহার চোখে অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, ভবিষ্যতের উজ্জল আলোক মুহূর্ত্তের মধ্যে—জন্মের মত নিভিয়া গেল। কারাগৃহের অন্ধকারে হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে,—ভাবিয়া ভাবিয়া যখন অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে তাহার কারাগৃহের দ্বার খুলিয়া একজন লোক প্রবেশ করিল।

লোকটি বেঁটে, আপাদ মস্তক একটা কাল কোটে আবৃত, দাড়ি কটা, মাথায় কিনারাওয়ালা মস্ত একটা টুপি।

লোকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। অত রাত্রে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার কারাগৃহে দেখিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রোচিতস্বরেই আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি আরনণ্ড স্মিথ ?

সেইরূপ বিস্মিতভাবেই আরনণ্ড উত্তর করিল—হ্যাঁ, আমিই আরনণ্ড স্মিথ।

আগন্তুক তাহার নিকটে আসিল, এবং কোটের ভিতর হইতে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত নক্ষত্রচিহ্ন বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল।

আগন্তুক আমাদের মৃত—বেল্‌মণ্ট ব্রাউন! পুনর্জ্জীবিত হইয়া আসিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ঠিক পথে

যেখানে ব্রাউন আহত হইয়াছিলেন, সেটা একটা কারখানা বাড়ী; এঞ্জিনে জল সরবরাহ করিবার জন্য উঠানের এক ধারে মস্ত একটা

পাতকূয়ার মত গভীর চৌবাচ্চা ছিল। সেই চৌবাচ্চাতেই মৃতজ্ঞানে দুর্বৃত্তেরা ব্রাউনকে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করে। কারখানা বহুকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পাতকূয়ায় অতি সামান্য জল ছিল। কিন্তু সে জল বরফ অপেক্ষাও শীতল। সেই শীতল জলে মূর্চ্ছিত ব্রাউনের প্রথমে অত্যন্ত উপকার হইল। ক্রমে তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল, তিনি পুনরায় পড়িয়া গেলেন। একটু পরেই আবার উঠিলেন, কিন্তু সেই শীতল জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত অঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে দেয়াল ধরিয়া দাড়াইয়া তিনি উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহার ভিতর চারিদিকে সিমেণ্ট দেওয়া, উপরে উঠিবার কোন উপায় নাই। প্রায় ৭।৮ হাত না উঠিলে, কিনারা পাওয়া যায় না। শীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, জনমানবহীন, পড়ো বাড়ীতে অন্ধকূপে তিনি আবদ্ধ, তাহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই। ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইতে লাগিল, তিনি জীবনে হতাশ হইয়া, অসময়ের বন্ধু—ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

একটু পরে তাহার বোধ হইল, উপরে কাহারা কথা কহিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া তাহাদের ডাকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইল না, কেবল একটা গোঙ্গানি শব্দ হইল মাত্র। ক্রমে উপরের কণ্ঠস্বর কূপের নিকটবর্ত্তী হইল তিনি শুনিতে পাইলেন, একজন বলিতেছে—এইখানেই হুজুর। আমি জানালায় বসে কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে দেখ্‌তে পেলুম, দুটোলোক একজনকে মেরে, ধরাধরি করে, এই কূয়োর ভিতর ফেলে পালালো। বোধ হয় লোকটা মরে গেছে।

লোকটা একজন আইরিসম্যান, ছুতারের কাজ করে। কারখানা বাড়ীর একটু তফাতে একটা মস্ত চারতালা বাড়ী, সেই বাড়ীর একটা জানালা মেরামত করিবার নিমিত্ত সে সেইদিন নিয়োগ হইয়াছিল। সেইখানে বসিয়া কাজ করিতে করিতে কারখানা বাড়ীর সমস্ত ঘটনা দেখিতে পায়, এবং মৃতজ্ঞানে ব্রাউনকে কূয়ার ভিতর ফেলিয়া দুবৃত্তেরা চলিয়া গেলে, সে সত্বর একজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হয়।

উভয়ের চেষ্টায় ব্রাউন অতি সত্বরেই উপরে উঠিতে পারিলেন, কিন্তু উপরে উঠিয়াই ব্রাউন পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহাদের নিকট মদ ছিল, ব্রাউনকে তাহা খাওয়াইয়া দিল, অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, একটু পরেই তিনি উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তারা তাঁহার সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু তিন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। পুলিশের লোকের নিকট তিনি তাঁহার স্বরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহার চাপরাশ দেখাইলেন এবং ঘটনার কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেই ঝোপের আড়ালে তাঁহার ব্যাগ ছিল, তাহা হইতে পোষাক বাহির করিয়া সেই-খানেই তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং উভয়কে পুরস্কৃত ও ধন্যবাদ দিয়া, সেখান হইতে বরাবর হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে নিউইয়র্কে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু একটু পরে আর তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা রহিল না, প্রায় ৮।১০ দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইল।

আরোগ্যান্তে নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া তিনি নিউইয়র্কে যাইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া রোজার অদৃষ্ট সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

রোজার অদৃষ্ট সংবাদে তিনি একটু হতাশ হইলেন, এবং উপস্থিত কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন বৈকালিক সংবাদপত্র পড়িতে বসিয়া প্রথমেই তিনি দেখিলেন—আবার ডাক মারা গিয়াছে, চোর বলিয়া মণ্টোজ পোষ্টাফিসের একজন কেরাণী ধৃত হইয়াছে।

তারপর আরনণ্ড স্মিথের গ্রেপ্তারের কথা বিস্তারিতরূপে তাহাতে লেখা ছিল। ব্রাউন রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার দেহের ভিতর যেন এক তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আরনেষ্ট মরগ্যানের কুচক্রে পড়িয়া নিরীহ আরনণ্ড যে পুলিশ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি নিজের দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া মণ্টোজ যাত্রা করিলেন। এবং সেখানে পৌঁছিয়াই কারাগারে আরনণ্ডের সহিত দেখা করিয়া, তাহার মুখে সেদিনকার সমস্ত ঘটনার কথা তিনি শুনিলেন। আরও শুনিলেন,—রোজার কথা। রোজা ঘটিত সমস্ত কথা একে একে পরিচয় দিয়া দুঃখিতভাবে আরনণ্ড বলিল—এত করিয়াও আমি তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। পুনরায় যে দুর্বৃত্তদের হাতে পড়িয়াছে। যদি আপনি পারেন, তাহাকে উদ্ধার করুন, নতুবা বালিকার জীবনরক্ষা হইবে না।

ব্রাউন বলিলেন—শীঘ্রই আমি তাঁকে এবং তোমাকেও উদ্ধার করিব। তুমি নির্দ্দোষী, তা আমি জানি। যাহারা কৌশলে তোমাকে এই বিপদে ফেলিয়া, রোজাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদের দ্বারাই এতদিন মেলব্যাগ অপহৃত হইতেছে, আমি তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি এখনই আমি তোমাকে মুক্ত করিতে পারি, কিন্তু তা করিলে, দস্যুদল সাবধান হইবে, আমি তাহাদের ধরিতে পারিব না। তাহারা জানে,

আমি মৃত, তোমাকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া দিয়া, তাহারা এখন নিশ্চিন্ত। তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার পথ খোলসা করিয়া লইয়াছে। এই তাহাদের ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে কয়দিন আমি তাহাদের সকল দলকে গ্রেপ্তার করিতে না পারি, সে ক'দিন তুমি এই হাজতেই থাক, তারপর যথাসময়ে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। এর জন্যে তুমি কোন রকম চিন্তা কোরো না। আর আমার সঙ্গে তোমার যে সমস্ত কথা হইল, তাহাও কাহার কাছে প্রকাশ কোরো না।

তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ব্রাউন সেথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাউন বরাবর হোটেলে আসিলেন। হোটেলে ঢুকিতেই প্রথমে তাঁহার জনএলিশনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই দুর্বৃত্তকে দেখিয়া অত্যন্ত সাহসী হইলেও ব্রাউনের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু এলিশন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সে তাঁহার পাশ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যমনস্কবশতঃ তাহার হাত হইতে একখণ্ড কাগজ সেইখানে পড়িয়া গেল। ব্রাউন তাহা কুড়াইয়া লইয়া ফটকের আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলেন। তাহাতে এই কয়টী কথা লেখা আছে—

—জন এলিশন—পাইনকার্ড। শুক্রবার রাত এগারটার সময়। দলের সমস্ত লোক সেইখানে উপস্থিত থাকিবে।

তোমার—রবিন হুড।

ব্রাউন বুঝিলেন ইহা দস্যুদলের দলপতির পত্র। শুক্রবার রাত্রে ইহারা পাইনকার্ডে জমা হইবে। কিন্তু কোথায় সেই পাইনকার্ড? আর অত রাত্রে জন এলিশনকেই বা সেখানে যাইতে বলিবার কারণ কি? অনেক ভাবিয়া তিনি উহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শেষে স্থির করিলেন, সেই দিন সমস্ত দিনরাত, তাহাকে চ'খে চ'খে রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিবেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গূঢ় রহস্য

বেলমণ্ট ব্রাউনকে সমাধি দিয়া দস্যুদল নিশ্চিত। নিঃসঙ্কোচে আমেরিকান হোটেলে প্রধান আড্ডা করিয়া এলিশন, আপন অভিষ্টসিদ্ধি করিতেছে। কিন্তু ব্রাউন পুনর্জ্জীবিত হইয়া যে তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সে স্বপ্নেও সে কথা ভাবে নাই।

শুক্রবার আসিল, সমস্ত দিন এলিশনকে চ'খে চ'খে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় তিনি তাহাকে হারাইয়া ফেলিলেন। চারিদিকে সতর্ক অনুসন্ধান করিয়াও, তিনি তাহার কোন উদ্দেশ করিতে পারিলেন না। হতাশ মনে ব্রাউন হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পোর্টারকে ঘুস দিয়া এলিশনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার দ্রব্যাদি আলবাণী ষ্টেশনে পাঠান হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত দিন ষ্টেশনে তিনি পাহারায় ছিলেন, তবে সে কখন গেল? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, হয় ত সে ছদ্মবেশে চলিয়া গিয়াছে।

বেলমণ্ট দ্রুতপদে ষ্টেশনে আসিলেন এবং পরবর্ত্তী গাড়ীতে তিনি আলবাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আলবাণী পৌঁছিয়াই ব্রাউন দেখিলেন, নিউইয়র্কগামী ডাকগাড়ী ষ্টেশনের অপর প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছে; এবং মেলগাড়ীর দরজায়, মেল এজেণ্ট মরগ্যান দাঁড়াইয়া এলিশনের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় ব্রাউন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; এবং অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি দেখিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহাকে চিনিতে পারে সেই ভয়ে তিনি সম্মুখে থাকিতে সাহস করিলেন না।

কারণ এবার দস্যুহস্তে পড়িলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় এ কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল, সেই চলন্ত অবস্থায় মরগ্যান, এলিশনকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইল। তাহাদের গাড়ীর ২।৩ খানার পরে ব্রাউন উঠিলেন। এ ডাকগাড়ী আলবাণী হইতে বরাবর নিউইয়র্কে যায়। পথিমধ্যে খুব বড় বড় ষ্টেশন ভিন্ন আর কোথাও থামে না বলিয়া এ গাড়ীতে আরোহী খুব কম যায়। গাড়ীতে উঠিয়াই, জামার কলার উল্টাইয়া মুখে ঢাকা দিয়া, নিদ্রার ভাণ করিয়া, ব্রাউন শুইয়া পড়িলেন।

ঘোর অন্ধকার রজনী, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া পবনগতিতে লৌহ-শকট ছুটিতে লাগিল। রাত্র প্রায় ১১টা, গাড়ীর মধ্যে অধিকাংশ আরোহী নিদ্রামগ্ন। সমস্ত নিস্তব্ধ। এমন সময়ে একজন লোক, অতি সন্তর্পণে সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রত্যেক আরোহীকে পরীক্ষা করিতে লাগিল, তাহারা নিদ্রিত কি জাগ্রত। প্রবেশকারী—জন এলিশন।

সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া এলিশন একটুখানি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। সে বাহিরে যাইবামাত্র ব্রাউন উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

সমস্ত আরোহী গাড়ী অতিক্রম করিয়া তিনি মালগাড়ীর নিকটে পৌঁছিলেন। এই গাড়ীই তাহার লক্ষ্য।—এই গাড়ীতে ডাক যায়।

গাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, গাড়ীতে জানালা নাই, দরজা ভিন্ন তাহার ভিতরে দেখিবার আর কোন পথ নাই। অতি সন্তর্পণে তিনি দরজায় হাত দিলেন, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। চাবির ছিদ্র দিয়া অতি কষ্টে তিনি দেখিতে পাইলেন, ভিতরে ৩।৪ জন লোক,

চিঠির থলের উপর বসিয়া চুরুট খাইতেছে আর গান করিতেছে। আর কিছু দেখিতে পাইলেন না।

প্রতি মুহূর্ত্তে বেলমণ্টের নিকট মূল্যবান বোধ হইতে লাগিল, তিনি ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, দস্যুদলের যে সময় পাইনকার্ডে—উপস্থিত হইবার কথা ঠিক সেই সময় উপস্থিত।

এমন সময় গাড়ীর অপরদিকের দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনিতে পাইলেন। সেই সময় গাড়ী একটা জঙ্গল অতিক্রম করিতেছিল। চারিদিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে ব্রাউন দেখিলেন, বহুক্রোশ ব্যাপী নিবিড় জঙ্গল, তার কোন দিকে মনুষ্য বসতির চিহ্ন নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি, অন্ধকারে দানবের মত দাঁড়াইয়া আছে। ব্রাউন অনুমান করিলেন বোধ হয় এই পাইনকার্ড। এইখানেই দস্যুগণের থাকিবার কথা। সেইখানে আসিয়া গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া ব্রাউন অধৈর্য্য হইলেন এবং ভিতরের কাণ্ড দেখিবার জন্যে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, অনেক কৌশলে এবং অতি কষ্টে গাড়ীর ছাদের উপর উঠিলেন। ঠিক সেই সময় আর একজন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর গাড়ীর ছাদে উঠিল, ব্যস্ততাবশতঃ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

ছাদে উঠিয়া আলো প্রবেশের পথ দিয়া, তিনি ভিতরে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া উঠেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি তাঁহার অনুসরণকারীর পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া, অনুসরণকারী কঠিন হস্তে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চুরির রহস্য

বেলমণ্ট গাড়ীর ভিতরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি চমকিত হইলেন, এবং তাঁহার দেহের সমস্ত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন, গাড়ীর দরজা খোলা, সেই খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া, আরনেষ্ট মরগ্যান, একদৃষ্টে সেই অন্ধকারাবৃত কারণের দিকে চাহিয়া আছে। ডিটেক্‌টিভ শ্যেন দৃষ্টিতে তাঁহার শীকারের দিকে চাহিয়া তাহার প্রত্যেক কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

গাড়ীর সেই গড়ানে ছাদের উপর, অবলম্বন শূন্য অবস্থায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে বেলমণ্ট উপবিষ্ট। একটু অসতর্ক হইলে অথবা কোন রেলওয়ে পুলের লৌহদণ্ডের আঘাতে তিনি যে একবারে নীচে পড়িয়া যাইবেন, হয় ত তাহাতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, সে কথা বা সে আশঙ্কা, তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। তিনি সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে গাড়ীর ভিতর চাহিয়া আছেন। এক বিষয়ে ব্রাউন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি গাড়ীর মধ্যে জন এলিশনকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন হয় ত বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিতেছে।—সেই জন্য তাঁহার সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেক বিলম্বে এ কথা তাঁহার স্মরণ হইল, তখন শত্রু তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সতর্ক হইবার সময় তাহার হয় নাই।

সে সময় মরগ্যানের কার্য্য দেখিয়া তিনি সমস্ত ভুলিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি দেখিলেন, রেজেষ্টারি পত্র পরিপূর্ণ পুলিন্দা লইয়া, গাড়ীর ভিতর হইতে মরগ্যান বাহিরে সেই কাননের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

তাঁহার চক্ষুর আবরণ যেন খুলিয়া গেল, ডাকগাড়ীর রেজেষ্টারি চিঠি চুরির গূঢ়-রহস্য তিনি আজ বুঝিতে পারিলেন। নিউইয়র্ক হইতে আলবাণী পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত যে চুরি হয়, সে চুরি আজ তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন, তাঁহার মনের অন্ধকার দূর হইল।

এই পথের প্রত্যেক ডাকঘরের টাকা একাধিক্রমে চুরি হয়। একেবারে অধিক না হইলেও নিতান্ত অল্প টাকা চুরি হয় না। সে নিমিত্ত প্রত্যেক ডাকঘরের উপর কোম্পানির সন্দেহ এবং প্রত্যেক পোষ্টাফিসেই গোয়েন্দা দ্বারা প্রায় বছরাবধি গোপনে তদন্ত হইয়াও কোন উপায় না হওয়ায়, বেলমণ্টের উপর সেই ভার অর্পিত হইয়াছে। আরনণ্ডের সহিত মরগ্যানের বিবাদ, তাহাকে বিপদগ্রস্থ করিবার জন্যে অপহৃত ব্যাগ তাহার বাড়ীতে রাখিয়া দুবৃত্তেরা আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়াছে এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কিন্তু এরা কেবল এই দুজন নয় দলে আরও লোক আছে। কিন্তু কত লোক ব্রাউন তাহা দেখিতে পাইলেন না। তবে অনুমানে বুঝিলেন, যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে (বোধ হয় এই পাইনকার্ড) মরগ্যান টাকাপূর্ণ ব্যাগ ফেলিয়া দিল, তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে লোক উপস্থিত আছে।

বেলমণ্ট ভাবিলেন, এইবার তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। এতদিনে ডাকচুরি-রহস্য ভেদ করিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইবার আশা করিলেন। এইরূপে জয়োল্লাসে যখন তিনি উল্লাসিত, ঠিক সেই সময় তিনি তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন এবং ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। অতি দৃঢ়রূপে শত্রু তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, ক্ষণেকের জন্যে তিনি নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শত্রু তাঁহাকে উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে,

তখন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, এবং দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তিনি তাঁহার শত্রুকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

ব্রাউনের দেহে অধিক বল না থাকিলেও তিনি অতিশয় ধীরবুদ্ধি এবং ত্বরিতকর্ম্মা ছিলেন এবং সেই শক্তি প্রভাবেই তিনি তাঁহার শত্রুকে ধরিয়া নিমিষের মধ্যে তাহাকে ছাদের উপর পতিত করিলেন।

একজন জীবন রক্ষায় এবং একজন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া শত্রু বিনাশে কৃতসংকল্প। সাধ্যানুসারে একে অপরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশীতে, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে গাড়ীর ছাদের উপর দুইজনের মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। যদি নীচেয় পড়িয়া যায় তবে দুইজনেরই মৃত্যু নিশ্চয়, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও মনে উদয় হইল না। যখন গড়াইতে গড়াইতে উভয়ে ছাদের ধারে আসিল এবং পুনরায় পাশ ফিরাইতে (ডাকগাড়ীতে পাহারা দিবার জন্যে গাড়ীর পাশে পাশে একখানা লম্বা তক্তার প্লাটফরম থাকে) সেইখানে পড়িয়া গেল তখন তাহারা তাহাদের বিপদের কথা বুঝিতে পারিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ,—নতুবা আর আধ হাত তফাতে পড়িলে, একেবারে গাড়ীর নীচে পড়িয়া উভয়ে চূর্ণ হইয়া যাইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পড়িবার সময় বেলমণ্ট নীচে, এবং তাঁহার শত্রু—জন এলিশন তাঁহার উপর চাপিয়া পড়িল। এলিশনের কিছুই হইল না। কিন্তু ব্রেকের চাকায় আঘাত লাগিয়া বেলমেণ্ট সংজ্ঞাহীন হইলেন। ঠিক সময়ে পাশের দরজা খুলিয়া মরগ্যান সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর উপরে উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের শব্দ সে শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু কিসের শব্দ সে তাহা অনুমান করিতে পারে নাই। তাহাই দেখিবার জন্যে সে ভীত-বিহ্বল নেত্রে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং দেখিল দুইজন লোক জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আছে।

দেখিবামাত্র এলিশনকে মরগ্যান চিনিতে পারিল। এবং তাহার সাহায্যার্থে দ্রুতপদে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। কিন্তু সংজ্ঞাহীন শত্রুকবল হইতে মুক্ত হইবার অধিক চেষ্টা এলিশনের করিতে হইল না। সহজেই সে মুক্ত হইল। বিহ্বলস্বরে মরগ্যান এলিশনকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে এলিশন—ব্যাপার কি? তোমরা ছাদের উপর যুদ্ধ কচ্ছিলে না কি?

"হ্যাঁ, এক রকম যুদ্ধই বটে।" ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গবস্ত্র সংযত করিতে করিতে এলিশন বলিল—হ্যাঁ, যুদ্ধই বটে। তুমি কি কিছু শব্দ শুনতে পাওনি?

"শব্দ শুন্তে পেয়েছি বটে, কিন্তু বুঝতে পারিনি কিছু। গাড়ীর ছাদে তুমি গিছ্‌লে কেন?"

এলিশন বলিল—আমি মালগাড়ীতে ছিলুম, তুমি তা জানো, সেখানে থেকে দেখ্‌তে পেলুম একটা লোক ডাকগাড়ীর ছাদের উপর উঠ্‌ছে। তখনি বুঝতে পারলুম সে কেন উঠ্‌ছে, আমিও তার সংকল্পে বাধা দেবার জন্যে পেছু নিলুম। ও যখন উঁকি মেরে গাড়ীর ভিতর দেখ্‌ছিল, সেই সময় আমি ওকে ধরেছি।

"কে ও?" বিস্ময় বিস্ফারিতনয়নে মরগ্যান জিজ্ঞাসা করিল—লোকটা কে? চল ভিতরে টেনে নিয়ে যাই, গিয়ে দেখিগে, লোকটা চেনা কি না।

উভয়ে টানিয়া, ব্রাউনকে গাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন বেলমণ্টের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। জ্ঞান হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুইজন প্রবল শত্রুর হাতে তিনি পড়িয়াছেন, তাহার ফল মৃত্যু। চাতুরী ভিন্ন বলের দ্বারা তিনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া তিনি সেইরূপ মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন এবং সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গাড়ীর মধ্যে আসিয়া, আলো লইয়া উভয়ে বেলমণ্ট ব্রাউনকে দেখিল এবং অস্ফুট চীৎকার করিয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া উভয়ে দশহাত তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভগ্নস্বরে এলিশন বলিল—পোষ্টাফিস ডিটেক্‌টিভ!

ভীতিবিহ্বলস্বরে মরগ্যান বলিল—মরে—ফিরে এয়েচে?

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়ে উভয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে এলিশন বলিল—এর কি বিড়ালের মত প্রাণ?

মরগ্যান বলিল—দেখ্‌ছি তাই। নইলে সেই পাতকূয়ো থেকে বেঁচে এল কি করে?

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া, এলিশন আপন মনে কি ভাবিল, তারপর আর একবার ভাল করিয়া ব্রাউনকে দেখিয়া তাহার মনের সন্দেহ দূর করিল এবং প্রতিহিংসার তীব্রজ্যোতিতে তাহার কুটিল-নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। মরগ্যানের দিকে ফিরিয়া বলিল—এর আজ মরা চাই। রাগে ঘৃণায় এবং ভয়ে সে যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল। শোণিত লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায়, তাহার দেহ যেন ফুলিয়া উঠিল। উত্তেজিতভাবে সে মরগ্যানকে জিজ্ঞাসা করিল—আর কেউ আমাদের এ ঝগড়ার শব্দ শুণে পেয়েছে কি? "না।"

"ভালই হয়েছে। এইবার আমরা কাজ ঠিক কর্ব্বো। মরগ্যান আমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছ?

"হ্যাঁ।" "এখান থেকে ক্রোশ দুই তফাতে একটা গভীর খাদ আছে, আমাদের এ গুপ্তকথা নিহিত থাকবে।"

"তাই হবে।" যখন আমরা সেখানে পৌঁছাব সেই সময়ে দুজনে ধরে ওকে টেনে ফেলে দোবো।

হত্যাকারীদের প্রত্যেক কথা বেলমণ্ট শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

কিন্তু ভাগ্য তাঁহার সুপ্রসন্ন। অপঘাত মৃত্যু তাঁহার কপালে নাই, তাই গাড়ী যখন সেই ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইল, দুর্বৃত্তেরা তাহাদের দুষ্ক্রিয় সাধনের জন্য, যেখানে ব্রাউন পড়িয়াছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহাদের শিকার পলাইয়া গিয়াছে।

গাড়ীর মধ্যে ঠিক দরজার পাশেই, মূর্চ্ছিত ব্রাউনকে তাহারা ফেলিয়া রাখিয়াছিল। সে স্থানটা অন্ধকার, গাড়ীর অপর প্রান্ত হইতে সেখানে ভাল নজর হয় না; উভয়ে মতলব ঠিক করিয়া, ব্রাউনকে মূর্চ্ছিত জ্ঞানে তাহারা সেখান হইতে, গাড়ীর অপর প্রান্তে, তাহাদের বসিবার স্থানে পরামর্শ এবং বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল, ভুলক্রমে দরজার চাবি বন্ধ করিল না। তাহাদের এই ভুল, ব্রাউনের পক্ষে বিশেষ উপকার হইল। দস্যুদল অন্তরাল হইবামাত্র তিনি আর ক্ষণকালমাত্র, অপেক্ষা না করিয়া, নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন এবং গাড়ীর পাদানীর উপর দিয়া দ্রুতপদে, একটু দূরে একখানা আরোহী গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জীবন রক্ষা হইল।

যখন তাহারা দেখিল শিকার তাহাদের হাত হইতে পলাইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের মনের অবস্থা লেখা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়াই সহজ। তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল, এবং সেই ভুলের জন্য তাহারা আপনা আপনি অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

যে রহস্য এতদিন কেহ প্রকাশ করা দূরে থাক, অনুমান করিতেও পারে নাই, সেই ডাক-চুরি রহস্য আজ স্বচক্ষে বেলমণ্ট ব্রাউন দেখিয়াছে কেবল চুরি নয়, কে চুরি করে কেমন করিয়া চুরি হয়, এবং কোথায় সেই চোরাই জিনিষ জমা হয়, সমস্তই আজ প্রকাশ হইয়াছে। যে

মুহূর্ত্তে ইচ্ছা ব্রাউন তাহাদের হাতে হাতকড়ি পরাইতে পারে। তবে একমাত্র উপায় ব্রাউনকে হত্যা করা, তা হ'লেই তারা নিষ্কণ্টক। কারণ একা ব্রাউন ভিন্ন অপর কেহই এ কথা জানে না। এখন যে কোন উপায়েই হউক তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

অতি প্রত্যূষে গাড়ী আসিয়া মণ্টোজ ষ্টেশনে পৌঁছিল। এইখানে মরগ্যান বদলি হইল, তাহার স্থানে অপর লোক ডাক লইয়া চলিল। এলিশন ও মরগ্যান উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত এলিশন ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিল বেলমণ্ট ব্রাউন সেখানে নামে কি না তাহাই দেখিবার জন্য।

তাহাতেও তাহারা হতাশ হইল। কারণ বেলমণ্ট সেখানে নামিলেন না। ঘৃণা ক্রোধ ভয় মিশ্রিত অন্তঃকরণে উভয়ে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া, মরগ্যানের বাড়ী উপস্থিত হইল।

ব্রাউন বুঝিয়াছিলেন শত্রুরা তাঁহার জন্যে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবে। সেই জন্য সেখানে না নামিয়া তার পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তিনি নামিলেন। মেলগাড়ী সেখানে থামে না, কিন্তু গার্ডকে তাঁহার চাপরাশ দেখাইয়া গাড়ী থামাইতে বাধ্য করিলেন। এবং একটু পরেই অপর গাড়ীতে তিনি মণ্টোজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেখানকার পুলিশের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া গোপনে দিবারাত্র মরগ্যানের বাড়ীতে পাহারার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া তিনি পুনরায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন থেকে পাইনকার্ড পর্য্যন্ত পথ কখন প[illegible]কার হ[illegible]?

ষ্টেশন মাষ্টার একটু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিল—তিনটার পর ভিন্ন লাইন খালি হবে না

"কতক্ষণ খালি থাকে ?"

"দুই ঘণ্টা। পাঁচটার সময় একখানা গাড়ী পাইনকার্ড দিয়ে ছটার সময় এখানে পৌঁছে।"

"তা হ'লে পাইনকার্ড এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ ?"

"হ্যাঁ মহাশয়।"

"আচ্ছা তবে যে জন্যে আমি এইচি, সেই কাজের কথাই হোক্। তিনটার পর একখানা এঞ্জিন নিয়ে যদি আমি পাইনকার্ডে যাই, তাতে কত খরচ পড়ে ?"

"তা আমি দিতে পার্ব্বো না। কারণ হয় তো সে সময় কোন স্পেশাল ট্রেণ আস্‌তে পারে।"

বেলমণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারকে তাঁহার চাপরাশ দেখাইয়া বলিলেন—দেখুন আমি একজন কোম্পানির চাকর, অদ্যই পাইনকার্ডে যাবার আমার বিশেষ দরকার। একখানা এঞ্জিন কেবল আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে কত খরচ পড়ে বলুন।

ষ্টেশন মাষ্টার বলিল—সেখানে জীবনের আশঙ্কা, সেখানে খরচের কথা আমি আপনাকে কি বল্‌বো।

"যদি তাতে আপনার কোন দায়িত্ব না হয়, তা হ'লে কত খরচ পড়ে বলুন ?"

"দশ টাকা।"

"আমি তার দ্বিগুণ আপনাকে দিচ্ছি। আপনি একখানা এঞ্জিনের বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখুন। আমিও কোম্পানির চাকর, য[illegible]ছু দায়িত্ব আমি নিজেই তা ঘাড়ে করে নিচ্ছি। কেবল আপনি এই [illegible] দেখ্বেন যে, যদি সামনের কোন ষ্টেশনে ট্রেণ আসে তাকে পূর্ব্ব ষ্টেশনে, আর এখান দিয়ে যদি কোন ট্রেণ আসে তাকে এখানে আটকে রাখ্‌বেন।

তার জন্যে যদি কোন কৈফিয়ত দিতে হয়, তা আমিই দিব, সে বিষয়ে আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি।”

ষ্টেশন মাষ্টার স্বীকৃত হইল। সমস্ত ঠিক করিয়া ব্রাউন হোটেলে চলিয়া আসিলেন। যথাসময়ে এঞ্জিন লইয়া ব্রাউন পাইনকার্ডে প্রস্থান করিলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা যথাসময়ে সকলে জানিতে পারিবেন। সেখানে যে প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিলেন তাহা সেই রাত্রেই দুর্ব্বৃত্তগণকে কয়েদ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পলায়নে—স্বাধীনতা

কারাগারের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আরনণ্ড স্মিথ তাহার বিচারের দিন গণনা করিতেছিল। কারণ দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

যেরূপ ষড়যন্ত্রে জড়ীভূত করিয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইবার তাহার কোন উপায়ই ছিল না। পিতা বৃদ্ধ, অর্থহীন। কেবল একমাত্র তাহার উপার্জ্জনেই সংসার চলিতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তবে কেমন করিয়া কি উপায়ে সে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে?

একমাত্র ভরসা বেলমণ্ট ব্রাউন। কিন্তু সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছে নাই। যদিও আরনণ্ড জানিত যে গোপনে ব্রাউন এই চুরির তদন্তে নিযুক্ত, তত্রাচ অনেকদিন আর কোন সংবাদ না পাইয়া সে তাঁহার সাহায্য আশায় হতাশ হইয়া এবং মুক্তির নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। কোন ক্রমেই সে আপনার হৃদয়কে শান্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। উদ্বেলিত হৃদয়ে,

সে আপনার কারাগহ্বরে বিচরণ এবং পশ্চাদ্ধাবিত কুরঙ্গের ন্যায় অতি সামান্য শব্দে চমকিত হইতে লাগিল।

কারাগারের প্রান্তসীমায়, একটী নিভৃত কক্ষে, আরনণ্ড আবদ্ধ ছিল। সে দিকে প্রায়ই কেহ যাইত না। সাম্‌নে খানিকটা সাদা জায়গা, তার পর পাথরের উচ্চ প্রাচীর বাটীর চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে। দিনের বেলায়, সামান্য অপরাধীরা, সেই খালি জায়গায় বসিয়া পাথর ভাঙ্গিত, আরনণ্ড নিজের কক্ষে বসিয়া তাহাই দেখিয়া সময়াতিবাহিত করিত।

একদিন ঘটনাক্রমে, কারাগৃহের জানালার গরাদেতে আরনণ্ডের হাত পড়িল, বিস্ময়ের সহিত সে দেখিল, জানালার সমস্ত গরাদেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অল্প আয়াসেই তুলিয়া ফেলা যায়।

এতদিন পর্য্যন্ত গারদ হইতে পলাইবার কথা আরনণ্ডের মনে স্থান পায় নাই। সে জানিত আমি নির্দ্দোষী, পলাইলে তাহার অপরাধই সাব্যস্ত হইবে।

কিন্তু আজ তাহার মন চঞ্চল হইল, কারাগারের অন্ধকূপ হইতে প্রস্থান করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের নিমিত্ত সে অস্থির হইল। সন্ধ্যার পর যখন সমস্ত নিস্তব্ধ হইল, চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, সে তখন সে জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল, এবং কৌশলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চোখে পৃথিবী যেন কত বড় বোধ হইতে লাগিল, বাহিরের স্বাধীন বাতাসে তাহার মন প্রফুল্ল হইল, ভাবি বিপদের কথা ভুলিয়া গেল।

সেই রাত্রেই যতদূর সম্ভব সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিল। কারণ প্রভাতে তাহার পলায়ন বার্ত্তা যখন সকলে জানিতে

পারিবে, তখন তাহাকে ধরিবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটিবে। এ স্থান তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। এই স্থির করিয়া অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, অন্ধকার পথে সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূরে আসিয়াই দেখিল তাহার চিরবাঞ্ছিত, বাল্যক্রীড়াভূমি নিজ গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে তাহার শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতা মাতা তাহার বিরহে কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন।

তাঁহাদিগকে একবার দেখা দিয়া সান্ত্বনা করিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনায় সে তাহার বাটী যাইবার পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু ২।৪ পদ যাইতে না যাইতে তাহার চারিদিকে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইল, এবং বিস্ময়ের সহিত দেখিল, উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া একদল পুলিশের লোক অগ্রসর হইতেছে, সে তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে পড়িয়াছে।

পুলিশের লোক দেখিয়া আরনণ্ড হতাশ হইল, তাহার হৃদয়ের ভিতর কে যেন সিসা গালিয়া ঢালিয়া দিল। কিন্তু সেই সময়ে তাহাদের দলপতি কি হুকুম করিল, সকলেই নিঃস্তব্ধ হইয়া একস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে একজন একটা আলো লইয়া, আরনণ্ডের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আরনণ্ড দেখিল, আগমনকারী—বেলমণ্ট ব্রাউন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শূন্য-পিঞ্জর

রাত্র দুই প্রহরের সময়, ছদ্মবেশী চারিজন লোক মরগ্যান নিকেতনে প্রবেশ করিয়া দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিল। ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আগন্তুকের মধ্যে একজন তাহার হাতে একখানি কাগজ দিল, ভৃত্য সেখানা লইয়া প্রস্থান করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া

আসিল, সকলকে ভিতরে লইয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে মরগ্যান ও এলিশন বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল। ভৃত্য আগন্তুকগণকে লইয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদের সমাদর করিবার জন্য মরগ্যান নিজে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পা ঠিক রাখিতে পারিল না। তবু টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মরগ্যান বলিল—হিক্ ! তোমরা কেমন আছ হে ? সকলেই এয়েচ তো ? আঃ ! এই যে মানুক তুমি ! আরে ওদিকে কেও ? ঐ যে ডোভার লুক ! হিক্ ! তোমাদের দেখে বড় খুসী হলাম হে, বসো বসো। আজ তোমাদের জন্য বড় ভাল জিনিষ এনেছি, খেয়ে দেখ সত্যি—কি মিথ্যা।

মরগ্যান আর দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিজে নিজে আসনে উপবেশন করিল। একটু পরে মরগ্যান বলিল—হিক্ ! মানুক, তোমাদের সব কাজ ঠিক তো ?

মানুক বলিল—কার্ডের কথা ? হ্যাঁ সব ঠিক।

ভাল। সব থলেই পেয়েছ তো ? "হ্যাঁ, সমস্তই পেয়েছি।"

"হ্যাঁ—হা—হা !"--উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—এই চুরি ধর্ত্তে, তাদের মাথা ঘুরে যাবে। প্রত্যেক পত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডাকঘরের মোহর মারা। যদি পোষ্টাফিসকে সন্দেহ করে, তবে একদিনে রাজ্যের যত ডাকঘর সব চোর বদনামে ধরা পড়্‌বে।

টেবিলের উপর একটু অবনত হইয়া, মরগ্যানের মুখের দিকে চাহিয়া মানুক জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু মরগ্যান, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তোমার প্রতি ত কোন সন্দেহ কর্ব্বে না ? খুব সাবধানের সহিত এ কাজ তুমি কচ্ছো তো ? দেখো, তুমি একটু অসাবধান হলে—আমরা সকলেই মারা যাবো।

আরে না না !—তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মরগ্যান উত্তর করিল—

"তা তারা কর্ব্বে না। এতদিন আমি তাদের চাকুরী কচ্ছি, আমার উপর তাদের একটু বিশ্বাস আছে। কিন্তু—হ্যাঁ একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। কেবল একজন আমাদের এ কথা জানে। যে কোন উপায়ে হোক, সে আমাদের ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্ব্বে।"

এই কথায়, মান্নুক এত ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিল যে, সে তাহার আসন হইতে পড়িয়া গেল। উঠিতে উঠিতে ত্রাস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কে সে? তুমি তাকে চেন? বল, শীগগির তাকে সরিয়ে দেওয়া যাক।"

"নিশ্চয়—নিশ্চয় তাকে সরাতে হবে। সে বেলমণ্ট ব্রাউন—ডাক চুরির গোয়েন্দা।

মান্নুক লাফাইয়া উঠিল এবং ভীতনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। পরে বলিল—"বেলমণ্ট ব্রাউন! আমি তার সংস্পর্শে যেতে ইচ্ছা করি নে। সে একবার আমার জেলে পাঠিয়েছিল, অনেক কষ্টে দু'বচ্ছরের পর তবে আমি সেখান থেকে পালিয়েছি। আমার সেই? সে কি এ সব জান্‌তে পেরেছে।"

"হাঁ, সে সব জানে।"

"তবে সব ফুরিয়ে গেল। তাকে মেরে ফেল্‌তে না পার্‌লে আর কোন উপায় নেই।"

এলিশন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কোন কথা কহে নাই। এই বার মান্নুকের কথার উত্তরে, সে গম্ভীরভাবে বলিল—"তাই হবে। আমরা আজ থেকেই তার সন্ধানে রইলুম, যত দিন না তাকে মেরে ফেলা যায় ততদিন আমরা নিবৃত্ত হব না। এই কথা সকলে প্রতিজ্ঞা কর।"

এইবাক্যে সকলেই শপথ গ্রহণ করিল, সে কথা মিটিয়া গেল।

মরগ্যান বলিল—“এই জন্যই আজ রাত্রে তোমাদের এখানে আস্‌তে বলিচি। এ কাজ সত্বর দরকার।”

মান্নুক বলিল—“চল আজ থেকেই তার সন্ধান করিগে, এখনি বেরুই চল।”

“না, আজ না। আজ আমাদের আর একটা কাজ সমাধা কর্ত্তে হবে।”

“হাঁ, ভাল কথা!” মান্নুকের দিকে চাহিয়া এলিশন বলিল—“যাকে আন্‌তে বলেছিলুম, তুমি তাকে সঙ্গে করে এনেছ?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, এনেছি বৈকি।” ব্যস্ততার সহিত চতুর্থ ব্যক্তিকে সম্মুখে আনিয়া মান্নুক বলিল—এই যে তিনি। আমি এই ভদ্রলোকটিকে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে দিচ্ছি। ইনি পূর্ব্বে একজন পাদরি ছিলেন, পরে লোকের সঙ্গে বনিবনোয়া না হওয়াতে সে কাজ ইনি ছেড়ে দিয়েছেন। নানা জনে নানা কথা বলে ইনি কারু সঙ্গে মেশেন না। কিন্তু আমার অনুরোধে দয়া করে ইনি—ইবেন জার ইভাণ এঁর নাম—আজ আমাদের বন্ধু ও হিতৈষী—মিঃ মরগ্যানের বিবাহ কাজ সমাধা কত্তে এয়েছেন।

মান্নুক বক্তৃতা করিয়া, পাদ্রিকে সম্মুখে দাঁড় করাইল। সকলেই আহ্লাদসহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। সকলেই তখন বেশ মাতাল হইয়াছে।

টলিতে টলিতে গৃহকথা উঠিল এবং পাদ্রি ইভাণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল—“হিক্!—মিঃ ইবেনজার ইভাণ,—বড় খুসি হলুম; —হিক্!—আমার বাড়ী পদার্পণে আপনি—হিক্!—আপনার কাজ শেষ করুন, আমি আপনাকে মোটা বক্‌শিস দেবো। আমি—হিক্—হাজার টাকা দেবো—হিক্—আপনাকে।—শুনলেন মশায়?”

"আঃ! আপনাদের কথা শুনে বড় বাধিত হলুম। আপনি যদি কিছু নাও দেন আমাকে—বুঝলেন কি না—আমি অমনই আপনার কাজ—বুঝলেন কি না—সম্পন্ন করে দিতুম। আমি তেমন লোক নই—বুঝলেন।"

কিন্তু—হিক্—ধরুন, "যদি মেয়েটা অসম্মত থাকে?"

"আঃ"।—দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে পাদরি উত্তর করিল—"সে জন্যে—বুঝলেন—আপনি ভাব্‌বেন না কিছু। অমন ঢের হয়ে থাকে।—বুঝলেন। আমার কাজ আমি কর্ব্বো বুঝলেন মতামতে আমার কিছু দরকার নেই। আসবার আগেই আমি সব শুনেছি—বুঝ্‌লেন।"

আহ্লাদের সহিত সুরোন্মত্ত পশু বলিয়া উঠিল, আপনিই কাজের লোক। তবে—হিক্—আর দেরী কেন এলিশন,—নিয়ে এসো তাকে।

এলিশন দেখিল মরগ্যান ক্রমেই বেহুঁস হইয়া পড়িতেছে, এই সময় তার কার্য্যোদ্ধার করা বিশেষ প্রয়োজন। সে এই উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলে এখান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহার কার্য্য শেষ হয়। আর একদিনও বিলম্ব করিতে তাহার সাহস হয় না, কারণ কখন কোন বিপদ আসিয়া পড়িবে, তার সমস্ত মতলব নষ্ট হইয়া যাইবে। এলিশন ধূর্ত্ত শৃগাল বিশেষ। মরগ্যানের কি সাধ্য তাহার অন্তরে প্রবেশ করে। তাহার এত দোষ সত্ত্বেও রোজাকে বিবাহ দিবার জন্যে, কেন তার এত আগ্রহ মরগ্যান তাহা অনুভব করিতে পারে নাই।

রোজাকে আনিতে, এলিশন তখনই প্রস্থান করিল। ঘরে সকলেই মাতাল, পাদরি সাহেব শুদ্ধ, কেবল এলিশন মাতাল হয় নাই।

মরগ্যানের বারম্বার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুরোহিত মহাশয় সুরাপান করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই উপস্থিত সকলেই মাতাল

হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে পাদরি ইভাণ, শোফায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মানুক,—তখন তার একটু জ্ঞান ছিল—তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল—"আরে উঠে বসো, শুয়োনা—শোবার সময় এখন নয়। এখুনি একটা উৎসব তোমায় সমাধা কর্ত্তে হবে, তা ভুলে গেলে বুঝি? কই এলিশনের এত দেরী হচ্ছে কেন?"

মানুকের এই কথায় মরগ্যানের যেন চমক ভাঙ্গিল। সেও যেন বুঝিতে পারিল, বাস্তবিক এলিশনের অনেক বিলম্ব হইয়াছে। সে বলিল—"হিক্,—সত্যিই তো তার বড় দেরী হচ্ছে। আপনারা যদি কেউ এগিয়ে দেখেন—হিক্—তার এত দেরীর কারণ কি।"

আগত দস্যুগণ, একটু নেশা হইতেই মদ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। মরগ্যানের এই কথায় তাহাদের মধ্যে একজন তত্ত্ব জানিবার জন্যে উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় বাহিরে একটা গোলযোগ শুনিয়া, ভয়ে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তে উত্তেজিত অবস্থায় এলিশন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"নেই—নেই—মরগ্যান—পাখী আবার পালিয়েছে। কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে এখান থাকে। যে উপায়ে হোক, সে আবার পালিয়ে গেছে।"

এলিশনের এই আশ্চর্য্য সংবাদ শুনিয়া গৃহস্থিত সকলের যে কি ভাব হইল, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা দুষ্কর। উত্তেজিত অবস্থায়, মরগ্যান গৃহ হইতে বাহির হইল, সকলেই তাহার অনুসরণ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অনুসরণ

ব্রাউনকে সম্মুখে দেখিয়া আরনণ্ড ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেলমণ্টও তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। পাইনকার্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ব্রাউন, সেখানকার পুলিশের কর্ত্তার সহিত দেখা করিলেন এবং তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া একদল পাহারাওয়ালা তাহার কর্ত্তৃত্বে দিবার কথা বলিলেন।

সহরের প্রান্তভাগ দিয়া, অন্ধকারে গা ঢাকিয়া তিনি তাঁহার দল লইয়া, মরগ্যানের বাড়ী পাহারা দিতে অগ্রসর হইলেন।

তিনি জানিতেন মরগ্যান ও এলিশন উভয়েই এখন বাড়ীতে আছে। তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার জন্যে তিনি সেইখানে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার সে মতলব সিদ্ধি হয় নাই।

পাইনকার্ডে গিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে এদের সঙ্গে আরও লোক আছে। তাহাদেরও ধরিবার জন্য তিনি উদ্যোগ করিলেন।

তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, এই চোরাই মালের বখরা করিবার জন্য, দস্যুরা একস্থান সমবেত হইবে। সে স্থান মরগ্যানের বাড়ী এবং আজ রাত্রেই সে কাজ সমাধা হইবে। তাই তিনি দলবল লইয়া সেই বাড়ীর চারিদিকে থাকিয়া পাহারা দিবেন। যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তিনি অনায়াসে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া এ কাজের শেষ করিবেন।

কিন্তু দস্যুরা যখন ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাউন তাহাদের দেখিতে পান নাই। যখন তাহারা তাঁহার মুঠোর ভিতর

অবস্থিতি করিতেছিল, তিনি তখন তাহাদের আশায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই কারণেই আজ তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শত্রুরা পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল।

যখন তিনি সেই ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অনুচরের মধ্যে একজন দেখিল, কে একজন লোক অন্ধকারে গা-ঢাকিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে তখনই সঙ্কেতসূচক শব্দ করিল এবং অনতিবিলম্বে ব্রাউন ও আরও ২।৩ জন সেইখানে উপস্থিত হইয়া আলো দ্বারা দেখিলেন, উপস্থিত ব্যক্তি—আরনণ্ড স্মিথ।

যে কারাগারে আছে বলিয়া জানিতেন, হঠাৎ তাহাকে এমন সময় সেইখানে দেখিয়া, ব্রাউন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, আরনণ্ডও তদ্রূপ।

বিস্ময়ের সহিত ব্রাউন বলিলেন—"তুমি! তুমি এখানে এলে কি করে?" -

আরনণ্ড প্রথমে ব্রাউনের দিকে চাহিল, পরে উপস্থিত সকলকে দেখিল, দেখিল কেহই পরিচিত নহে। তখন আশ্বস্ত হইয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—হ্যাঁ আমি। কিন্তু আপনি এখানে কি কর্চ্ছেন? আপনাকে দেখবার জন্য আমি বড় উৎসুক।"

আশ্চর্য্য হইয়া ব্রাউন বলিলেন—"এখানে তোমার কি কাজ? আমি জানি তুমি।—

"চুপ করুন।"—ব্রাউনের দিকে চাহিয়া ইসারা করিয়া আরনণ্ড বলিল—"একটু আড়ালে আসুন, আমি আপনাকে সব কথা বল্‌ছি।

ব্রাউন তাঁহার সঙ্গীদিগকে সেইখানে দাঁড়াইতে বলিয়া আরনণ্ডের সহিত একটু দূরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল শুনি কি তোমার কথা?"

কাতরভাবে হাত যোড় করিয়া আরনণ্ড বলিল, "আপনি আমার অবস্থা জানেন? আমাকে গারদে থাকৃতে আপনি দেখে গেছ্‌লেন।

কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি চোর নই,—আমি নির্দ্দোষী। ওঃ! সেই বিষাক্ত গৃহে যে কষ্ট, মনের যে যাতনা আমি সহ্য করেছি, তা আপনাকে আমি কি বল্‌বো। আপনি মহানুভব, নির্দ্দোষী আমি আমার অন্তরের বেদনা আপনি বুঝে নেন।"

ব্রাউন বলিলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি তোমায় অপরাধী বলে জ্ঞান করিনি। আমি জানি এবং এখনি তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্ত্তে পারি।

"পারেন আপনি।"—উৎসাহিতস্বরে, ব্রাউনের দুখানি হাত ধরিয়া আরনণ্ড বলিল—"ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন—আপনি দীর্ঘজীবি হ'ন। তা হ'লে আপনি আমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ কর্ত্তে পারেন?"

"হ্যাঁ আমি তা পারি। কিন্তু তুমি বেরিয়ে এলে কি করে? তাই আমি শুন্‌তে চাই।"

ভয়-চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, কাতরভাবে আরনণ্ড বলিল—"এইমাত্র আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।" গম্ভীরভাবে ব্রাউন বলিলেন—"তোমার সেইখানেই থাকা উচিত ছিল। খুব ভাল প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি, যাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি তোমায় কারামুক্ত কর্ত্তে পারতুম। যে ক'দিন তা না পারি, সেই ক'দিনের জন্যে তোমাকে আবার সেখানে রেখে আসা আমার কর্ত্তব্য।"

ভীতভাবে আরনণ্ড বলিল—"আপনি যখন জানেন আমি নিরপরাধ তখন আবার সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার দরকার কি?

"আমি জানি সত্য, কিন্তু আইনে তা বলে না। যাই হোক, তুমি ভীত হয়ো না, সত্যিই তোমাকে আবার সেখানে আমি নিয়ে যাব না। তবে তুমি খুব সাবধানে থেক, কেউ যেন তোমায় দেখ্‌তে না পায়। এদের মধ্যে তোমাকে কেউ চেনে?"

"না"।

"ভালই হয়েছে। এখন তুমি এক কাজ কর, এমন জায়গায় তুমি লুকিয়ে থাক্‌বে, কেউ যেন তোমার সন্ধান না পায়। আমার সঙ্গে দেখার কথা, কারু কাছে প্রকাশ করো না। আমাকে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়ে তুমি বাইরে বেরিও না।"

"শত শত ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার এ অনুগ্রহ আমি জীবনে কখন ভুলবো না। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি বল্‌বেন কি ?"

"কি কথা ?"

"আপনি বল্লেন প্রকৃত চোরের সন্ধান পেয়েছেন। কে সে ?"

"মরগ্যান আর তার সঙ্গী এলিশন।"

"তা হ'লে চুরিটা ডাকঘরে হয় না ?"

"না। ডাকগাড়ীতে নয়। যাও তুমি, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। বিপদ ঘটতে বিলম্ব হয় না। খুব সতর্ক থেকো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কর্ব্বেন।"

ব্রাউনকে নমস্কার করিয়া, আরনণ্ড প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ব্রাউন নিজের কাজে ফিরিয়া আসিলেন।

একটু পরেই মরগ্যানের বাটীর ভিতর হইতে উচ্চ চীৎকারধ্বনি, ক্রন্দন এবং মস্ত একটা গোলমাল ব্রাউন শুনিতে পাইলেন।

তাহার পরেই আলোক হস্তে কতকগুলো লোক, ভিতর হইতে বাহিরের গাড়ী-বারাণ্ডায় আসিয়া জমায়েত হইল।

গোলযোগের কারণ, ব্রাউন কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না, কিন্তু লোক দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে তাঁহার সঙ্গী-

দিগকে অনুমতি দিলেন। যাহারা বাহিরে আসিয়াছিল তাহারা পূর্ব্ব বর্ণিত দস্যুদল, এলিশন তাহাদের সঙ্গে করিয়া পলায়িতা রোজাকে খুঁজিবার জন্যে বাহির হইয়াছিল।

যাহারা দুষ্ক্রিয়ায় রত তাহারা সর্ব্বদাই সাবধান ও সতর্ক থাকে। পথের চারিধারে না দেখিয়া, তাহারা পা বাড়ায় না। বাহিরে আসিয়াই মানুক একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া পুলিসের নীলকোর্ত্তা দেখিতে পাইল এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।—"চিল পড়েছে—ভাই সব—মেলা চিল। এবং দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, হাতের আলো নিভাইয়া দিয়া তাহাদের গতির বিপরীত দিকে পলায়ন করিল, এলিশনও সেই সঙ্গে ছুটিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া, তাহাদের ধরিবার জন্যে, পুলিসের লোক ও ব্রাউন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দস্যুগণ বাগান পার হইয়া মাঠে পড়িল এবং মাঠ দিয়া হডশন নদীর দিকে ছুটিতে লাগিল। পুলিশও তাহাদের অনুসরণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দয়ালু রমণী

রোজা আবার পূর্ব্ব গৃহে বন্দিনী। যতদিন না সে মরগ্যানকে বিবাহ করিবে, ততদিন তাহাকে এইরূপ বন্দিনী দশায় থাকিতে হইবে। কিন্তু মরগ্যানকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে রোজা মৃত্যুপ্রার্থী। পলায়নের সকল পথ বন্ধ, ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়।

যে রমণী তাহার পরিচর্য্যা করিত, তাহার কথাবার্ত্তায় ভাবগতিতে রোজা বুঝিয়াছিল সে নেহাৎ মন্দ লোক নয়। তার কাছে কাঁদাকাটা করিলে তার কি দয়া হবে না? কিম্বা তার গায় যে গহনা আছে, তাহা, লইয়া, এ নরক হইতে তাহাকে উদ্ধার করে না কি?

একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে রোজার ইচ্ছা হইল। একটু পরেই পরিচারিকা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাহার কোন প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

পরিচারিকা নিগ্রোজাতিয়া, তাহার রঙ অত্যন্ত কাল বলিয়া তাহাকে সকলে কালি বলিয়া ডাকিত। তাহার বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর। রোজা তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল এবং বলিল—"এস কালি, তুমি আমার কাছে বসো। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

বিস্ময়ের সহিত কালি তাহার মুখের দিকে চাহিল। রোজা দেখিল তাহার মুখে করুণামাখা, নয়ন স্নেহশূন্য নয়।

কালি পূর্ব্বে যেখানে কাজ করিত, সেখানে ঠিক রোজার মতন একটি মেয়েকে সে মানুষ করিয়াছিল। রোজাকে দেখিলেই, তার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়িত, সেই বালিকার জন্যে তার প্রাণ কাঁদিত, রোজাকে দেখিয়া সে দুঃখ বিস্মরণ হইত। তাই রোজাকে সে ভালবাসিত, এবং সর্ব্বদাই স্নেহচক্ষে দেখিত।

রোজার বন্দিনী অবস্থা সে জানিত, তার জন্যে সে দুঃখিত, কিন্তু মনিবের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিত না।

অতি কাতরভাবে রোজা বলিল—"কালি, তুমিও কি এদের মত কঠিন হৃদয়া? আমার এই বন্দিনী দশা দেখে, তোমার আমার উপর কি দয়া হয় না?"

রোজার কথা শুনিয়া সে একটু ইতস্ততঃ করিল, একটু ভাবিল

তারপর বলিল—"হ্যাঁ মিসেস, তোমার এ অবস্থা দেখে আমার বড় দুঃখু হয়। জানিনা কেন মিঃ মরগ্যান তোমাকে কয়েদ করে রেখেছে।"

নতজানু হইয়া করজোড়ে রোজা বলিল—"জাননা কি কালি, এরা কেন আমায় কয়েদ করেছে? মরগ্যান আমায় বিয়ে কর্ত্তে চায়, কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে তারা আমার বিয়ে দেবে। দুর্ব্বল রমণী আমি, জগতে আমার কেউ নেই, এ দুরাত্মাদের হাত থেকে উদ্ধার কর্ব্বার কেউ নেই কালি—আমার কেউ নেই। হয় মৃত্যু, না হয় পালান, তা ভিন্ন এদের হাতে আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর কালি, ভগবান্ তোমার ভাল কর্ব্বেন। আমার কিছু নেই যে তোমাকে দেই, কেবল এই হারছড়াটি আছে, তোমায় দিলাম, তুমি আমায় এ নরক থেকে উদ্ধার কর, আমার জীবন রক্ষা কর।"

"কিন্তু তুমি যাবে কোথায়?"

"ভগবান্ তার উপায় করে দিবেন। কেবল তুমি এ বিপদে আমায় উদ্ধার করে দেও, তারপর যেখানে হয় আমি আশ্রয় খুঁজে নেবো। তোমার এ উপকার আমি জীবনে বিস্মরণ হব না। বালিকা আমি—আমার প্রতি দয়া কর।"

রোজার কাতরতা দেখিয়া কালি স্বীকৃতা হইল এবং যে দিন মরগ্যানের সহিত, এলিশন তাহার বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিল, সেইদিন রাত্রে, এলিশন যখন রোজাকে আনিতে গেল, তাহার একটু পূর্ব্বে পশ্চাতের দরজা দিয়া কালি তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিল।

রোজাকে ঘরে না দেখিয়া এলিশন আসিয়া সংবাদ দিলে বাটীর মধ্যে যখন খুব গোলমাল হইল তখনও রোজা সেই বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। গোলমাল শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল তার পলায়নের

কথা প্রকাশ হইয়াছে, এখনি তাকে ধরিবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটিবে। সে তখন ভয়ে ভীতা হইয়া পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় সেই অন্ধকারে ছুটিতে লাগিল।

তারপর পুলিশের লোক দেখিয়া, মানুক প্রভৃতি দস্যুগণ তখন পলাইল এবং তাহাদের পশ্চাৎ পুলিশের লোক ছুটিল। তাহারাও, (যে পথে রোজা গিয়াছিল) সেই পথেই দৌড়াইতে লাগিল। তাহাদের পদশব্দ রোজা শুনিতে পাইল এবং তাহারই অনুসরণকারী ভাবিয়া পশ্চাদ্ধাবিত কুরঙ্গিণী ন্যায়, তাহার দেহে যত ক্ষমতা—সে ছুটিতে লাগিল।

ক্রমে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু পুনরায় ধরা পড়িবার ভয়ে সে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

সে অন্ধকার রজনীতে মাঠের উপর দিয়া উন্মত্ত বৃষের ন্যায় দস্যুগণ ছুটিতেছিল, পশ্চাতে স্বদলে বেলমণ্ট ব্রাউন তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। বেলমণ্ট ভাবিলেন, এইবার নিশ্চয়ই দস্যুগণ ধরা পড়িবে, কারণ সম্মুখে নদী পশ্চাতে তাহার দলের লোক, তাহাদের পলায়নের সকল পথ বন্ধ। কিন্তু নদীতীরে আসিয়া তাহার সে ভ্রম দুর হইল, সেখানে পৌঁছিয়া তিনি দস্যুদলের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না। সেইখানে একজন আইরিস্ ধীবর বাস করিত, অনুসন্ধানে ব্রাউন জানিতে পারিলেন, তাহার নৌকা লইয়া দস্যুগণ পলায়ন করিয়াছে।

ব্রাউন নিদ্রিত ধীবরকে উঠাইলেন এবং তার আর নৌকা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমে সে অস্বীকার করিল, কিন্তু পুলিশের লোক জানিতে পারিয়া তাহার অপর নৌকা আনিয়া দিল।

নৌকাখানি ছোট, ৪।৫ জনের অধিক লোক তাহাতে উঠিতে পারিল

না। ব্রাউন ও অপর চার ব্যক্তি তাহাতে উঠিলেন এবং অপর সকলকে ডেঙ্গাপথে, নদীর ধারে ধারে যাইতে বলিলেন। ব্রাউন নৌকা ভাসাইয়া দিলেন।

অনেক দূর আসিয়া ব্রাউন দস্যুপরিত্যক্ত নৌকা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আরোহীদের কোন উদ্দেশ্য পাইলেন না।

সেইখানে তাঁহারা অবতরণ করিলেন, দেখিলেন সম্মুখে নিবিড় জঙ্গল, দস্যুগণের সন্ধানার্থ তাঁহারা সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন।

তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ আসিলে, সেই জঙ্গলের ভিতর একখানি ঘর দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই গৃহের নিকট আসিয়া দেখিলেন গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, দরজার ফাঁক দিয়া তিনি উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিলেন,—তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ডাকচুরির সমস্ত দস্যুই সেইখানে উপস্থিত—এলিশনও তাহাদের সঙ্গী। বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় সঙ্কেতে তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিবার মানসে, তিনি যেমন পশ্চাৎ ফিরিবেন, অমনি কার প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়

ছুটিতে ছুটিতে রোজা পড়িয়া গেল, অনেকক্ষণ সে উঠিতে পারিল না। উঠিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। সে ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই সে ধরা পড়িবে। বালিকা কাঁদিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ সে সেইখানে বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহ তাহাকে ধরিতে আসিল না। কিম্বা অপর কাহার পদশব্দ সে আর শুনিতে পাইল না। বিস্মিতা হইয়া রোজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কোন দিকে জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই।

রোজা উঠিল, ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া, সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। মাঠ পার হইয়া সে রাস্তায় উপস্থিত হইল, সে রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত হইল, রোজা তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত আর এক পা সে চলিতে পারিতেছিল না। রাস্তার পাশে একটা বনের আড়ালে, বিশ্রামের জন্যে সে শুইয়া পড়িল এবং অচিরে নিদ্রিতা হইল। অনেকক্ষণ পরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। রাত্রের নিদারুণ কষ্টে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সে আস্তে আস্তে নিকটবর্ত্তী একটা ঝরণার নিকট যাইয়া স্নান করিল এবং অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

স্নানান্তে তাহার শরীর একটু সুস্থ বোধ হইল, একটা গাছের ছাওয়ায় বসিয়া, সে কোথায় যাইব, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

একটু পরেই একজন কৃষক, একখানা খালি মালগাড়ী লইয়া সেই পথে আসিল। রোজাকে একাকিনী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিতে দেখিয়া কৃষক তাহাকে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অনুমানে সহাস্য সম্ভ্রম-সূচকস্বরে বলিল— "আপনি কি স্কুলে যাবেন মিস্? যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আসুন আমার গাড়ীতে, নইলে রৌদ্রে আপনার বড় কষ্ট হবে।"

রোজা সঙ্কুচিতচিত্তে তাহার বদনপানে চাহিল,কিন্তু তাহাতে কুটিলতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। পল্লীবাসী কৃষকের সরল প্রাণের উজ্জ্বল আভা, তাহার বদনে প্রতিফলিত। ক্লান্ত রোজা বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী চলিতে লাগিল। কৃষক বলিল—"আপনার ন্যায় অনেককেই প্রায়ই আমি আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেই। ছেলেরা তাতে কত খুসী হয়।"

রোজা সে কথায় কোন উত্তর দিল না। কৃষকও আর কোন কথা না বলিয়া, আপন মনে গাড়ী চালাইতে লাগিল। কৃষক রোজাকে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু রোজা ভাবিল, যখন তাহার প্রকৃত পরিচয় সে জানিতে পারিবে, তখন সে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে। সেই চিন্তায় তাহার অন্তর আকুল হইতে লাগিল।

রোজার চিন্তান্বিত এবং সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া কৃষক বলিল—"আর বছরের মত, এবারেও কি আপনাদের স্কুলে অনেক ছেলে হয়েছে?

ভয়ে ভয়ে রাজা বলিল—"আপনার ভুল হয়েছে—আমি স্কুলের মাষ্টার নই।"

বিস্মিতভাবে কৃষক জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আপনি কে? আমি কিন্তু তাই ভেবেছিলাম।"

সেরূপ ভাবেই রোজা উত্তর করিল—"না মশায়, আমি তা নই। আমি নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাচ্ছিলুম।"

"কোথা থেকে আস্‌চেন?"

রোজা নিরুত্তর। কি পরিচয় সে দেবে? সকল কথা খুলিয়া বলিলে কৃষক কি তাহা বিশ্বাস করিবে। এই অনাথা বন্ধু-বান্ধবহীনা, দুর্বৃত্তপীড়িতা বালিকার প্রতি কি তার দয়া হইবে না? মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি বড় দুঃখিনী, আমার কেউ নেই। আপনি কি দয়া করে, এই অনাথিনীকে সাহায্য কর্ব্বেন?"

কৃষক নীরব। নীরবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে রোজার অশ্রু-প্লাবিত-বদনের পানে চাহিয়া রহিল।

কৃষকের নাম টমাস ডিনামোর। কৃষিকর্ম্ম তাহার ব্যবসা। চাষা হইলেও তাহার হৃদয় কঠিন নয়, দয়াদাক্ষিণ্যে তার হৃদয় পরিপূর্ণ। রোজার চক্ষে জল দেখিয়া, তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিল, সে সান্ত্বনা-সূচকস্বরে বলিল—"আপনার কথায় আমি বড় দুঃখিত হলুম। বুঝ্‌তে পাচ্ছি আপনি বিপদগ্রস্তা, যদি আমার দ্বারা আপনার কিছু উপকার হয় বিবেচনা করেন, আমি আহ্লাদের সহিত তাতে স্বীকৃত আছি।"

রোজা অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহার দিকে চাহিল, মুখ দেখিয়া তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারিল। তখন করযোড়ে তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত—একে একে পরিচয় দিল। তাহার কথা, টমাস সমস্ত বিশ্বাস করিল। ঘৃণায়, রোষে সে জ্বলিয়া উঠিল, এবং রোজাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"আর তোমার ভয় নাই। আমার জীবন থাক্‌তে সে কুকুরেরা তোমার কোন অপকার কর্ব্বে পার্ব্বে না। আমি তোমায়, মেয়ের মত যত্ন করে রাখবো, তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে রোজা বলিল—"ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন মিঃ ডিনামোর। অনাথিনী আমি—যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, এ উপকার বিস্মরণ হবে না।"

টমাস বলিল—"তুমি কোথায় যাবার জন্যে বেরিয়েছ?"

রোজা উত্তর করিল—"নির্দ্দিষ্ট স্থান আমার নেই। ইচ্ছা ছিল, নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়ে কোন একটা কারখানায় কাজ কর্ব্বো তুমি কি আমায় একটা কাজের যোগাড় করে দিতে পার্ব্বে না?"

টমাস বলিল—"কারখানায় কাজ! আচ্ছা পাড়াগাঁ তুমি কেমন বিবেচনা কর? সেখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয়?"

রোজা! "খুব হয়। আমি পাড়াগাঁ বড় ভালবাসি। সবুজ মাঠ, গাছপালা, পাড়াগাঁয়ে থাকতে পেলে, আমি সহরে যেতে চাই নে।"

টমাস। আচ্ছা তুমি এখন আমার বাড়ীতে চল, তারপর পরামর্শ করে, যা ভাল হয় করা যাবে। ঐ দেখ আমার বাড়ী, দোরে মেরি (তাহার পত্নী) আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তুমি ওকে চেননা আমি পরিচয় করে দেব এখন। আমার বাড়ীর চারিদিকে যত জায়গা দেখতে পাচ্ছো, সব আমার নিজের।"

গাড়ী আসিয়া ফটকের ধারে পৌছিল, রোজাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া টমাস তাহার স্ত্রীর কাণে কাণে রোজার পরিচয় দিয়া আসিল। বিনাবাক্যব্যয়ে মেরি আসিয়া রোজাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল এবং সস্নেহে মুখ-চুম্বন করিয়া কহিল—"চল মা, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখতে পাচ্ছি, আগে কিছু খাবে চল। তারপর তুমি সুস্থ হলে, তোমার পরিচয় শুনবো এখন।

এই বলিয়া তাহাকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কূপমধ্যে

গুরুতর আঘাতে বেলমণ্ট ব্রাউন ধরাশায়ী হইলেন। প্রায় সমস্ত দস্যুই কুঠির মধ্যে ছিল, কেবল তাহাদের মধ্যে একজন প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে ছিল। চুপি চুপি একটা লোককে উঁকি মারিতে দেখিয়া,

তাহার মনে সন্দেহ হয়, এবং অলক্ষ্যে আসিয়া লগুড়াঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করে। আঘাতকারী, দলের কর্ত্তা—মান্নুক। আঘাত ও পতন শব্দ গৃহের লোক শুনিতে পাইল, এবং মান্নুকের আহ্বানে সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল একটা লোক মৃতবৎ পড়িয়া আছে।

এলিশন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মান্নুক তুমি একে চেন? এ এখানে কি কচ্ছিল?

মান্নুক উত্তর করিল—"আমি একে চিনি নে। চুপি চুপি দোরের ফাঁক দিয়া উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল, আমার সন্দেহ হ'ল, এক লাঠিতে সাব্‌ড়ে দিলুম বস্।

এলিশন বলিল—"লোকটা যেন চেনা বলে বোধ হচ্ছে। একে আলোয় নিয়ে চল, আমি ভাল করে দেখি।"

অচৈতন্য ব্রাউনকে দুইজন দস্যু ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। আলোতে ব্রাউনের বদন দেখিয়া চমকিতভাবে এলিশন দশ পায় হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল। তাহার বদনে বিস্ময়ের এবং আনন্দের চিহ্ন। আহ্লাদিত হইয়া এলিশন বলিল—"মান্নুক, এই সেই শিকারী কুকুর,—এই সেই গোয়েন্দা বেলমণ্ট ব্রাউন। আবার আমরা একে হাতে পেয়েছি।"

এলিশনের কথায় সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, এবং বিস্মিত নয়নে সহায়হীন, সজ্ঞাহীন মৃতকল্প ব্রাউনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"মরেচে না বেঁচে আছে।"

তাহার কথায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এলিশন ব্রাউনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল জীবনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না, পরে বলিল—"হ্যাঁ মরে গেছে। মান্নুক তুমি সাংঘাতিক আঘাত করেছ। এক ঘায়েই সাবাড়।

বুক ফুলিয়ে মাম্বুক বলিল—"তা না'ত কি, আবার এসে উঁকি না মারে, সে একেবারেই বন্দ করে দিলুম।"

এলিশন বলিল—"এবং তাতেই আমরা নিরাপদ হলুম। আকাশের নীচেয়, কেবলমাত্র এই লোক আমাদের সমস্ত খবর জানে। এখন এ লাস কি কর্ব্বে।"

মাম্বুক বলিল—"নিকটেই একটা পাতকূয়ো আছে, তার মধ্যে একে গোর দেই গে চল।"

তখন সকলে ধরাধরি করিয়া, ব্রাউনকে পাতকুয়ার কাছে লইয়া গিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। এবং মাটীর চাঙ্গড় ও বড় বড় পাথর দিয়া তাহার অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া দিল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে, দস্যুদল সে স্থান ত্যাগ করিল। জঙ্গল পার হইয়া বড় রাস্তায় উঠিয়া এলিশন তাহার সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এখন আর আমরা এক সঙ্গে যাবো না, কি জানি যদি কারো মনে কোন সন্দেহ হয়। কিন্তু আমরা এখন নিশ্চিন্ত পুলিশের ভয় আর আমাদের নাই। নির্ব্বিঘ্নে আমরা ডাকের কাজ চালাতে পার্‌বো। কারণ বেলমণ্ট ব্রাউন ছাড়া এ বিষয় আর কেউ জানে না। তোমরা সব পাইনকার্ডে থাক্‌বে, প্রত্যেক মেলগাড়ীতে আমাদের দেখা পাবে। এখন তোমরা বাড়ী যাও, আমি একবার মণ্ট্রেজে যাবো, নমস্কার।

সকলে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রস্থান করিল। এলিশন বরাবর মরগ্যানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, মরগ্যানকে নিভৃতে লইয়া গত রজনীর সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া মরগ্যান বলিল—"তা হ'লে মহাশত্রু নিপাত হ'য়েছে।"

এলিশন বলিল—হ্যাঁ, আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।"

"এখন ডাকগাড়ীর কাজ সমান ভাবেই চল্‌বে, কেমন ?"

"হ্যাঁ, নির্ভাবনায়।"

"কিন্তু আমি এক বিষয়ে মনে কষ্ট পেয়েছি।"

"কিসের জন্যে ?"

"রোজার পালানতে। আমি প্রতিজ্ঞা করেচি তাকে বিয়ে কর্ব্বো—কর্ব্বোও তাই।"

"তাতে আমি খুব রাজী। কিন্তু আগে তাকে খুঁজে বার করা দরকার।"

নিশ্চয়ই! আচ্ছা তুমি কি বোধ কর, আমাদের ডাকগাড়ীর কাণ্ডের কথা রোজা কিছু জানে ?"

"সে জান্‌বে কেমন করে ?"

যদি সেই পাজি গোয়েন্দাটা কিছু বলে থাকে।"

"তা নয়, তবে আমার এক সন্দেহ হয়, বোধ করি আর একজন এ কথা জান্‌লে জান্‌তে পারে।"

"কে সে ?"

"আরনণ্ড স্মিথ।"

সেই কুকুরটা। তা সে যদি জানতো তা হ'লে মুক্ত হবার জন্যে, এতদিন সে প্রকাশ করে দিত।"

"সে মুক্ত হয়েছে। আজ সকালে আমি এ খবর শুনেচি।"

বিস্ময়ের সহিত মরগ্যান বলিল—"কেমন করে তা হবে ? এখন তার বিচার হয় নি, তবে কেমন করে সে খালাস পেলে ?"

এলিশন বলিল—"বিচারে সে খালাস হয় নি বটে, কিন্তু সে জেল থেকে পালিয়েছে।"

"সে পালিয়েছে ? কেমন করে পালালো ?

অতি সহজে। তার গারদ ঘরের জানালা ভেঙ্গে, পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় পড়ে,—সোজা লম্বা। কিন্তু ব্রাউন যদি কোন কথা তারে না বলে থাকে, তা হলে তাকে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।"

"ব্রাউন মরেছে এটা ঠিক ত ?"

"আমি নিজ হাতে তারে গোর দিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন আমাদের বিপদ কাটেনি।"

"যে সব পুলিশের লোক, গেল রাত্রে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিছলো, তারা আমাদের নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে।

ভীতভাবে মরগ্যান বলিল—"তা হ'লেও হতে পারে। তারা কি তোমায় চিন্‌তে পেরেছিল ?"

"না। তবে সকলেই আমরা এই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তা তারা দেখেছে। নিশ্চয় পুলিশের কেউ তদারক কর্ত্তে আস্‌বে এখন ?"

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মরগ্যান বলিল—"তবে কি হবে ?" আমরা পলাই চল এখান থেকে।"

ধমক দিয়া এলিশন বলিল—"থামো! অত কাপুরুষ হওনা তুমি আরনেষ্ট মরগ্যান! স্থির হয়ে বসো, আমি যা বলি শোন। আমি দেখ্‌ছি, যদি আমার সঙ্গে তুমি না মিশ্‌তে তবে এতদিন এত উন্নতি তোমার হত না। তুমি এত ভীরু কেন ?

তাড়া খাইয়া হতভম্বভাবে চেয়ারে বসিয়া মরগ্যান বলিল—"তা ঠিক, এলিশন তুমি যা বল্লে; তবে কি জানো—তুমি আমার চেয়ে বড়, আমি ছেলে মানুষ বইত নয়,—বিশেষ এ সব কাজে। এখন বল কি কর্ত্তে হবে ?"

"আমি যেমন বলি, যদি ঠিক সেই রকম তুমি কর্ত্তে পার, যদি ভেতরে না যাও, তা হ'লে তোমার উপর কোন ঝুকি আস্‌বে না।"

"কি সে কাজ ?"

"যখন তারা এখানে আস্‌বে, তুমি নির্ভয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের সমাদর করে নিয়ে আস্‌বে। ভয় পেওনা বা কোন ভাব দেখিও না, যাতে তাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় ? তাদের প্রত্যেক কথার উত্তর সরলভাবে দেবে। খানাতল্লাসি কর্ত্তে চাইলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার হবে। এমন কোন জিনিষ সাম্‌নে রাখ্‌বে না যাতে তাদের মনে কোন সন্দেহ হয়। গোলযোগের কথা একেবারেই তুমি অস্বীকার কর্ব্বে, বোল্‌বে আমি তার কিছুই জানিনে, বোধ হয় চুরির মতলবে তারা বাড়ী ঢুকেছিল, পুলিসের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু সে খবর আজ সকালে আমি জান্‌তে পেরেছি, রাত্রে ঘুমিয়েছিলাম কিছু টের পাইনি।"—তা হ'লেই দেখ্‌বে, সকল ঝোঁক আমাদের উপর থেকে কেটে যাবে।

তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুলিশের দারোগা সদল বলে মরগ্যান ভবনে উপস্থিত হইয়া,—তদারকে নিযুক্ত হইল। মরগ্যান এমনভাবে তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিল যে, সেই দিনকার সান্ধ্যকাগজে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ হইল।

"গত রজনীতে পুলিসের লোকেরা, যে সমস্ত লোকদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে মিঃ মরগ্যানের অথবা তাহার বাটীর কাহার যে কোনরূপ সংস্রব নাই, তাহা অদ্যকার তদারকে বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়াছে। সে সময় মিঃ মরগ্যান নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রের ঘটনার বিষয় তিনি জানেন না। প্রভাতে সদর দরজা খোলা দেখিয়া কোন দুষ্টলোক যে কোন দুরভিসন্ধিতে, বাটীতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল, সে কথা তিনি জানিতে পারেন। আর বেলমণ্ট ব্রাউন, আমাদের গভর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বাসী ও প্রিয় গোয়েন্দা, যিনি মরগ্যান

ভবনে খানাতল্লাসির জন্যে গিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, তাঁহার সাহায্যেই আরনণ্ড স্মিথ, জেল হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। কৌশলে পুলিশকর্ম্মচারিদের লইয়া গিয়া এবং তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়া, তিনি বিশেষ ধূর্ত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। উভয়কেই ধরিবার জন্য বিশেষ পারিতোষিকের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

বেলমণ্ট ব্রাউনকে কবর দিয়া উল্লাসিত মনে দস্যুগণ প্রস্থান করিল। জনমানব হীন নিবিড়জঙ্গলে, গভীর রাত্রে ব্রাউনের সমাধি হইল। ঈশ্বর জানেন—জীবিত কি মৃত।

কিন্তু ব্রাউনের মৃত্যু ভগবানের অভিপ্রেত নহে, দস্যুদলন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবার জন্যই তাহাকে পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বর রক্ষিত ব্রাউন—তাহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আরনণ্ডের পলায়নের অল্পক্ষণ পরেই পুলিশের লোকে দস্যুদিগকে তাড়া করিয়া আনে। আরনণ্ডের পশ্চাতেই দস্যুদল ছুটিয়াছিল। সে ভাবিল, বুঝি তাহাকেই ধরিবার জন্যেই লোক ছুটিতেছে, সে পুনরায় ধরা পড়িবার ভয়ে, প্রাণপণে সেই জঙ্গলে আসিয়া লুকাইল। জঙ্গলের অনতিদূরেই তার বাড়ী, কিন্তু সে বাড়ী যাইতে সাহস করিল না। কারণ পুলিশের লোক নিশ্চয়ই তার বাড়ীতে অনুসন্ধান করিবে। সেই জঙ্গল নিরাপদ ভাবিয়া, সেইখানেই সে আশ্রয় লইল।

কিছুক্ষণ পরে দস্যুগণ আসিয়া সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া আড্ডা গাড়িল। দূর হইতে সে তাহা দেখিল এবং তখন বুঝিতে পারিল যে এই দস্যুগণই তাড়া পাইয়া তাহার পশ্চাৎ ছুটিতেছিল। সে তখন একটু নির্ভয় হইয়া, তাহাদের কার্য্য দেখিতে লাগিল। তারপর ব্রাউনকে যেরূপভাবে হত্যা করিল, তাহাও সে দেখিতে পাইল, কিন্তু সাহায্য করিবার সাহস তাহার হইল না। সে একাকী, ৫।৭ জন নরঘাতী দস্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে না। অধিকন্তু নিজের জীবন নষ্ট হইবে সে নীরবে দাঁড়াইয়া দস্যুদিগের সমস্ত কার্য্যই দেখিল। ব্রাউনকে কবর দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়া গেলে আরনণ্ড সেই কূয়ায় নামিল,এবং ত্বরিত হস্তে পাথর এবং মাটী তুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় একঘণ্টা পরিশ্রমের পর, কূয়া পরিষ্কার হইল, কিন্তু ব্রাউন তখন অজ্ঞান। অতিকষ্টে এবং কৌশলে ব্রাউনের সংজ্ঞাহীন দেহ সে উপরে তুলিয়া ঘাসের উপর শুয়াইয়া দিল এবং দস্যুপরিত্যক্ত কুঠির হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে চোখে দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ শুশ্রুষার পর তাহার চৈতন্য হইল এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় আমি?" একটু পরে পুনরায় বলিলেন—"ওঃ আমার মনে হয়েছে, ঐ সেই দস্যু কুটির, দস্যুর আঘাতেই আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমায় কে মেরেছিল?"

আরনণ্ড বলিল—"বোধ হয় তাদেরই একজন।

ব্রাউন বলিলেন—"কিন্তু তারপর আমার আর কিছু মনে নাই। তারা আমায় কি করেছিল?

আরনণ্ড বলিল—"তারা আপনাকে মরা বলে, এই কূয়োর ভেতর ফেলে দিয়ে, পাথর ও মাটি দিয়ে কবর দিয়ে গিয়েছে। তারা চলে গেলে আমি আপনাকে উদ্ধার করেছি।"

"তুমি একলা আমায় উদ্ধার করেছ? কি বলে আমি তোমায় ধন্যবাদ দেবো? তোমার নাম কি?

"আমি আপনার অপরিচিত নই। আমি আরনগু।

"আরনগু!—তুমি? ধন্য ভগবান্! কিন্তু এত রাত্রে তুমি এ জঙ্গলে কেন?"

বাইরে ধরা পড়্‌বার ভয়ে আমি এই বনে এসে লুকিয়েছিলাম সব ঘটনাই আমি দেখেছি, কিন্তু একলা বলে আপনার সাহায্যে যেতে পারিনি।"

"আমার প্রাণরক্ষা কর্ব্বার জন্যেই ভগবান্ তোমাকে এখানে এনেছেন। শোন আরনগু, যদি বেঁচে থাকি, আমি তোমার এ উপকার কখন ভুল্‌বো না! ডাকাতগুলো,—তারা কোথায় গেল?

"তা বল্‌তে পারিনে। আপনাকে কুয়োয় ফেলে, যে যার চলে গেল?"

"এ রকম হবে তা আমি ভাবিনি। আচ্ছা আগে ভাল হই তারপর তাদের দেখ্‌বো।"

"নিকটেই আমাদের বাড়ী, আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাই চলুন। আপনি থাক্‌লে, আমার আর কোন ভয় থাক্‌বে না।"

ব্রাউন অতিকষ্টে আরনগুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সত্বর আরোগ্য হইবেন কিন্তু তাহা হইল না। প্রায় দেড় মাস কঠিন পীড়ায় তিনি শয্যাগত রহিলেন। যত্ন শুশ্রূষা এবং ডাক্তারের অতি বিচক্ষণতায় মৃত্যুমুখ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। তারপর একদিন নূতন পরিচ্ছদে, নূতন মানুষ সাজিয়া ব্রাউন পুনরায় স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আবার বন্দিনী

রোজাকে এলিশন অনেক খুজিল, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইল না। হতাশ হইয়া সে একদিন মরগ্যানকে বলিল—"শোন মরগ্যান, এত কাণ্ড করে আমাদের সমস্ত পথ পরিষ্কার কর্‌লাম, কিন্তু এক বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হতে পার্‌লাম না। রোজাকে খুজে পেলাম না।"

মরগ্যান বলিল—"নাইবা পেলাম, তাতেই বা ক্ষতি কি আমাদের সব আমাদের হয়েছে, বাড়ী বিষয় আর যা যা দরকার আমরা নিরাপদে সমস্তই ভোগ কচ্ছি। তবে একটা ছুঁড়ির জন্যে, আমাদের এত ভাবনার দরকার কি? তার মুখখানা ছাড়া আর ত আমি কিছু ভাল দেখি নি।"

"কেন তাকে এত দরকার বোল্‌বো তোমায়?—শোন তবে, কাছে এসো কাণে কাণে বলি। চেঁচিয়ে বল্‌বার কথা নয় সে—অতি গোপনীয়।"

মরগ্যান কাছে আসিল, এলিশন তার কাণে কাণে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার গোপন কথা বলিল। মরগ্যানের মুখখানা যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল।

এলিশন বলিল—"শুন্‌লে দোস্ত, কেন রোজাকে এত দরকার? যে ভীত গেড়েছি তার গোড়ার পত্তন ভাল চাই, নইলে একদিন উল্টে পড়ে যাবে।"

মরগ্যান বলিল—"নিশ্চয়—নিশ্চয়ই একদিন সে কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌বে। তার চেয়ে তাকে নিজের করে নেওয়াই ভাল। চাই তাকে এলিশন, হয় সে আমার হবে, নয় সে মর্‌বে। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

এই কথোপকথনের প্রায় একমাস পরে, একদিন সকাল বেলা যে বাড়ীতে রোজা ছিল, সেই পথ দিয়া মরগ্যান যাইতেছিল। রোজা তখন কি কাজের জন্তে বাহিরে রাস্তার ধারে আসিয়াছিল। ফিরিবার সময় দেখিল মরগ্যান তাহার সম্মুখে। দেখিবামাত্র উভয় উভয়কেই চিনিল। রোজা ভয়ে আড়ষ্ট, ভয়ে তার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল।

অকস্মাৎ রোজাকে দেখিয়া মরগ্যান আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটু পরেই যেন তার চমক ভাঙ্গিল, সে রোজাকে ধরিবার জন্তে ঘোড়া হইতে নামিবার চেষ্টা করিল। তাহার অভিসন্ধি রোজা বুঝিতে পারিল, এবং উচ্চ চীৎকার করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মেরির কোলে গিয়া আশ্রয় লইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, সেই বদমায়েসটা আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে। সে এই পথ দিয়ে গেল।"

তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মেরি বলিল—"তা আসুক, আমরা থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নেই। তারা কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

পত্নীর কথায় সায় দিয়া টমাস বলিল—"না, না, কোন ভয় নেই। লেঠিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেবো, যে আমার চৌকাট পার হবে। রোজা তুমি ভয় পেয়ো না।"

রোজার সন্ধান পাইয়া সানন্দচিত্তে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মরগ্যান বাড়ীতে পৌছিল। এবং উত্তেজিতভাবে এলিশনকে বলিল—"এলিশন! আমি আজ রোজাকে দেখ্‌তে পেয়েছি। এই কাছেই একটা চাষার বাড়ীতে আছে।"

এলিশন লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"আমাদের বরাত ভাল। চল এখনি যাই, তারে ধরে আনি গে।"

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই মরগ্যানের গাড়ী আসিয়া ডিনামোরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এবং দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিল।

মেরি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া দুজন অপরিচিতকে দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে উহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেরিকে দেখিয়া টুপী খুলিয়া সম্ভ্রমসূচকস্বরে এলিশন বলিল—"বোধ হয় আপনিই এ বাটির গৃহিণী?"

মেরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

এলিশন নিজের নামের কার্ড তাহার হাতে দিয়া বলিল—"আমি এবং আমার বন্ধু মরগ্যান একটা সামান্য কাজের জন্যে আপনাদের বাড়ী এসেছি।"

নাম পড়িয়া তাহারা কে এবং তাহাদের অভিপ্রায় কি, মেরি তাহা বুঝিতে পারিল। এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও একটা ছোট ঘরে তাহাদের বসিতে দিল।

মেরি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের কি দরকার?"

এলিশন বলিল—"কাজ অতি সামান্য। কথা এই কি জানেন, আমি এখানকার বাসেন্দা নই, বাড়ী আমাদের নিউইয়র্কে আমি সহরের মধ্যেই থাকি। সংসারে আমি একলা,—আপনি বুঝলেন? এক স্নেহের বস্তু ছাড়া, সংসারে আমার কেউ নেউ,—সকলেই আমাকে ফেলে চলে গেছে। ভগবানের কৃপায়—অভাব আমার কিছুরই নেই।—কিন্তু থেকেও সব বৃথা,—কারণ ভোগ কর্ব্বার কেউ নেই। কেবল একটা মেয়ে, যার স্নেহেতে জড়িয়ে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সকল যাতনা বুকে চেপে রেখে, কেবল তাকে সুখী কর্ব্বার জন্য নিয়ত চেষ্টা কচ্ছি—কিন্তু বুঝলেন—আমার কেমন দুর্ভাগ্য, সেই একমাত্র মেয়ে,—সে আমার মুখ চায় না। আমি তার পিতা—আমায় সে গ্রাহ্য করে না,

সে আপন ইচ্ছায় ঘুরে বেড়ায়। নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করে, ভিখারিণীর ন্যায় সে এর তার বাড়ী দাসীগিরি কচ্ছে। আপনাকে বোল্‌বো কি সকলি আমার কর্ম্মফল। তার মতিগতি দেখে আমার মনে হয়, বোধ হয় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

ধীর তীব্রস্বরে মেরি বলিল—“তার ভাব সেই রকমই বোধ হয় বটে, আমরা তাকে কোন একটা পাগলাগারদে দেবার পরামর্শই কচ্ছি।”

এলিশনের বোধ হ'ল, মেরির কথার শেষ ভাগটায় যেন তীব্রশ্লেষ মাখান। সে মেরির মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মুখ গম্ভীর, তাহাতে বাচালতার কোন চিহ্ন নাই। তাহার শুনিবার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া এবং তাহার কথায় গৃহকর্ত্রীর মন ভিজিয়াছে অনুমান করিয়া দুর্ব্বৃত্ত পুনরায় বলিতে লাগিল—“শুন্‌লেন আমার দুঃখের কথা? আমি প্রাণপণে তাকে সুখী কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু সে তার নিজের মতলবে চলে, আমার কথা শোনে না।”

মেরি বলিল—“তার বড় অন্যায় বটে, এত যত্ন সে উপেক্ষা কেন করে।”

“তাই সে করে। এই মাসখানেক হ'ল, সে বাড়ী থেকে পালিয়েছে। সেই জন্যেই আমি আপনার বাড়ীতে এসেছি। রোজা নামে একটি মেয়ে আপনার কাছে আছে না?”

মেরি বলিল—হ্যাঁ, একজন আছে বটে।”

এলিশন বলিল—“আমিও তাই খবর পেয়েছি,—তাই আমি ছুটে এসেছি। সেই বালিকাই আমার কন্যা, বুঝ্‌লেন। আমি তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেচি।”

মেরির সে কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই রোজা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া

পরিষ্কার স্বরে বলিল—"চুপ কর জন এলিশন? মিথ্যাবাদী, তোমার সমস্তই মিথ্যা কথা!—আমি তোমার মেয়ে নই।"

হঠাৎ রোজাকে দেখিয়া, এলিশন তাহার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। ইচ্ছা, ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু মনের বেগ দমন করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া, রোজার সুন্দর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল। মনের দুরভিসন্ধির তীব্রজ্যোতিঃ চক্ষু দিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে পুনরায় উপবেশন করিয়া খোসামুদে স্বরে রোজাকে বলিল—"কেন রোজা তুমি বাড়ী থেকে পালিয়েছ? কেন এ রকম করে তুমি পথে পথে বেড়াচ্ছ?"

রোজা উত্তর করিল—"বাড়ী!—কেবল এইস্থান ছাড়া পৃথিবীতে আর আমার কোথাও বাড়ী নেই। এখানে আমি পরমযত্নে আছি।"

কর্ত্তৃত্বভাবে এলিশন বলিল—"ঢের হয়েছে, আর আমি শুন্‌তে চাই নে। এবার তোমাকে স্কুলে রেখে দেব। প্রস্তুত হও, এখনি আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।"

দৃঢ়স্বরে রোজা সাহসের সহিত বলিল—"কখনই আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

"নিশ্চয় তুই যাবি!" রোজার ইচ্ছাকৃত বাধায় এলিশন যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল। সে চেয়ার হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দৌড়িয়া গিয়া রোজাকে ধরিয়া দরজার দিকে টানিতে লাগিল।

উচ্চ চীৎকার করিয়া রোজা তাহাতে বাধা দিল, কিন্তু বালিকা দুর্ব্বৃত্তের সঙ্গে বলে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না।

মরগ্যানের দিকে চাহিয়া এলিশন বলিল—"ধর ছুঁড়িকে, চল গাড়ীতে নিয়ে যাই।"

কিন্তু মরগ্যান তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বে আর একজনের স্ববল হস্তের নিদারুণ ঘুষিতে এলিশন মেঝের উপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। যখন সে উঠিল, তাহার বোধ হইল, যেন বাষ্পচালিত মুগুরের দ্বারা তাহার কর্ণমূলে কেহ আঘাত করিয়াছে। আঘাতকারী গৃহকর্ত্তা টম ডিনামোর।

রাগতস্বরে টম বলিল—"এখনি চলে যাও। নইলে আরও তোমরা অপমান হবে। শিগ্‌গির বেরোও এখান থেকে।"

এমন হবে, এলিশন সেটা আশা করেনি। তখনও তার মাথা ঘুরিতেছিল, সে আর সেখানে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। আঘাতীত কুকুরের ন্যায়, সে দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া টমকে শাসাইয়া এলিশন বলিল—"তুমি আমার মেয়েকে দিলে না এর জন্যে আইনমতে মিয়াদ হবে। এ কথা যেন তোমার মনে থাকে।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া, তাচ্ছিল্যভাবে টম বলিল—"এমন আইন আছে নাকি? তুমি সত্য বল্‌ছো? কই এমন আইনের কথা আমি ত কখন শুনিনি বুঝলে মিঃ এলিশন—এ নাম তো তোমার?—তুমি বড় দুর্ব্বল হাতে এয়েচো,—এবার যখন আস্‌বে একটু সাবধান হয়ে এসো—এখন বাড়ী যাও।"

"আমার মেয়ে এখন নাবালিকা। আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো কেমন করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তে হয়।"

উভয়ে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

কিন্তু রোজার গ্রহ কাটিল না। দুর্ব্বৃত্তেরা তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু তাহাদের দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিল না। রোজাকে চুরি করিবার মতলবে তাহারা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চৌকি দিতে লাগিল, একদিন সুযোগ পাইল; সে দিন টম বাড়ী ছিল না, গ্রামান্তরে কি

কাজে গিয়াছিল। মেরি রান্নাঘরে ছিল, রোজা গোয়াল বাড়ীতে একাকিনী দুধ দুহিতেছিল, সেইখানে আর কেহই ছিল না। এলিশন চুপি চুপি আসিয়া রোজাকে ধরিল, এবং ক্লোরাফরম মিশ্রিত রুমাল তাহার নাকে মুখে গুজিয়া দিয়া তাহার চীৎকার বন্ধ করিয়া দিল। ব্যাঘ্র-কবলিত কুরঙ্গিণীর ন্যায় বৃথা তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নিকটেই গাড়ী ছিল, উভয়ে ধরাধরি করিয়া, রোজার অচেতন দেহ লইয়া গাড়ীতে তুলিল এবং প্রস্থান করিল। কিন্তু মরগ্যানের বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গেল না। সহর হইতে অল্পদূরে, হডশন নদীর ধারে মরগ্যানের একটা পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল, সেইখানে তাহাকে লইয়া রাখিল। রোজার যখন জ্ঞান হইল, সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই পরিচিত বস্তু দেখিতে পাইল না। ক্রমে জ্ঞানের সঙ্গে সে তাহার বন্দিনী অবস্থা বুঝিতে পারিল, এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই

রোজাকে হস্তগত করিয়া এলিশন ও মরগ্যান বড় খুসি। তাহাদের সকল বাধা বিঘ্ন দূর হইয়াছে, এখন তাহাদের পথ পরিষ্কার। বেলমণ্ট ব্রাউন তাহাদের পরমশত্রু, সে মৃত, স্বহস্তে এলিশন তাহাকে কবর দিয়া আসিয়াছে। এখন নির্ভাবনায় তাহাদের ডাক চুরির কাজ চলিবে।

এক সন্দেহ ছিল আরনণ্ডের প্রতি, সে একে কয়েদী আসামী, তায় পলাতক, কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? এখন আর তাহাদের ভয় করিবার কেহ নাই। রোজার পলায়নেতে তাহারা একটু ভাবিত হইয়াছিল, সে কাজও তাহারা সুসিদ্ধ করিয়াছে, বিহঙ্গিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। এখন যে দিন ইচ্ছা মরগ্যানের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাদের সংকল্প সিদ্ধ করিবে।

রোজাকে হরণ করিবার পর দিন বৈকালে মরগ্যান এলিশনকে বলিল —এলিশন, আমি আজ রাত্রে ৯টার ডাকগাড়ীতে যাবো, কাল ৪টার সময় ফিরে আস্‌বো।"

ঘড়ি দেখিয়া এলিশন বলিল—"৯টার ত কুড়ি মিনিট বাকী আছে। তুমি আলবাণীতে যাবে রাত তিনটার সময়, সেখানকার খবর আমি সব পেয়েচি, দলের লোক পাইনকার্ডে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।"

মরগ্যান বলিল—"তুমিও চল না কেন আমার সঙ্গে? সমস্ত দিনরাত গাড়ীতে থাক্‌তে হবে, একলা বড় কষ্ট বোধ হয়। বেশ ভাল ভাল মদ আছে, দু'জনে খেতে খেতে আমোদ কর্ত্তে কর্ত্তে যাবো। মেডিরিয়ান মদ যে—যা তুমি ভালবাসো। কি বল যাবে?"

এলিশন একটু ইতস্ততঃ করিল, কি ভাবিল, পরে বলিল—"চল যাই তোমার সঙ্গে।"

দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া ষ্টেশনে আসিল, গাড়ী আসিয়াও সেই সময় পৌঁছিল।

উভয়ে গাড়ীতে উঠিল। মরগ্যান তাহার সহকারীর নিকট হইতে চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে গেল, এলিশন গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া লোক সমূহ দেখিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি দূরস্থিত একটা আলোকস্তম্ভের নিকটে দণ্ডায়মান একজন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

লোকটার আপাদ মস্তক এলিশন ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে কি যেন এক অজানিত ভয়ের উদয় হইয়া তাহাকে অভিভূত করিল। সে যেন অজ্ঞানের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

লোকটির সকলি যেন তাহার পরিচিত বোধ হইতে লাগিল। সেই কেমন এক ধরণের পোষাক, সেই মধ্যমাকৃতি বেঁটে, কটা কটা দাড়ি সকলি যেন তাহার পরিচিত—একমাত্র প্রবল শত্রু—বেলমণ্ট ব্রাউনের ন্যায়।

এলিশন মরগ্যানকে ডাকিল, এবং দূরস্থিত লোকটিকে দেখাইল। মরগ্যানের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সে ভীতবিহ্বলস্বরে বলিল —"ওটা মানুষ না ভূত? যদি মানুষ হয়, তবে বিড়াল অপেক্ষাও ওর জীবন কঠিন।"

ইতিমধ্যে বেলমণ্ট ব্রাউনের আকৃতির লোকটি সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একটু দূরে আসিয়া যেন অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

তখন মরগ্যান বলিল—"জন, ও নিশ্চয় বেলমণ্ট ব্রাউন চল দেখি এ গাড়ীতে উঠ্‌লো কি না।"

কলের পুতুলের মতন, এলিশন মরগ্যানের সঙ্গে চলিল। এবং ট্রেণের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাড়ীতে তাহারা অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাদের বাঞ্ছিত ব্যক্তির দেখা পাইল না। তখন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তাহারা যাহা দেখিয়াছে, তাহা বাস্তবিক রক্তমাংস সবলিত মানুষ,—অথবা সেই মানুষের ছায়াকৃতি অপর জগত হইতে আসিয়া,

তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার সাজা দিবার জন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে? এ কথা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

এ কথার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া হতাশভাবে উভয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল, কিন্তু তাহাদের মনের আবেগ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। অন্যমনস্কভাবে মরগ্যান আসিয়া উপবেশন করিল এবং টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহা পাঠ করিল। তাহাতে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা ছিল—

"সাবধান।—শোণিত প্রদানে
ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।"

উভয়ে তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শিকারী কুকুর আবার তাহাদের পিছু লাগিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পলায়নের পরামর্শ

আরোগ্যলাভ করিয়াই, ব্রাউন তাহার স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দস্যুদ্বয়কে ষ্টেশনে ভয় দেখাইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের ভিতর দিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং দ্রুতপদে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতেন, এলিশনের সেইখানেই প্রধান আড্ডা। সম্পূর্ণ নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া তিনি হোটেলে আসিলেন, এবং নাম ভাঁড়াইয়া অপর নাম রেজেষ্টারী বহিতে লিখিয়া দিলেন। এলিশনের ঘরের নিকটেই তাঁহার বাসাঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন।

তিনদিন পরে সন্ধ্যার সময় এলিশন ফিরিয়া আসিল, এবং বরাবর

দোকানে আসিয়া মদ খাইয়া নিজের কক্ষে প্রস্থান করিল। ব্রাউন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এলিশন তাহাকে চিনিতে পারিল না। একটু পরে ব্রাউনও তাহার অনুসরণ করিলেন। নিজের ঘরে আসিয়া এলিশন বিছানায় শুইয়া পড়িল, এবং একটা চুরুট ধরাইয়া খাইতে খাইতে কেবল ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিল যেন কাহার অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে।

একটু পরেই দুই ব্যক্তি আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। একজন আরনেষ্ট মরগ্যান ছদ্মবেশে, আর একজন তাহাদের লুণ্ঠন কার্য্যের প্রধান সহায়—মান্নুক। পরস্পর করমর্দ্দন শেষ হইলে, মরগ্যান বলিল—"আমরা ঠিক সময়েই এসেছি কেমন?"

এলিশন বলিল—"বরং একটু আগে। যাই হোক যে কাজের জন্যে আমি তোমাদের আস্‌তে বলেচি, সে বড় জরুরি কাজ।"

মরগ্যান। "তবে বলে ফেল। শোনবার জন্যে আমরা উভয়েই প্রস্তুত আছি।"

মান্নুক বলিল—"হ্যাঁ, বল তোমার কি কথা? তোমার চিঠি পড়ে আমার বোধ হইল, কোন জরুরি কথা তুমি বল্‌বে।"

এলিশন বলিল—"বড় জরুরি। অতি আবশ্যকীয় কাজের মীমাংসা কর্ব্বার জন্তেই আমি তোমাদের খবর দিয়ে আনিয়েছি। আমি বিবেচনা করি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বড় সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

উভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন করে?"

এলিশন বলিল—"আমি বল্‌ছি। আমি বেশ ভালরকম অনুসন্ধান করে দেখ্‌লুম যে আমাদের পথ বড় পরিষ্কার নয়। যদি আমরা আর ২।১ দিন এখানে থাকি, তবে আমাদের বিপদ নিশ্চয়।"

"তোমার পরামর্শ কি?"

"এ স্থান ত্যাগ করা। এখান থেকে আমরা সরে পড়ি চল।"

মরগ্যান বলিল—"তোমার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আগেকার চেয়ে, এখন কিসে আমাদের বিপদের আশঙ্কা বেশী যে সেই জন্যে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে?"

এলিশন বলিল—"অনেক কারণে। প্রথম সেই হতভাগা গোয়েন্দা—ব্রাউন, মেরেও তাকে মার্‌তে পারলেম না, সে নিয়ত আমাদের সন্ধানে ফির্‌চে। আমি আরও অনুমান করি, তারই সাহায্যে আরনণ্ড জেল থেকে পালিয়েছে, আমার বিশ্বাস, ব্রাউনই তাকে বের করে নিয়ে এয়েচে। সে যে বিনা মতলবে এ কাজ করেছে এ আমার ধারণা হয় না। নিশ্চয়ই তার এর মধ্যে কোন গুরুতর মতলব আছে। বিপদ ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছে।"

মরগ্যান বলিল—"কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে, কিসে সে আমাদের ধর্বে?"

এলিশন উত্তর করিল—"ও মিছে কথায় মনকে ভুলিও না মরগ্যান। প্রমাণ যথেষ্ট তার আছে, সে হয় ত আরও কোন বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ কথা নিশ্চয় জেনো।"

মরগ্যান শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি বলিল—"ঠিক কথা তোমার এলিশন আমাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বটে। এস্থানে আর আমাদের থাকা উচিত নয়। আমেরিকার বাতাস আমাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়িয়েচে। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

এলিশন বলিল—"আমাদের মতন তোমারও পা কাদায় ডুবে আছে, তুলে নেবার চেষ্টা কর এখন সময় আছে।"

মরগ্যান বলিল—"কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার বিষয়-আশয় সব

ছেড়ে যেতে হবে। জায়গা জমি ত আর পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না।”

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, এলিশন উত্তর করিল—“সম্পত্তি না যায়, টাকা ত পকেটে যাবে। জমির বদলে টাকা করে নিতে তোমায় কে বারণ করেছে?”

মরগ্যান তাহার সহকারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন করে তা হবে? তাতে লোকের মনে সন্দেহ হবে, ষ্টীমারের তক্তায় পা দিতে না দিতে আমরা গ্রেপ্তার হ'ব।”

এলিশন বলিল—“ঘরোয়া বন্দোবস্ত কর্‌লে, কিছু বিপদ হবে না। এমন কত সম্পত্তি গোপনে বিকিয়ে যায়। জমিদারের টাকার টান পড়ে, গোপনে বিষয় হস্তান্তর হয়ে যায়। কেউ জান্‌তে পারে না। তুমিও তাই কর।

মরগ্যান জিজ্ঞাসা করিল—“তা হয়?”

এলিশন বলিল—“কেন হবে না। নিউইয়র্কে একটা বুড়ো ইহুদি আছে, অনেক লোক নানারকম কাজে তার কাছে যায়। তার ব্যবসাই টাকা ধার দেওয়া। সমস্ত কাজ তার গোপনে হয়।”

মরগ্যান বলিল—“ওঃ এতক্ষণে তোমার কথার মানে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম। এই ইহুদির কাছে বিষয় দিয়ে টাকা পাওয়া যাবে কেমন? আচ্ছা তুমি কি বোধ কর, সম্পত্তির ষোল আনা দাম সে দেবে?”

হাসিয়া এলিশন বলিল—“অর্দ্ধেক দিলে বাঁচি, ষোল আনা ত দূরের কথা। অমনি ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে যা কিছু পাওয়া যায় তাই লাভ। আমি তাকে এখানে আস্‌তে খবর দেই। তার নাম—ইজরায়েল, কালই সে এসে পৌঁছিবে। তারপর আমরা পাইনকার্ডের হিসেব নিকেশ করে ওকাডেলে চলে যাবো, সেখান থেকে মেয়েটাকে নিয়ে রেলে উঠ্‌বো।

"তারপর স্যানফ্রানসিসকোয় পৌঁছে অষ্ট্রেলিয়া ষ্টীমারে টিকিট কিনবো।"

মরগ্যান বলিল—"তুমি বেশ মতলব করেছ। তা হ'লে ইহুদিটা যাতে কাল আসে তার বন্দোবস্ত কর।"

এলিশন। আমি তারে টেলিগ্রাফ করে পাঠাবো।"

মরগ্যান। তা হ'লে আমাদের কাজ এখন শেষ হ'ল ত?

এলিশন। হ্যাঁ।

মরগ্যান বলিল—"তবে আমি চল্লাম। অনেক বিষয়ে আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকৃতে হবে। এই বেলা তার যোগাড় করি গে।"

এলিশন বলিল—হাঁ, হাঁ, তুমি সব ঠিকঠাক করে রাখ গে।"

এলিশন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে গেল, ঠিক সেই সময়ে সে বাহিরে কার পদশব্দ শুনিতে পাইল। তাহার মনে সন্দেহ হইল, সে বিদ্যুৎগতিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তি দ্রুতগতিতে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া নীচের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

মরগ্যান তাহাকে ধরিবার জন্যে অগ্রসর হইলে, এলিশন তাহাকে বাধা দিয়া তাহার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা নিরাপদ হইবার জন্য যে পরামর্শ করিল তাহাতে বিঘ্ন ঘটিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

টেলিগ্রাফ,—ইহুদি

দস্যুদিগের গুপ্ত পরামর্শ, বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্রাউন সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি নিরাশ হইলেন, দুর্বৃত্তেরা রোজাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তবে ওকাডেল

নাম শুনিয়া, তিনি অনুমান করিলেন যে, হড্‌শন নদীতীরবর্ত্তী কোন নিভৃত স্থানের নাম ওকাডেল। কিন্তু কোথায় সে স্থান, তাহা তিনি জানেন না। পরদিন তিনি তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র ঠিক করিলেন, এখন বুঝিলেন, তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার সংগ্রহ হইয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, একটী বালক, একখানা চিঠি লইয়া এলিশনের ঘর হইতে বাহির হইল। ব্রাউনের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহার উপর ছিল, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন এবং পত্রখানা কিসের তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তিনি বালকের অনুসরণ করিলেন, এবং হোটেল ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়া বালককে ধরিলেন। কৌশলে তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া তাহাকে কিছু পুরস্কার দিলেন। সে পুরস্কার পাইয়া লম্বা সেলাম দিয়া দ্রুতপদে আপন আবাসে প্রস্থান করিল। ব্রাউন পত্র খুলিলেন, দেখিলেন পূর্ব্ব রজনী কথিত টেলিগ্রাফ। তাহাতে লেখা ছিল—

"ইহুদি ইজরায়েল—নিউইয়র্ক সহর। সত্বর মণ্ট্রাজের—"আমেরিকানে"—আসিবে, বিশেষ প্রয়োজন।

জন এলিশন।

"ইহুদি ইজরায়েল!" ব্রাউন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "মিঃ এলিশন তোমার চেয়ে আমি তাকে ভাল রকম জানি। ভাল, ইজরায়েলই কাল তোমার কাছে আস্‌বে। কিন্তু—"উৎসাহে তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। অতি যত্নে সেই পত্রখানি তিনি তাঁহার পকেট বহিতে রাখিয়া দ্রুতপদে হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া তিনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং ট্রেণে উঠিয়া নিউইয়র্ক ও মণ্টোজের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া সেইখানে রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময়, ইহুদি ইজরায়েল, একটা পশমি ছাতা ও পুরাণ কার্পেটের ব্যাগ হাতে করিয়া, মণ্টোজ ষ্টেশনে নামিল।

লোকটা বেঁটে, খুব মোটা রং টকটকে লাল। লম্বা কটাদাড়ি বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ধূসরবর্ণের পোষাক পরা মাথায় কাল কিনারাওয়ালা সাদা টুপি। বুকের উপর একছড়া সোনার চেন তাতে ২।৩টা মোহর ঝুলান রহিয়াছে। চোখে সবুজ রঙের চশমা।

ষ্টেশনের সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাহার উপর আকৃষ্ট হইল। কিন্তু সে কাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে বরাবর ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া যেন কাহার জন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় মরগ্যানের গাড়ী আসিয়া তাহাকে তুলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

সেখানে পৌঁছিলে, এলিশন ও মরগ্যান উভয়ে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইল। এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর এলিশন বলিল—তোমার দেরী দেখে, আমরা ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় আসবে না। তুমি বোধ হয় প্রস্তুত হয়েই এয়োচো—কেমন?

হাসিয়া ইজরায়েল বলিল—"কাজের জন্যে?—হাঁ! আমি প্রস্তুত হয়েই এয়েচি।"

এলিশন বলিল—"তা হ'লে তোমার কাগজপত্র বের কর, আমাদের সময় বড় কম।"

"তাহার দিকে একটু কটাক্ষ করিয়া ব্যাগ খুলিতে খুলিতে ইহুদি বলিল—"তাই তো আপনাদের বড় তাড়া দেখ্‌ছি, এটা কি বড় জরুরি মিঃ এলিশন?"

এলিশনের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে রাগতস্বরে বলিল—"তোমার ও কথার মানে কি?"

"ওঃ! আপনি রাগ কল্লেন? আমি তামাসা করে কথাটা বল্লাম। আমায় মাপ করুন?"

"সকল সময় তামাসা ভাল লাগে না মিঃ ইজরায়েল, এখন থেকে সাবধান হয়ে বোলো।"

একটু যেন সঙ্কুচিতভাবে ইহুদি বলিল—"দোষ নেবেন না মশায়, আমি দোষ ভেবে কোন কথা বলিনি। আপনার তাড়ার কথা শুনে কথাটা বেরিয়ে পড়্‌লো। হয় তো আপনার শরীর খারাপ, এখানকার বাতাস সহ্য হচ্চে না, আপনার হাওয়া বদ্‌লাতে যাওয়ার দরকার তাই ভেবেই আমি বলিচি—আমায় মাপ কর্ব্বেন?"

বৃদ্ধ ইহুদির ভীতভাব দেখিয়া, আন্তরিক রাগসত্ত্বেও উভয়ে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। একটু ভদ্রভাবে নরমস্বরে এলিশন বলিল—"ঠিক ঠাউরেছ মিঃ ইজরায়েল যথার্থই আমাদের স্বাস্থ্য বড় ভাল নয়! সত্বরই আমাদের স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, সেই জন্যেই তোমাকে খবর দেওয়া হয়েছে।"

"এ রকম ঢের হয়। অনেক ভদ্রলোক আমার কাছে টাকা নিয়ে, স্বাস্থের জন্যে হাওয়া বদলাতে যায়। এ রকম ঘটনা নিত্য হয়।"

"আর সামান্য টাকায় তুমি তাদের যথাসর্ব্বস্ব বন্দক রেখে তারা ফিরে আস্‌বার আগেই তা বেচে কিনে ফরসা করে রেখে দাও। তারা ফিরে এসে তোমার কাছে কিছু আশা কর্ত্তে পারে না, কারণ সে সম্পত্তি বেচে আমার আসল থেকে ঘাটতি হয়ে গেছে, এই কথা বলে তাদের বিদায় করে দাও। তারা আর কি কর্ব্বে, তোমার সাধুতার জন্যে তোমাকে দুই চার বার ধন্যবাদ দিয়ে, পেটের ভাতের জন্যে,—যেদিকে পায় ছুটে বেরোয়। কেমন এই তো?"

মরগ্যান বলিল—"আবার বেশী সুদখোর যারা তাদের টাকা আবার অনেক সময় মারা যায়।"

"টাকা মারা যায়! যায় বইকি। এই সেদিনকার কথা মশায় একহপ্তা হয়নি এখন, শুনবেন তবে টাকা মারা যাবার কথা?" এই বলিয়া পাদরির বক্তৃতার মত হাত নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"এই সে দিন একটি ভদ্রলোক হাজার টাকা—একটা বাড়ী মায় সরঞ্জাম আর কুড়ি বিঘে জমি রেখে, আমার কাছ থেকে নিলে। ঘরের আসবাব পত্র, তিনটে গরু, সোণার ঘড়ি একটা আর—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া এলিশন বলিল—"তুমি চুপ কর। কত টাকা তাকে দিয়েছ বল্লে?"

থতমত খাইয়া বৃদ্ধ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, নগদ এক হাজার।" বিস্মিত হইয়া এলিশন বলিল—"এক হাজার টাকার জন্য এত জিনিষ বাঁধা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু—"

"রাখ তোমার কিন্তু! তার সে বাড়ীটার দাম কত?"

"আঃ মশাই! সে বলেছিল বাড়ীটাতে তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে; কিন্তু বেচবার সময়, হাজার বই হ'লো না।"

"আহা! কেবল বাড়ীটা বেচেই তুমি আড়াই হাজার পেলে? আর যায়গাটা—সেটা কতকে বেচ্‌লে?"

"দেড় হাজার টাকা।"

"আর ঘোড়া, গরু, ঘড়ি, চেন—তাতে কত পেয়েছিলে?"

"মোট পাঁচশো টাকা।"

"বল কি! "হাজার টাকায় তোমার সাড়ে তিন হাজার টাকা হ'লো

"তা হ'লো, কিন্তু আপনি বুঝ্‌তে পারলেন না?"

"কি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না?"

"হা শলমন! চোর মশায়, চোর! আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে। জানেন কি তার বাড়ী বাঁধা ছিল।"

"বাঁধা ছিল কত টাকায়?"

"পাঁচশ টাকায়।"

"তা হলোই বা।"

"আর হলোই বা। আমায় ঠকিয়ে গেছে। আঃ! ইয়াকুব রেচেল! আমায় ফাঁকি দিয়েছে—ঠকিয়ে গেছে।"

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়ে যেন জল পড়িতেছে, এমন ভাবে সে কথা কহিতে লাগিল।

তাহার সেই ভাব দেখিয়া উভয় বন্ধুতে উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাজার টাকায় দুহাজার টাকা লাভ, তবু সুদখোর ইহুদি কাঁদিয়া আকুল।

মরগ্যান কিছু চঞ্চল হইতে লাগিল। কারণ সমস্ত দিন তাহার মনে শান্তি ছিল না। যেন কোন ভাবি বিপদের ছায়া, তার অন্তর মধ্যে সর্ব্বদাই উদয় হইয়া তাহাকে ত্রাসিত করিতেছিল। যত সত্বর হয় তাহার কাজ শেষ করিয়া সে এখান হইতে প্রস্থান করিতে পারিলে যেন নিশ্চিন্ত হয়। আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ইজরায়েল, আমার এই সম্পত্তি কত টাকায় তুমি নিতে পারো?"

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আপনার কথায় জবাব, আমি কেমন করে দেবো, মেষ্টার মরগ্যান। কত সম্পত্তি, তাত আমি জানি নে।"

মরগ্যান বলিল—"তার ফর্দ্দ আমি তোমায় দিচ্ছি।" এই বলিয়া ডেস্কের ভিতর হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পুনরায় বলিল—"এই দেখ, এতে সমস্ত বিষয় তার কত আয়, জমির চৌহদ্দি ও নক্সা সব আছে।"

বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত কাগজগুলি লইয়া, বিচক্ষণের ন্যায় সমস্ত পাঠ করিতে লাগিল। তারপর নিম্নের তালিকা দেখিয়া, তাহার হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। এবং বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—"ও বাবা! তিনি লাখ টাকা। ওঃ আমার ইয়াকুব রাচেল। অসম্ভব? অনেক বেশী,— অনেক বেশী!

মরগ্যান বলিল—"সমস্তই ঠিক, এতে বেশী করে কিছু লেখা নাই! এ কেবল এখানকার সম্পত্তির হিসাব। এ ছাড়া বাইরে আরও আছে! কেপমেতে একটা বাগান বাড়ী আছে, আলবাণীতে একটা গুদামঘর আর কয়লার খনির অর্দ্ধেক অংশ, সে সব এতে তোলা নেই। এখন বল, তুমি কত দিতে পার? যা হয় শিগ্‌গির মিটিয়ে ফেল আমাদের বৃথায় সময় নষ্ট হচ্ছে।"

ইজরায়েল বলিল—"অনেক টাকা মশায়, অনেক টাকা, কি বোল্‌বো আমি ঠিক পাচ্ছিনে।"

মরগ্যান বলিল—"ও তোমার একটা ছুতো। সমস্ত সম্পত্তি থেকে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার লাভ হবে। এখন শিগ্‌গির বল তুমি কি দিতে পার?"

"না মহাশয় এত টাকায় আমি নিতে পারি নে।"

"তবে কি অমনি নিতে চাও?"

মরগ্যান কথাটা একটু রাগতভাবে বলিল। মরগ্যান ও এলিশনকে ইজরায়েল বিলক্ষণ চিনিত। তাহারা যে দুষ্কর্ম্মান্বিত, এবং তাহাদের অসাধ্য যে কোন কাজ নাই সে তাহা জানিত। সে এখন সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীনে এবং কোনরূপ দুরভিসন্ধি যে তাহাদের মনে উদয় হইয়াছে, ধূর্ত্ত ইহুদি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। এই কাজ করিয়া সে বৃদ্ধ হইয়াছে, সে মুখ দেখিয়াই লোকের মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সে বুঝিতে পারিল যে বেশী কথা কাটাকাটি করিলে তাহার বিপদের

সম্ভাবনা। সে কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিল—"আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি—মিষ্টার মরগ্যান। আপনার বিষয়ের দর যে অত টাকা নয়,—তা আমি বল্‌ছিনে। আমার এত টাকা নেই, সেই কথা আমি বল্‌ছি। গরীব লোক আমি সামান্য ব্যবসাদার—অত টাকা আমি কোথায় পাবো?

অধৈর্য্যভাবে মরগ্যান বলিল—"ও কথা বলে আমাদের ভুলোবার চেষ্টা করোনা মিঃ ইজরায়েল! তোমার টাকার কথা আমাদের অজানা নেই। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথা বল। আমরাও তোমার কাছে ষোল আনা দাম চাইনে। তুমি কি দিতে পার তাই খোলসা করে বল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ইজরায়েল বলিল—"কত—কত টাকা চান আপনি?"

মরগ্যান বলিল—"দেড় লাখ টাকা,—সম্পত্তির সিকি দাম?"

বিস্মিতভাবে ইজরায়েল উত্তর করিল—"ও বাবা! দেড় লাখ—টাকা। অত টাকা নেই—"নেই আমার মশায়, অত টাকার মানুষ আমি নই।"

ক্রুদ্ধভাবে এলিশন বলিল—"সমস্তই মিথ্যা কথা তোমার ইজরায়েল! জেনে শুনে তুমি মিছে বোল্‌ছো। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, অনায়াসে তুমি দিতে পার, তাতে তোমার কষ্ট বোধ হয় না।"

হতাশভাবে মরগ্যান বলিল—"তোমার কথাই শুনি, তুমিই বল, কত টাকা দিতে পারো।"

ইজরায়েল বলিল—"জানেন মেষ্টার এলিশন,—কথাটা হচ্ছে কি জানেন। এ অন্ধকারে পা বাড়ান হচ্ছে। কেমন করে জান্‌বো আমি—এতে কত টাকা পাবো? বুঝলেন আমার কথাটা?"

এলিশন বলিল—"আমরা নিঃস্বত্ব হয়ে তোমাকে লিখে দেব। আর আসল দলিল যা আছে সমস্তই তুমি পাবে।

"তা—হলে—তা হলে আমি—"

অর্দ্ধেক কথায় বৃদ্ধকে চুপ করিতে দেখিয়া এলিশন বলিল—"আরে বলই না কেন, কত টাকা তুমি দিতে পার।

"এক লাখ টাকা—তার বেশী আর আমি পারিনে মশাই।"

এলিশন বলিল—"তাই সই। দেও টাকা—তাতেই দেব আমরা।"

"এখনি চাই টাকা? আমি তো সঙ্গে করে আনিনি।"

অধৈর্য্যভাবে এলিশন বলিল—"তোমাকে প্রস্তুত হয়ে আসবার জন্যেই আমি তার পাঠিয়েছিলাম। আমাদের সময় এত কম যে পুনরায় টাকা আনবার অপেক্ষায় আমরা থাকৃতে পার্‌বো না। টাকা তোমার সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। কালকের মধ্যে অনেকদূর আমাদের চলে যাওয়া চাই। এখন দেখছি, আমরাও টাকা পেলাম না, তুমিও সম্পত্তি পেলে না।" বৃদ্ধ কিছু থতমত খাইয়া গেল। এক লক্ষ টাকা দিয়ে সে যে তিন চারি লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাইবে,এ কথা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। এত লাভ হঠাৎ তাহার হাত ছাড়া হইয়া যায়, সে যেন কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"কতক টাকার জন্যে আমি না হয় একখানা চেক দিচ্ছি, যেটা বাকী থাকবে, ২।১ দিনের মধ্যে সেটা না হয়, ইউরোপ কিংবা যেখানে আপনারা যাবেন, সেইখানে পাঠিয়ে দেব। তাতে আপনারা কি বলেন।

এলিশন বলিল—"তা জানি, ওরকম বাকী টাকা পাঠাতে, প্রায়ই তুমি ভুলে যাও। ও সব চালাকী পাড়াগাঁয়ে লোকের কাছে ক'রো, আমার কাছে খাটবে না। আমি অত চোকশ হইনি এখন।"

মরগ্যান বলিল—"আর এক কাজ কর, নটা বিশ মিনিটে একখানা ট্রেণ আছে, সেই ট্রেনে ইজরাইল বাড়ী যাক, কাল রাত ঠিক নটার সময় টাকা নিয়ে তুমি ষ্টেশনে হাজির থাকবে। আমি গাড়ী জুড়তে হুকুম দেই।"

এলিশন জিজ্ঞাসা করিল—"এর মধ্যে সব কাজ শেষ করে নিতে পার্ব্বে ?"

মরগ্যান উত্তর করিল—"খুব পারা যাবে। এদিকে সব যোগাড় করে, ওকাডেলে গিয়ে সেখানকার কাজ মিটিয়ে, ঠিক সময়েই আমরা ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হতে পার্ব্বো।

"তাই ঠিক !"—এলিশন বলিল—"এই কথাই ভাল। তুমি এখনি রওনা হও ইজ্রায়েল। কাল ঠিক রাত নটার সময় ; টাকা নিয়ে তুমি ষ্টেশনে থাকতেই চাও—পুরো লাখ টাকা—মরগ্যান সমস্ত—সম্পত্তি তোমার।"

যথা সময়ে মরগ্যানের গাড়ীতে ইজরয়েল আসিয়া ষ্টেশনে পৌছিল এবং নিউইয়র্কের টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিল। কিন্তু তার পরের ষ্টেশনেই সে নামিল। নামিয়া একটা বিশ্রাম করিবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

পাকা গোঁফ দাড়ি, মাথার চুল গায়ের পোষাক, সমস্তই খুলিয়া ফেলিয়া ইহুদি ইজরায়েল—বেলমণ্ট ব্রাউন মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। এবং পরের ট্রেণে মণ্টোজে আসিয়া পৌছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আশার আলোক

হডশন নদীর ধারে, ওকাডেল গ্রাম, সেখানে মরগ্যানের এক গ্রীষ্মাবাস ছিল, সেইখানে রোজা বন্দিনী। রোজার সকল আশা ফুরাইয়া গিয়াছে। দুরদৃষ্ট, তাহার বন্ধুগণের নিকট হইতে তাহাকে দূরে আনিয়া তাহার শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের কবল হইতে আর তাহার উদ্ধারের আশা নাই।

এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে, এই এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার শত্রুদ্বয় কেবল মাত্র একদিন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। কেবল মাত্র একজন পরিচারিকা তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে ছিল, অপর কেহই সে বাড়ীতে ছিল না। রোজা তাহার নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই তাহার মন ভিজাইতে পারে নাই। পরিশেষে হতাশ হইয়া, সে আশা ত্যাগ করিল। একদিন সন্ধ্যার সময় মরগ্যান একাকী আসিয়া রোজার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব রূপরাশি দেখিয়া মরগ্যান অধৈর্য্য হইল। সে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া রোজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"রোজা! তোমার মুখের একটা কথা শোনবার জন্যে এখানে আমি এসেছি। তুমি আমায় ঘৃণা কর কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি—রোজা' কত ভালবাসি তা তুমি জান না। আমার শেষ কথা আমি তোমায় বল্‌তে এসেছি। তুমি আমায় বিয়ে কর্ব্বে ?"

সম্মুখে কালসর্প দেখিলে, পথিক যেমন শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়ায় রোজাও সেইরূপ তাহাকে সর্পজ্ঞানে, সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং মরাল গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—"ও কথা তুমি ভুলে যাও।"

তাহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল।

মরগ্যান বলিল—"অনেক কীর্ত্তি দেখালে তুমি, ওতে ভুলবার ছেলে আমি নই। এখন অভিনয় রেখে ঠাণ্ডা হয়ে আমার মতে এসো। গরীব —বন্ধুবান্ধব হীনা তুমি তোমার—"

কথায় বাধা দিয়া রোজা বলিল—"আমার হাত আছে, তাতেই আমার দিনের খোরাক যোগাড় কর্ত্তে পারবো।

"সেটা বড় সহজ বলে জ্ঞান ক'রো না। এ রকম বয়সে তোমার

বন্ধুর দরকার, তোমার পয়সার দরকার, তোমার ভোগ বিলাসের দরকার। চাষার মত খেটে খাওয়া তোমার মত সুন্দরীর নয়। আমার পত্নীরূপে তুমি সকল সুখের অধিকারিণী হবে, তোমার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না- তোমার মুখের একটা কথা—"

"থাম!" ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রোজা বলিল—"চুপ কর তুমি আরনেষ্ট মরগ্যান। তোমাকে বিয়ে করার চেয়ে আমার মৃত্যুই মঙ্গল।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া, বিদ্রূপ স্বরে মরগ্যান বলিল—"তবে সেই ভাল! যদি তোমার জীবন ভার বোধ হয়ে থাকে, এ পৃথিবীতে আর তোমার থাকতে ইচ্ছা না হয়, তাতে আমার কোনই আপত্য নেই। কিন্তু যদি তুমি আত্মহত্যা না কর, তা হলে নিশ্চয় তুমি আমার পত্নী হবে। এ কথা তোমায় বলে যাচ্ছি আজ আমি। উপস্থিত আজকের মত তোমার কাছে থেকে বিদায় হলেম। কাল রাত্রে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবো, সেইখানে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হবে। তারপর দুজনে আমরা দেশ ভ্রমণে যাবো—হয় তো এ দেশেই আর আসবো না। এখন বিদায় হলুম সুন্দরী—তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক।"

[মরগ্যান প্রস্থান করিল।

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে একটা পুতুলের মত রোজা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; সে নিঃসহায়, অদৃষ্ট তাহার বিরুদ্ধে সে কিছুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর তাহার শয্যার উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে নিরুপায়, নিরুপায়ের উপায় ভগবান, সে মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একমনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল।

ঈশ্বরকে ডাকিয়া তার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইল, মনে যেন একটু

শান্তি পাইয়া সে উঠিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে অন্ধকারের তমসাবরণে, ভিতর বাহির আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহের ভিতর এত অন্ধকার যে দূরের বস্তু দেখা যাইতেছিল না, সে আলোক জ্বালিবার উদ্যোগ করিল সেই সময় কেমন একটা আতঙ্কে তাহার মন আচ্ছন্ন করিল। তাহার বোধ হইল ঘরের মধ্যে কে যেন অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। যেন অস্পষ্ট খুস্‌খাস শব্দ সে শুনিতে পাইল। তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, দেহ যেন ভার বোধ হইল, সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ভীতি-বিহ্বলচিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, আলো জ্বালিবার সাহস তার হইল না। সে ভয় পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, কে যেন কোথা হইতে অতি মৃদুস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"ভয় নেই রোজা আমি তোমার বন্ধু।"

রোজা চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই ঘরে কেহ আসিয়াছে—সে তাহার বন্ধু। তাহার ভয় দূর হইল, কিন্তু সে ব্যক্তি কে, রোজা তাহা অনুমান করিতে পারিল না। সে ভাবিল আরনওস্মিথ কি তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে?" এমন সৌভাগ্য তাহার হইবে, সে কথা বিশ্বাস করিতে তাহার সাহস হইল না। সেও সেইরূপ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল —কে তুমি?"

সেই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, জানালা দিয়া এক ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্ধকার হইলেও রোজা তাহাকে চিনিতে পারিল। আগন্তুক— বেলমণ্ট ব্রাউন।

রোজাকে সান্ত্বনা করিয়া ও সাহস দিয়া, ব্রাউন বলিলেন—"ভয় করোনা সমস্তই মঙ্গল হবে। কালই তুমি মুক্ত হবে, আর তোমার নিগ্রহকারী দুর্বৃত্তেরা তাদের দুষ্ক্রিয়ার জন্য সাজা পাবে।"

প্রায় আধ ঘণ্টা ব্রাউন সেইখানে থাকিয়া, রোজাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন। পরে যে পথে তিনি আসিয়াছিলেন সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যুদিগের বিদায় মিলন

নির্ব্বিঘ্নে দস্যুদিগের সকল কাজ সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের বিদায়ের সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কোন বিঘ্ন বাধা তাহারা পাইল না।

জন এলিশন যাইয়া অষ্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে টিকিট কিনিয়া নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের ভারী উৎসাহ একবার জাহাজে উঠিতে পারিলে তাহারা আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। তাহাদের ঘৃণিত শত্রু বেলমণ্ট ব্রাউনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইবে।

দলের সকলকেই উপস্থিত হইবার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এত দিনের লুটের টাকা আজ বখরা হইবে। তাহারাও আর এদেশে থাকিবে না। দলপতির বিদায়ের সঙ্গে তাহারাও অপর দেশে চলিয়া যাইবে।

তাই সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় মরগ্যান এলিশনের সহিত নিজের লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতেছিল।

অতি নিপুণতার সহিত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত হইয়া গাড়ী-বারণ্ডায়

দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে ইজরায়েল নিকট মরগ্যান সম্পতি আবদ্ধ রাখিয়া এক লক্ষ টাকা লইয়া তাহারা ট্রেণে উঠিবে। পাশের ঘরে রোজা আবদ্ধা, তার চাবি এলিশনের কাছে। সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া, দুই বন্ধুতে লাইব্রেরীর ঘরে বসিয়াছিল।

মরগ্যান নিজে গিয়া, পাদরি ইবেনজার-ইভানকে ঠিক করিয়া আসিয়াছে। এবার রোজা যাহাতে না পলাইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল।

এখন বাকী কেবল, লুটের টাকা ভাগ এবং বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা।

যত সময় যাইতে লাগিল, উভয়ে ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল।

মরগ্যান ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিল—"তাইত এত দেরী হচ্ছে কেন তাদের? এখনও তারা এলনা কেন? এগারটার সময় আমাদের গাড়ী—প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।"

এলিশনের সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, বাহিরে পদশব্দ হইল এবং অনতিবিলম্বে মাঙ্ক ও তাহার সঙ্গীগণ সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

মরগ্যান উঠিয়া তাহাদের সহিত করমর্দ্দন করিল এবং তাহাদের বসিতে বলিল। তাহারা বসিলে এলিশন বলিল—"আজ আমরা আবার সকলে একত্রিত মিলিত হয়েছি, কিন্তু বোধ হয় এই আমাদের শেষ মিলন। এখানে থাকা আর আমাদের নিরাপদ নয়, সেই জন্যই আমাদের দেশ ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজ তোমাদের এত দিনের লুটের টাকা সব আমরা সমান বখরা করে দেব; কেমন এতে কারু আপত্য নেই ত?"

সকলের সম্মতি ক্রমে, এলিশন এক খানা হিসাবের খাতা বাহির করিয়া বলিল—"এ বছরের এই কমাসে দশ হাজার ডলার তোমাদের ভাগে আছে। এ টাকার সমান বখরাই তোমরা তিনজনে পাবে।"

যেন একটা বিশ্বাসের ছায়া,—প্রত্যেকের মনে উদয় হইল, কেহ কোন কথা কহিল না। একটু পরে একটু উত্তেজিত ভাবে মানুক বলিল—"দেখি তোমার হিসাবের খাতাখানা?"

মানুক যে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছে, এলিশন তাহা বুঝিতে পারিল। সে তাহার দিকে একটা কুটিল কটাক্ষ করিয়া অশ্রদ্ধার সহিত খাতাখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল।

হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় শোণিত লালসায় এলিশনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। এই প্রয়োজনীয় সময় মানুক যদি কোন গোলমাল করে, তবে তার মৃত্যু নিশ্চয়।

গোলমাল করাই মানুকের ইচ্ছা। সে একবার খাতার দিকে দেখিয়া সজোরে তাহা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া উৎসাহিত ভাবে বলিল— "সব মিথ্যে! সব ফাঁক! এর দ্বিগুণ টাকা আমরা পাবো। আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টায় আছ তোমরা জান এলিশন।"

বিদ্যুতের মত এলিশনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া শান্ত ভাবে সে বলিল—"তোমার দেখবার ভুল হয়েছে মানুক হিসেব আমাদের ঠিক আছে।"

"মিথ্যে কথা তোমার এলিশন—হিসেব ঠিক নেই।"

"আমাকে মিথ্যাবাদী বল এত সাহস তোমার মানুক!"

গর্জ্জন করিয়া মানুক উত্তর করিল—"খুব সাহস আছে আমার!"

"তুমি মিথ্যাবাদী, চোর তুমি!—ফাঁক দিয়ে আমাদের টাকা নিচ্ছ।" তার পর তার সঙ্গীদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিল—"ওর কথায় ভুলো না তোমরা চেপে ধর ওকে, হিসেব ঠিক করে দিতে বল।"

দলপতির কথায় সকলেই উত্তেজিত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রোষ কষায়িত লোচনে এলিশনের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু এলিশন দমিবার পাত্র নহে, সে তাহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া তাহার দিকে ধরিয়া বলিল—"খবরদার যে কেউ আমার দিকে আস্‌বে, গুলি মেরে আমি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

রিভলভার দেখিয়া দস্যুগণের উত্তেজিত রক্ত শীতল হইল। তাহারাও বদমায়েস, খুনে, মনুষ্য জীবন তাহাদের নিকট অতি সামান্য। প্রয়োজন হইলে অনায়াসে তাহা লইতে পারে, তাহাতে দুঃখ দরদ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাহারা নারাজ। খুন করিলেও তাহারা টাকার ষোল আনা অংশ কিছুতেই পাইবে না, এ কথা তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া যে যার চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নরম সুরে মানুক বলিল—"আমরা ঠিক যা তাই চাচ্ছি। আমাদের ধারণা আরও বেশী টাকা আমরা পাবো।"

বিদ্রূপভাবে এলিশন বলিল—"পাবে তুমি? সিধে কথা বল্‌চি তোমায় মানুক, এই তিন হাজার টাকা—তোমার ভাগে যা হয়েছে—যদি তোমার নেবার ইচ্ছে হয়—নাও, নইলে সোজা পথ—এখনি তুমি বেরিয়ে যাও। নতুবা কুকুরের মত আমি তোমায় গুলি করে মার্‌বো।

মানুকের মনের ইচ্ছা যাই হোক, কিন্তু চক্‌চকে রিভলভার তার মনের সব গোল মিটিয়ে দিলে। সে বলিল—"দাও যা দেবে তোমরা। আর হাতের ওটা সরিয়ে রাখ, ওটা দেখলে প্রাণে বড় ভয় হয়।

"তুমি খুসি হয়ে নিচ্ছ?"

"হ্যাঁ"।

"ভাল এই নাও তোমার টাকা।

এলিশন পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া প্রত্যেক দস্যুকে তাহার প্রাপ্য অংশ প্রদান করিল।

মরগ্যানকে বলিল—"তোমার সে পাদ্‌রি এসে পৌঁচেছে ?

"হ্যাঁ, সে অপর ঘরে আছে।"

"তবে নিয়ে এসো তাকে। আর আমাদের সময় নেই।"

মরগ্যান গিয়া ইবেনজার ইভানকে সঙ্গে করিয়া আনিল। তখন মদ চলিতে লাগিল—দস্যুদিগের বিদায় ভোজ। অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলেই মাতাল হইয়া পড়িল। মরগ্যান কিছু বেশী মাতাল হইল সে আর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কাত হইয়া চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

বৃথাই জন এলিশন তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দলের মধ্যে কেবল সেই ঠিক ছিল।

যখন তাহাদের এই অবস্থা তখন তাহাদের মাথার উপর যে কাল মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা বর্ষণের উপক্রম হইল। এলিশনের অনেক চেষ্টায় —মরগ্যান অনেকটা ঠিক হইল এবং টেবিলের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"হিক্—হ্যাঁ—ভুলে গেছি আমি। আনো হিক্—বিয়ের কাজ—হিক্—শেষ হিক্ হয়ে যাক।"

এলিশন প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে রোজাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল।

সুন্দরী রমণী দেখিয়া মাতালের দল লাফাইয়া উঠিল।

মরগ্যান টলিতে টলিতে তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রোজা সিংহীনীর ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া, তাহাকে দূরে থাকিতে বলিল, রাগে থতমত খাইয়া দুর্বৃত্ত মাতাল বলিল—"হে! তুমি আমার কাছে আস্‌বে না? ভাল হিক্—দেখা যাবে—আগে বিয়ে হোক, তার পর আস্‌তে হবে। এসো মিঃ ইভান—এ কাজ শেষ করে দাও।"

পাদরি ইবেনজার ইভান উঠিয়া দরজার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হস্ত উপরে তুলিয়া বক্তৃতা করিবার ভাবে বলিল "আসুন আমরা উৎসব আরম্ভ করি।"

অনিচ্ছা এবং বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রোজাকে টানিয়া মরগ্যানের পাশে দাঁড় করাইয়া এলিশন বলিল, শিগ্‌গির কাজ শেষ করে ফেল।"

পাদরি পুনরায় তাহার দুই হস্ত উপরে তুলিয়া বলিল, "ভদ্র মহোদয়-গণ। আমাদের উৎসব আরম্ভ হোক।" কিন্তু উৎসব যে ভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত সে ভাবে হইল না। পাদরির অঙ্গ হইতে তাহার কাল অঙ্গরেখা পড়িয়া গেল, মুখ হইতে কাল দাড়ি ঘরের মাঝখানে গিয়া পড়িল। পাদরি ইভানের পরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তি উভয় হস্তে ছ'নলা রিভলভার লইয়া—দস্যুগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশা উল্টাইয়া গেল। কারণ পাদরী বেশধারী ইবেনজার ইভান—আমাদের পোষ্টাফিস ডিটেক্‌টিভ—বেলমণ্ট ব্রাউন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ লেখা

দস্যুগণের প্রত্যেকেই বিস্ময়ের সহিত ব্রাউনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল এলিশন পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তার চির শত্রুর প্রতি ধাবমান হইবার চেষ্টা করিল।

ঠিক সেই সময়ে একদল সশস্ত্র পুলিশের লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

তাহাদের দেখিয়া পশ্চাৎ ধাবত পশুর ন্যায় ভয়ে সমস্ত দস্যুই গৃহের এক দিকে সরিয়া গেল।

অবিলম্বে একে একে সকলেরই হাতে হাতকড়ি পড়িল, কেবল এলিশন ধরা পড়িল না। সে সাধ্যানুসারে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না শেষে আপনার পিস্তল আপনার মুখের মধ্যে দিয়া আত্মহত্যা করিল।

গৃহের মধ্যে সকলি গোলমাল। সেই গোলমালের মধ্যে রোজা আরনগুস্মিথের বাহুপাশ আবদ্ধ হইল। সস্নেহে তাহার কপাল চুম্বন করিয়া আরনগু বলিল—"আর ওরা তোমাকে আমার কাছে থেকে কেড়ে নিতে পার্ব্বে না। আমার কাছে থাকবে তুমি রোজা ?

বন্ধু-বান্ধবহীনা দুঃখিনী রোজা আরনগুকে দেখিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল। রোজার বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাথর সরিয়া গেল। আরনগু যেন তাহার কত আপনার বোধ হইতে লাগিল। আরনগুের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতিদানে সে বিমুখী হইল না। তাহার কাঁধের উপর মস্তক রাখিয়া লজ্জা বিজড়িত স্বরে চুপি চুপি রোজা বলিল—"আমি তোমার হবো—নিয়তই তোমার কাছে থাক্‌বো।"

এলিশনকে বাঁচাইবার জন্য ব্রাউন বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে ব্রাউনকে ইঙ্গিতে তাহার নিকট ডাকিল। ব্রাউন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে চুপ করিতে বলিয়া, এলিশনের কথা শুনিতে

লাগিলেন। গৃহ নিস্তব্ধ, সকলেই সোৎসুকনেত্রে এলিশনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এলিশনের প্রত্যেক কথা সকলেই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তাহার প্রত্যেক কথায় সকলেই চমকিত হইতে লাগিল, সকলেই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল, বিশেষতঃ আমাদের রোজা।

এলিশন বলিতে লাগিল—"আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে, কিন্তু সংক্ষেপে যে গুলো দরকার সেই কথাগুলোই আমি বল্‌বো, কারণ আমার মৃত্যুর বেশী দেরী নাই। ১৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা আমি বল্‌ছি, রিচমণ্ডের কালু ক্ষুদ্র ভার্জ্জিনীয়া নগর, সেখানে পাশাপাশি দু'ঘর বড় লোকের বাস ছিল। তাদের দুজনের বড় প্রণয় ছিল। এত ভালবাসা যে সমস্ত বিষয় তাদের এক সঙ্গে ছিল। তাদের এক বংশ সেয়ারিশ ও অপর একজন এলিশন। এই এলিশন বংশে জন নামে এক ছেলে, অপর বংশে কেবল একমাত্র কন্যা। কন্যা পরমা-সুন্দরী সে রূপের তুলনায় সে দেশে তেমন আর কেউ ছিল না, নাম তার-এথেল।

দুজনে বাল্যবন্ধু। খাওয়া, শোয়া, খেলা করা সব এক সঙ্গে। পরস্পর কেহ কারু অদর্শন সহ্য কর্ত্তে পার্ত্তো না। বয়সের সঙ্গে সেই বন্ধুতা প্রণয়ে পরিণত হইল।

যখন জন এলিশন বুঝিল যে এথেলকে না পাইলে তার সংসারে সকলই বৃথা, তখন সে একদিন এথেলের পদপ্রান্তে বসিয়া আপন মনোভাব জানাইল। কিন্তু এথেল তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইল না।

সেইদিন এলিশন তাহার বাটী পরিত্যাগ করিল। তাহার জীবনের সুখ শান্তি সমস্ত নষ্ট হইল। এই আনন্দময় পৃথিবী, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার নয়নে মরুভূমি বলিয়া বোধ হইল।

এক মাস পরে, একজন সামান্যাবস্থাপন্ন যুবকের সহিত, এথেলের বিবাহের সংবাদ যখন সে শুনিতে পাইল, সে পাগলের ন্যায় হইয়া গেল। প্রায় এক সপ্তাহ কঠিন পীড়ায় সে শয্যাগত রহিল, প্রায় মৃত্যুর দ্বার হইতে সে ফিরিয়া আসিল। আরোগ্যান্তে সে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিল —কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। সেই উদ্দেশ্য—প্রতিহিংসা! যাহার জন্য তার জীবনের সকল সুখ নষ্ট হইয়াছে, যে তাহাকে সংসার ত্যাগ করাইয়াছে, যে তাহার প্রণয়ের হন্তারক, যে কোন উপায়ে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে একদিন রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিল এবং তাহাদের একমাত্র সন্তানকে চুরি করিয়া লইয়া নিউইয়র্কে চলিয়া আসিল।

সেখানে আসিয়া, আইক ম্যাকফারল্যাণ্ড নামে একজনের কাছে সেই কন্যা রাখিয়া দিল। সেই অপহৃত কন্যা—রোজা,—ঐ দাঁড়াইয়া আছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রোজা এলিশনের পরিচয় শুনিতে ছিল। নিজের জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া সে দৌড়িয়া তাহার নিকটে আসিল এবং নতজানু হইয়া করযোড়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বল বল—আমার মা বাপ কে—আমার প্রকৃত নাম কি?"

এলিশন বলিল, স্থির হও সব বল্‌চি আমি। বাধা দিও না তা হ'লে সব বল্‌তে পার্ব্বো না কারণ মৃত্যুর বেশী দেরী নেই আমার। সেই মেয়ে আইকের বাড়ী বড় হতে লাগলো, কিন্তু একদিনের জন্য এলিশন তাহাকে চখের আড়াল করেনি। মেয়ে চুরি করায় তার প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছিল। কারণ মেয়ে চুরি যাবার পরেই তার মায়ের মৃত্যু হ'ল, আর তার পিতা,

শোকে, তাপে, বয়সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু তখন তার কাজ শেষ হয়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অপেক্ষা করিতে লাগিল—তাহার শেষ কাজ করিবার জন্য। কিন্তু একজন (ব্রাউনকে দেখাইয়া) তার সে মতলব নষ্ট করে দিয়েছে।

তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সে একটী পোষ্যপুত্র নেয়। বয়সের সঙ্গে সে ছেলে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হয়ে উঠে। সেই জন্য তার পিতা তাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

ছেলে যখন ক্রোধে উন্মাদ হইয়া উঠিল, যে কোন উপায়ে তার সম্পত্তি প্রাপ্তির আকাঙ্খা বলবতী হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সে এলিশনের সঙ্গে মিশিল।

এতদিনের পোষিত প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত সাদরে এলিশন তাহাকে আশ্রয় দিল।

তার ফলে, একদিন গভীর রাত্রে বৃদ্ধ তাহার গৃহে নিহত হইল। কাজটা অত্যন্ত গর্হিত ও ভয়ানক, কিন্তু ভয়ানক হইলেও তাহার উত্তপ্ত শোণিতের সঙ্গে এলিশনের হৃদয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল।

মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি তার পোষ্য-পুত্রের হইল, সে এখন তাহা ভোগ করিতেছে। কিন্তু সেই সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী উপস্থিত সেই দানব প্রকৃতি জন এলিশন যে সেই সুখের সংসার ছারখার করিয়াছিল, সে এই তোমাদের সম্মুখে মৃত্যু-শয্যায়। আর পালক পিতৃহন্তা—আরনেষ্ট মরগ্যান। এথেল বা রোজা ম্যাকফারল্যাণ্ড—তোমার পিতা অন্যায়রূপে নিহত বৃদ্ধ মরগ্যান।

সমাজের নিয়ম এবং আইন অনুসারে মরগ্যানের সমস্ত সম্পত্তির তুমিই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

হত্যাকারী বলিয়া পোষ্য-পুত্রের সমস্ত দাবি, আরনেষ্টের নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

এলিশন চুপ করিল। ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—সমস্ত জেনে শুনেও আরনেষ্টের সঙ্গে রোজার বিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছিলে কেন?

"জীবনের শান্তির জন্য। উত্তেজনার পর অবসান, পাপের পর অনুশোচনা। সেই অনুশোচনা নিবারণের জন্যই রোজার বিবাহের এত চেষ্টা আমার ছিল। অতুল বিষয়ের অধিকারিণী হয়েও, পাছে রোজা কষ্ট পায়, আর তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে সে অধিকারী হয়, এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমার এ উদ্যোগ। যে কাজ করেছি ঈশ্বরের নিকট তার অনন্ত শাস্তি সেই শাস্তির কিয়ৎ পরিমাণ নিবারণের জন্য এ চেষ্টা আমি কচ্ছিলাম। কেবল তাই নয়, আরনেষ্টের সঙ্গে মিশে যে সক দুঃসাহসিক কাজ আমি করেছি, তার তুলনা নাই! মেল এজেন্টরূপে মরগ্যান ডাক চুরির যে সুযোগ করে দিয়েছিল, আর সেই চুরি নিউইয়র্ক থেকে আলবানী পর্য্যন্ত—এই হাজার হাজার ক্রোশ পথ যেরূপ প্রতাপে আমরা চালিয়ে এসেছি, কোম্পানীর অতি বিচক্ষণ গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলা দিয়ে আমরা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে আমাদের কার্য্য সমাধা করেছি, তোমার জান্তে বাকি নেই। এতদিনের পর কেবল তুমি সেদিন আমাদের চুরির কৌশল নিজের চক্ষে দেখেছ, আর কেবল তোমার দ্বারাই আমরা আজ ধরা পড়্লাম।

কিন্তু তুমি আমাকে কয়েদ কর্ত্তে পারলে না। যেমন দর্পের সহিত এতদিন ছিলাম, সেইরূপ দর্পেই আমি চলিলাম। জগতের লোক দেখবে, এলিশন মলো, তবু জেলে গেল না। আর আমার কথা সরছে না,

বুকের উপর যেন আমার পাথর চাপান রয়েছে।—হা—পরমেশ্বর—তা—মি—”

একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত, তাহার জীবন-বায়ু বহির্গত হইল। রহিল মাটির দেহ, আর সংসারের দুষ্ক্রিয়ার কথা।

আইন অনুসারে সমস্ত সম্পত্তি রোজার—এখন এথেল মরগ্যান

না। আরনগুের পদোন্নতির সঙ্গে তাহার বেতন বাড়িল তখন সে রোজার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল। আহ্লাদের সহিত রোজা তাহাতে সম্মতি দিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বেলমণ্ট ব্রাউন এবং সেখানকার যাবতীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তি সেই বিবাহ উৎসবে যোগ দিল। ব্রাউনের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

মরগ্যান ভবনে পক্ষিদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া সেই দিনেই ব্রাউন তাহার নিয়োগ কর্ত্তা জেনারল জেমস্‌কে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ;—

পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল জেমস্—ওয়াশিংটন। আমার নমস্কার জানিবেন। পক্ষিগণ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। এখন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিব।

আপনারই—

বেলমণ্ট ব্রাউন।